চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com
কলকাতা Volume No. 28, Issue No.: 249 Tuesday, 8 August, 2023 ❋ ২৮ বর্ষ, ২৪৯ সংখ্যা ❋ ২২ শ্রাবণ, ১৪৩০, মঙ্গলবার, ৮ আগস্ট , ২০২৩ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

তারকেশ্বরের পথে জল যাত্রীরা গাজা মদের নেশায় আসক্ত, প্রশাসন নির্বিকার

। ...বিস্তারিত পাতা ৩

ভেঙে গেল কঁসাই নদীর উপর তৈরি বাঁশের সাঁকো,পাঁশকুড়াতে বিছিন্ন হলো দুই পারের যোগাযোগ।

...বিস্তারিত পাতা ৫

উত্তর প্রদেশের শাহগঞ্জ থানা এলাকায় শিব মন্দিরে পুজোর সময় মন্দির প্রাঙ্গণের নির্মিত কক্ষের ছাদ ধসে পড়ে।।

...বিস্তারিত পাতা ৬

আইপিএলে ফিরছেন এবি ডিভিলিয়ার্স। কোটিপতি লিগে মিস্টার ৩৬০' ফিরছেন রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোরের হাত ধরে।

...বিস্তারিত পাতা ৮

ফেলে রাখা যাবে না সরকারি প্রকল্পের কাজ ঃ মুখ্যমন্ত্রী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ আগস্টঃ সরকারি কাজ কোনও মতে ফেলে রাখা চলবে না। একথা বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। এবার কাজ শেষের সময়সীমা বেঁধে দিলেন তিনি। সোমবার মন্ত্রিসভার বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়ে দিয়েছেন, কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা কোনও প্রকল্প ঘোষণার ১৫ দিনের মধ্যে তা কার্যকর করার প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে। সেই রিপোর্ট দিতে হবে সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীকে। ৬ মাসের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে তা বাস্তবায়িত করতে হবে। কাজ কতটা এগোল, তা জানাতে হবে মুখ্যমন্ত্রীকেই। পাশাপাশি সরকারি জমি নিয়েও বড় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সোমবার সরকারি জমি জবরদখল হয়ে যাচ্ছে। এদিন মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই বিষয়টি উত্থাপন করেন মন্ত্রী মলয় ঘটক। দখলদারি আটকাতে সবাইকে তপর হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মন্ত্রিসভার বৈঠকে জবরদখলের প্রসঙ্গ তোলেন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসও। দখলদারি ঠেকাতে বড় সিদ্ধান্ত নেয় রাজ্যের মন্ত্রিসভা। জানা গিয়েছে, সরকারের অধীনে থাকা খালি জমি বিক্রি করে দেওয়া হবে। তবে কী দরে, কাকে বিক্রি করা হবে তা নিয়ে কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। বরাবরই উচ্ছেদের বিরোধী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু সরকারি জমি দখলের অভিযোগ উঠছে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে। সেই দখলদারি ঠেকাতে তপর হচ্ছে রাজ্য। পাশাপাশি, সরকারি কাজ ফেলে রাখার প্রবণতা ঠেকাতেও কড়া পদক্ষেপ করলেন মুখ্যমন্ত্রী।

বেসরকারি ইংরেজি মিডিয়াম স্কুলগুলি বাধ্যতামূলক করা হতে

পারে বাংলা। এমনই ভাবনাচিন্তা করছে রাজ্য। পাশাপাশি স্বাস্থ্য কমিশনের ধাঁচে রাজ্যেও তৈরি হচ্ছে শিক্ষা কমিশন। যারা বেসরকারি স্কুলগুলি সম্পর্কে ওঠা অভিযোগ শুনবে। তৈরি করবে গাইডলাইনও। নিয়ন্ত্রণ করবে ফি-ও। সোমবার রাজ্যের বেসরকারি স্কুলগুলি নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য মন্ত্রিসভা। রাজ্যের একাধিক বেসরকারি ইংরেজি মিডিয়াম স্কুলে বাংলা পড়ানো হয় না বলে বারবার অভিযোগ উঠেছে। প্রথম ভাষা হিসেবে ইংরেজি বাধ্যতামূলক। দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে বাংলা নেওয়ার সুযোগ থাকলেও বহু ক্ষেত্রে অনেকে হিন্দি বা অন্য ভাষা নেয়। ফলে স্কুল জীবনে বাংলাটা পড়া হয় না। এবার সেই পরিস্থিতি বদলাতে উদ্যোগী হল রাজ্য মন্ত্রিসভা। জানা গিয়েছে, এদিন মন্ত্রিসভায় বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়। বেসরকারি ইংরেজি মিডিয়াম স্কুলগুলিতে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে বাংলাকে বাধ্যতামূলক ভাবনাচিন্তা করা হচ্ছে। তৃতীয় ভাষা হিসেবে সাঁওতালি, উর্দু বা অন্য কোনও ভাষার ব্যবহার করা যেতে পারে। ইংরেজি মিডিয়াম ছাড়া অন্য কোনও মিডিয়ামের ক্ষেত্রে এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে না। উল্লেখ্য, ইংরেজি শিক্ষার চাপে বাংলা ভাষার প্রতি নতুন প্রজন্ম আগ্রহ হারাচ্ছিল বলে বারবার অভিযোগ উঠেছে। এমনকী, সম্প্রতি এক কলেজের ভরতির বিজ্ঞাপ্তি ঘিরেও দানা বেঁধেছিল বিতর্ক। সেই বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছিল, একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণিতে ইংরেডি মিডিয়ামের পড়ুয়া না হলে সেই কলেজে ভরতি হওয়া যাবে না। পরে অবশ্য তুমুল চাপের মুখে বিজ্ঞপ্তি প্রত্যাহার করা হয়। এমন পরিস্থিতিতে ইংরেজি মিডিয়াম স্কুলে বাংলা বাধ্যতামূলক করতে উদ্যোগী হল রাজ্য। এদিকে করোনা কাল থেকে রাজ্যের বেসরকারি স্কুলগুলির বিরুদ্ধে ভুরি ভুরি অভিযোগ উঠেছে। কখনও মাত্রাতিরিক্ত ফি বৃদ্ধি করা হয়েছে তো কখনও আবার সিলেবাস-পরীক্ষা নিয়ে অভিযোগ উঠেছে। এনিয়ে জল গড়িয়েছে আদালত অবধি। কলকাতা হাই কোর্টে দফায় দফায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে। এবার সেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে বড় পদক্ষেপ করল মন্ত্রিসভা। স্বাস্থ্য কমিশনের মতোই তৈরি হচ্ছে শিক্ষা কমিশন। যার মাথায় থাকবেন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি। এই কমিশন বেসরকারি স্কুলগুলির অভিযোগ শোনার পাশাপাশি স্কুলগুলির জন্য গাইডলাইনসও তৈরি করবে।

মণিপুর নিয়ে কমিটি গড়ল সুপ্রিম কোর্ট, ত্রাণ-পুনর্বাসন খতিয়ে দেখবেন ৩ মহিলা

নয়াদিল্লি, ৭ আগস্ট ঃ মণিপুর নিয়ে কমিটি গঠন করার নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। আজ সোমবার হাই কোর্টের তিন প্রাক্তন মহিলা বিচারপতিদের নিয়ে কমিটি গঠনের নির্দেশ দিল শীর্ষ আদালত। এদিন, সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়। নির্দেশ দেন, অশান্ত মণিপুরে ত্রাণ,

পুনর্বাসন ও ক্ষতিপূরণের মতো বিষয়গুলি খতিয়ে দেখতে নতুন কমিটি গঠন করা হবে। এই কমিটিতে থাকছেন জম্মু ও কাশ্মীর হাই কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি গিতা মিত্তাল, বম্বে হাই কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি শালিনী ফানসালকর জোশী। থাকবেন দিল্লি হাই কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি আশা মেনন। এই কমিটির নেতৃত্ব দেবেন প্রাক্তন বিচারপতি গিতা মিত্তাল। এই কমিটি মণিপুরের পীড়িতদের জন্য কাজ করবে। ত্রাণ, পুনর্বাসন, ক্ষতিপূরণ ও আক্রান্তদের তদারকি করবে। অন্যদিকে, মণিপুর কাণ্ড নিয়ে কেন্দ্রীয় তদন্তকারি সংস্থা যে তদন্ত করছে ও অন্যান্য যে মামলাগুলি চলছে সেগুলির পর্যবেক্ষণ করার জন্য একজন পর্যবেক্ষকও নিয়োগ করেছে শীর্ষ আদালত। এই পর্যবেক্ষণের দায়িত্বে থাকবেন মহারাষ্ট্র পুলিশের প্রাক্তন ডিজিপি দত্তাত্রেয় পদসালগায়কর। উল্লেখ্য, গত ৪ মাস ধরে মেতেই-কুকি জাতি হিংসায় জ্বলছে মণিপুর। সেখানে একাধিক ক্ষেত্রে মানবধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ উঠেছে। ধর্ষণের শিকার হয়েছেন মহিলারা। প্রভাব পড়েছে শিক্ষাক্ষেত্রেও। ঘরছাড়া শয়ে শয়ে পড়ুয়া। এহেন পরিস্থিতিতে, উত্তর-পূর্বের রাজ্যে নিরীহদের প্রতি সুবিচারের জন্য নয়া নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের।

দিল্লি দখলে'র লড়াই

বিতর্কিত বিলেই শক্তিপরীক্ষা ইন্ডিয়া'জোটের

নয়াদিল্লি, ৭ আগস্ট ঃ বিরোধীদের দাবি উড়িয়ে রাজ্যসভায় দিল্লি অর্ডিন্যান্স বিল পেশ করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এই বিতর্কিত বিলকে কেন্দ্র করেই সংসদে কার্যত শক্তিপরীক্ষা হবে ইন্ডিয়া' জোটের। দিল্লি দরবারের দখল নিয়ে তুঙ্গে কেন্দ্র বনাম কেজরি সরকারের লড়াই। দেশের শাসকদলকে ঘিরে ফেলতে আসরে নেমেছে বিরোধী জোট ইন্ডিয়া'। রাজ্যসভায় মোদি সরকারের অধ্যাদেশ বাণ ভোঁতা করতে হুইপ জারি করেছে কংগ্রেস-সহ অন্যান্য দল। তবে হাত শিবিরের অস্বস্তি বাড়িয়ে কয়েকদিন আগেই দিল্লি অর্ডিন্যান্স নিয়ে এনডিএ সরকারের পাশে দাঁড়ান কংগ্রেস নেতা সন্দীপ দীক্ষিত। আর এখানেই বিরোধী ইন্ডিয়া জোটের শক্তিপরীক্ষা। এই প্রেক্ষাপটেই আজ সোমবার রাজ্যসভায় দিল্লি অর্ডিন্যান্স বিল পেশ করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বিশ্লেষকদের মতে, অঙ্কের খেলায় সংসদে বিলটি পাশ হয়ে যাবে। কারণ, পরিসংখ্যান শাসকদলের পক্ষেই রয়েছে। রাজ্যসভার মোট আসন সংখ্যা ২৪৫। বর্তমানে ৮টি আসন খালি থাকায় তা নেমে দাঁড়িয়েছে ২৩৭। অর্থা, বিলটি পাশ করাতে সরকারের প্রয়োজন ১১৯ জন সদস্যের সমর্থন। এই মুহূর্তে এনডিএ জোটের কাছে রয়েছে ১১১টি আসন। বিজেডি (৯টি আসন), ওয়াইএসআর কংগ্রেস পার্টি (৯টি) এবং টিডিপিকে (১ আসন) দলে ভিড়িয়ে সেই সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৩০। ফলে সংসদের উচ্চকক্ষে বিলটি পাশ হওয়া নিয়ে সেই অর্থে কোনও বাধা থাকছে না। গত বৃহস্পতিবারই লোকসভায় এই বিল পাশ হয়। তারপরেই সভাকক্ষ থেকে ওয়াকআউট করেন বিরোধীরা। উল্লেখ্য, সেই ২০১৮ সাল থেকে উপরাজ্যপালের ক্ষমতা এবং দিল্লি সরকারের সীমাবদ্ধতার বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে ল৷াই করছিল অরবিন্দ কেজরিওয়ালের সরকার। সেই মামলায় ৫ সদস্যের এক সাংবিধানিক বেঞ্চ গঠন হয়। প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বাধীন সাংবিধানিক বেঞ্চ জানিয়ে দেয়, উপরাজ্যপাল নয়, আসল প্রশাসনিক ক্ষমতা থাকা উচিত নির্বাচিত সরকার এবং মন্ত্রিসভার হাতেই।

লোকসভায় পাশ হয়ে গেল ডিজিটাল তথ্য সুরক্ষা বিল

নয়াদিল্লি, ৭ আগস্ট ঃ সোমবার লোকসভায় পাশ হল ডিজিটাল পার্সোনাল ডেটা প্রোটেকশন বিল। এর আগেই ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার তরফে। এদিন সংসদে তা পেশ করা হলে পাশ হয়ে যায়। এদিন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেন, কেন্দ্র সরকারের ডিজিটাল ইন্ডিয়ার প্রয়াস গোটা বিশ্বের প্রশংসা কুড়িয়েছে। ভারতকে দেখেই অনেক দেশ ইউপিআই চালু করার চেষ্টা করছে। ডিজিটাল ইন্ডিয়ার সৌজন্যে বর্তমানে শহর থেকে গ্রামকে অনায়াসেই সংযুক্ত করা যায়। ইউজারদের ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষার অধিকারকে সুনিশ্চিত করতেই এই বিল আনার সিদ্ধান্ত। সংসদীয় কমিটির একাধিক বৈঠকের পর এই এই বিলটি তৈরি করা হয়। এই নিয়ে দ্বিতীয়বার লোকসভায় বিলটি পেশ করা হল। এর আগে ২০১৯ সালের ডিসেম্বরে প্রথমবার সংসদে এই ডেটা প্রোটেকশন বিল পেশ করে কেন্দ্র। সংসদের যুগ্ম কমিটির কাছে বিলটি পাঠানো হয়। বিলটি নিয়ে আলোচনার পর স্পিকারকে রিপোর্ট পাঠায় যুগ্ম কমিটি। সেসময় বিভিন্ন স্টেকহোল্ডার এবং সংস্থা বিলটিতে আপত্তি জানায়। শেষে ২০২২ সালের আগস্টে বিলটি প্রত্যাহার করা হয়। নতুন করে বিলটির খস৷া তৈরি করে সেটা আবার পেশ করা হল লোকসভায়। বিলটির নাম ডিজিটাল পার্সোনাল ডেটা প্রোটেকশন বিল ২০২৩। লোকসভায় পাশ হয়ে গেলেও এই বিল আইনে পরিণত হতে এখনও রাজ্যসভার অনুমোদন প্রয়োজন। এই বিল পাশের অর্থ দেশের সব অনলাইন এবং অফলাইন ডেটা একটি আইনি ডোমেনের অন্তর্ভুক্ত হবে। এমনকী ব্যক্তিগত তথ্যও। তবে ব্যক্তিগত তথ্য সেই ডোমেনে অন্তর্ভুক্তির আগে সেই ব্যক্তির অনুমতি নেওয়া হবে। এই ডোমেনেই সব তথ্য সুরক্ষিত রাখবে। কিছু ব্যতিক্রমও রয়েছে। জাতীয় নিরাপত্তা এবং আইনশৃঙ্খলার স্বার্থে সরকারের কোনও তথ্য প্রয়োজন হলে ব্যতিক্রম হতে পারে।

পদ ফিরতেই হাসিমুখে অধিবেশনে সাংসদ

নয়াদিল্লি, ৭ আগস্ট ঃ সাংসদ পদ ফিরে পেয়েছেন রাহুল গান্ধী। চারমাস পরে হাসিমুখে সংসদের অধিবেশনেও প্রবেশ করেছেন তিনি। তারপরেই টুইটারে নিজের বায়ো বদলে ফেললেন রাহুল গান্ধী। প্রসঙ্গত, ২ বছরের কারাদণ্ড পাওয়ার জেরে খারিজ হয়েছিল কংগ্রেস নেতার সাংসদ পদ। তারপরেই টুইটারের বায়ো পাল্টে দিয়েছিলেন তিনি। তবে চারমাস পরে ফের নতুন করে টুইটারে নিজের পরিচয় লিখলেন প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি। সোমবার সকালেই লোকসভারসচিবালয় জানিয়ে দেয়, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের ভিত্তিতেই রাহুল গান্ধীকে সাংসদ পদ ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তারপরেই বাদল অধিবেশনে যোগ দিতে সংসদ ভবনে পৌঁছেন রাহুল। সঙ্গে ছিলেন তাঁর মা সোনিয়া গান্ধীও। গাড়ি থেকে নেমে হাসিমুখে সাংবাদিকদের দিকে হাত নাড়েন তিনি। তবে কোনও কথা বলতে চাননি। তারপরেই দেখা যায়, টুইটারের বায়ো পাল্টে ফেলেছেন ওয়ানড়ের কংগ্রেস সাংসদ। প্রসঙ্গত, পদ খারিজ হওয়ার পরে তাঁর বায়োতে লেখা ছিল, ডিস'কোয়ালিফায়েড সাংসদ।

তবে সোমবার নিজের বায়ো পালটে রাহুল লেখেন, রাহুল গান্ধীর অফিশিয়াল টুইটার অ্যাকাউন্ট। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সদস্য ও সাংসদ। অন্যদিকে, রাহুলের সাংসদ পদ ফেরতের খবর প্রকাশ্যে আসতেই উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন কংগ্রেস নেতা-কর্মীরা। সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে টুইট করে বলেন, এই সিদ্ধান্তে স্বস্তি পাবেন ওয়ান৷রে সাধারণ মানুষ। আর যে ক'টা দিন বিজেপি ও মোদি সরকার ক্ষমতায় রয়েছে, তাদের উচিত বিরোধী নেতাদের হেনস্তা না করে দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা।প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার থেকেই লোকসভায় মণিপুর ইস্যুতে আনা অনাস্থা প্রস্তাবের আলোচনা শুরু হবে। কংগ্রেস সূত্রে জানা গিয়েছে, অনাস্থা প্রস্তাবের আলোচনায় অন্যতম প্রধান বক্তাদের তালিকায় রাখা হবে রাহুল গান্ধীকে।

বুদ্ধবাবু হাসপাতালে ভুগছেন, আমি জেলে, জামিন চেয়ে সওয়াল পার্থর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ আগস্ট ঃ জামিনের আর্জি জানিয়ে আদালতে দাঁড়িয়ে রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের কথা তুলে ধরলেন শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে ধৃত প্রাক্তনমন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। আরও একবার নিজেকে নির্দোষ বলেও দাবি করেন তিনি। মন্ত্রী হিসাবে তাঁর কোনও ভূমিকা ছিল না বলেই বিচারককে জানান পার্থ। সোমবার আদালতে দাঁড়িয়ে পার্থ বলেন, এক বছরের বেশি সময় ধরে সিবিআই আমার বিরুদ্ধ কোনও তথ্যপ্রমাণ আদালতে জমা দিতে পারেনি। সিবিআই আধিকারিকদেরও মুখোমুখি হয়েছি। ২৬ বছর ধরে জনগণের জন্য কাজ করেছি। এসএসসি কী? মন্ত্রী হিসাবে আমার কোনও ভূমিকা নেই। এসএসসি আইনের অনেক সংকলন হয়েছে। একজন নীতি তৈরি করেন। একটা অংশ নিয়োগের কাজ করে। এসএসসি চলে বোর্ডের মাধ্যমে। মন্ত্রী নিয়োগ করেন না। ক্যাবিনেট, প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি হয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে রিপোর্ট পৌঁছয়। আমি জানিনা কারা চাকরি পেয়েছেন।

যেকোনও শর্তে জামিনের আর্জি

জানিয়ে পার্থর সওয়াল, সামনে পুজো আসছে। আমার পরিবার আছে। ২৫ বছরের বিধায়ক। আমি ভুক্তভোগী। আমাদের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যে হাসপাতালে ভরর্তি। উনি ভুগছেন। আর আমিও। আমার দপ্তর বারবার পরিবর্তন হয়েছে। আমি পাঁচটা দপ্তরে ছিলাম। ডেটা এন্ট্রি অপারেটার কী করেছে, তার দায় আমি কেন নেব? যেকোনো মূল্যে আমায় জামিন দিন। আমি দুনীর্তিতে যুক্ত নই। এদিকে, আদালতে ঢোকার সময় পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে তাঁর দলীয় কার্যালয় ভাঙা নিয়ে প্রশ্ন করা হয়। সেই সময় অবশ্য তিনি কোনও জবাব দেননি। মাথা নিচু করে আদালতে ঢুকে যান প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী।

রাজ্যে আরও বাড়তে চলেছে জেলার সংখ্যা!

দুরন্ত বার্তা, কলকতা, ৭ আগস্ট ঃ আরও বাড়তে চলেছে বাংলার জেলার সংখ্যা! সোমবার মন্ত্রিসভার বৈঠকে বেশ কয়েকটি জেলা ভাগের বিষয়ে উদ্যোগ নেওয়ার নির্দেশ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রশাসনিক সুবিধার জন্য বড় জেলাগুলোকে ভেঙে একাধিক নতুন জেলা তৈরির নীতি নিয়েছে রাজ্য সরকার। বাংলায় সাত নতুন জেলা তৈরির প্রশাসনিক প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে ইতিমধ্যেই। এবার নবান্নে রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে জেলা ভাগের সুপারিশ করার জন্য একটি কমিটি তৈরি করে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। নদিয়া, বীরভূম, মালদহ, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও দুই মেদিনীপুর জেলাকে ভাগ করে আরও নতুন জেলা তৈরি করা যায় কি না, তা নিয়ে তাদের রিপোর্ট দিতে নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। সাতদিনের মধ্যেই মুখ্যমন্ত্রীর কাছে রিপোর্ট জমা দিতে হবে।

জানা গিয়েছে, ওই কমিটিতে পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম, মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস ও মলয় ঘটককে রাখা হয়েছে। এছাড়া থাকছেন মুখ্যসচিব, ভূমিসচিব প্রমুখ। জেলাগুলিকে কীভাবে ভাগ করা যায়, ভৌগোলিক অবস্থান-সহ বিভিন্ন খুঁটিনাটি খতিয়ে দেখে রিপোর্ট জমা দিতে হবে। সূত্রের খবর, এদিন রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে দীর্ঘক্ষণ জেলা ভাগ করা নিয়ে আলোচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী।প্রশাসনিক সুবিধার জন্য এর আগেও বড় জেলাগুলিকে ভাগ করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই আরও সাত নতুন জেলা তৈরির প্রক্রিযা়ও শুরু হয়েছে। সেগুলি হল, রানাঘাট, বসিরহাট, বহরমপুর-কান্দি, জঙ্গিপুর, সুন্দরবন, ইছামতী ও বিষ্ণুপুর। অর্থা ভাগ হল নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, বাঁকুড়া, উত্তর ২৪ পরগনা ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা। এর আগে উত্তর ২৪ পরগনা ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার প্রশাসনিক বৈঠকে সু ন্দরবন ও সন্দেশখালিকে পৃথক করার কথা বলেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

অসুস্থ জানিয়েও অনুব্রতর মিলল না জামিন, খারিজ আর্জি

নয়াদিল্লি, ৭ আগস্ট ঃ অসুস্থতার দোহাই দিয়েও কোনও লাভ হল না। আবার খারিজ হয়ে গেল অনুব্রত মণ্ডলের জামিনের আবেদন। শারীরিক অসুস্থতার উল্লেখ করে রাউস অ্যাভিনিউ কোর্টের বিশেষ সিবিআই আদালতে জামিনের আবেদন করেছিলেন বীরভূমের তৃণমূল জেলা সভাপতি। কিন্তু সেই আরজি খারিজ হয়ে যায় এদিন।মঙ্গলবার দিল্লি হাই কোর্টে কেষ্ট মণ্ডলের অন্য একটি মামলার শুনানি রয়েছে। গরু পাচারের অভিযোগ গ্রেপ্তার হয়েছেন তিনি। ইসিআইআর দায়ের হয়েছে বাংলায়। তারপরও কেন তাঁকে গ্রেপ্তার করে দিল্লিতে রাখা হল, তা নিয়ে দিল্লি হাই কোর্টে মামলা করেছেন অনুব্রত। আগামিকাল সেই মামলার শুনানি রয়েছে। গ্রেপ্তার হওয়ার পর থেকেই আসানসোলের বিশেষ সিবিআই আদালত, কলকাতা হাই কোর্ট, রাউস অ্যাভিনিউ কোর্টের বিশেষ সিবিআই আদালত ও দিল্লি হাই কোর্টে বারবার জামিনের আবেদন করেছেন অনুব্রত। প্রতিবারই হতাশ হতে হয়েছে। রাউস অ্যাভিনিউ আদালতেও অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে জামিনের আবেদন করেন তিনি। তাও ধোপে টিকল না। আপাতত জেলেই থাকতে হচ্ছে বীরভূমের বেতাজ বাদশা'কে।

অভিষেককে কুরুচিকর ভাষায় আক্রমণ শানালেন মহম্মদ সেলিম

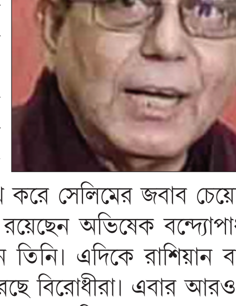

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ আগস্ট ঃ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে কুরুচিকর ভাষায় আক্রমণ শানালেন মহম্মদ সেলিম। সিপিএমের রাজ্য সম্পাদকের দাবি, বিদেশী পতিতাদের অ্যাকাডন্টট ভাড়া করে দুর্নীতির টাকা পাচার করেছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। সেলিমের এহেন ভাষা' ব্যবহার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। তাঁকে পালটা দিয়েছেন তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ। এক সিপিএমের নেতার কীর্তির কথা উল্লেখ করে সেলিমের জবাব চেয়েছেন। চোখের চিকিৎসা করাতে আমেরিকায় রয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখান থেকে সেলফি পোস্ট করেছেন তিনি। এদিকে রাশিয়ান বান্ধবী ইস্যুতে নাম না করে তাঁকে নিশানা করছে বিরোধীরা। এবার আরও এক ধাপ এগিয়ে কুরুচিকর ভাষায় তৃণমূল সাংসদকে নিশানা করলেন সেলিম। অভিষেকের ছবি পোস্ট করে টুইটারে তিনি লিখেছেন, সাংসদ ওরফে মাফিয়া ডন কয়লা পাচার থেকে নিয়োগ দুর্নীতির মতো একাধিক অপরাধে অভিযুক্ত নিউইয়র্ক থেকে সেলফি পোস্ট করছেন। দেশ থেকে পালিয়েছেন। আর তাতে সাহায্য করেছেন তাঁর বিজেপির বস'রা। এরপরই তাঁর সংযোজন, অসদুপায়ে প্রাপ্ত অর্থ পাচার করতে ১৫ জন বিদেশি পতিতার অ্যাকাডন্ট ব্যবহার করা হয়েছে। সেলিমের অভিযোগের পালটা দিয়েছেন তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক তথা মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। লিখেছেন, কয়েকবছর আগের কথা। পার্টির কাজ আছে বলে এক নামী নেতা বান্ধবীর সঙ্গে একটি রাজ্যের হোটেলে চলে যান। তাঁর বিমান এবং হোটেলের কাগজ তাঁর বাড়িতে দেন পার্টিরই আরেক নেতা, আমাদেরও দেন। চূড়ান্ত অশান্তি হয। তাঁর আরও দাবি, সেই সময় সৌজন্যর খাতিরে ছাপা হয়নি। সঙ্গে কুণাল ঘোষের প্রশ্ন, এবিষয়ে আপনার কিছু জানা আছে মহম্মদ সেলিম?

রাহুল সংসদে ফিরতেই তেড়েফুড়ে হামলা বিজেপির

নয়াদিল্লি, ৭ আগস্ট ঃ রাহুল গান্ধী সংসদে ফিরতেই সরাসরি কংগ্রেসের দিকে অভিযোগ তুলল বিজেপি। তারা বলছে, কংগ্রেসকে টাকা দিচ্ছে চিন! নিউ ইয়র্ক টাইমসের একটি প্রতিবেদনকে হাতিয়ার করে কেন্দ্রের শাসকদলের দাবি, চিনা প্রোপাগান্ডা ছড়াতে সিদ্ধহস্ত একটি সংবাদমাধ্যমকে তদন্তের হাত থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করেছে কংগ্রেস।

আজই সাংসদ পদ ফেরত পেয়েছেন রাহুল গান্ধী। সোমবারই লোকসভা সেক্রেটারিয়েটের তরফে জানানো হয়েছে, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী ওয়ানড়ের সাংসদের পদ ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এই খবর পাওয়ার পরেই উচ্ছ্বাসে মেতে ওঠেন দলের কর্মী সমর্থকরা। ১০ জনপথ রোডে রাহুল গান্ধীর বাসভবনের সামনে নাচগান শুরু করেন তাঁরা। সংসদে হাজির হন রাহুল গান্ধী। বিশ্লেষকদের মতে, প্রাথমিক ধাক্কা সামলে এবার কংগ্রেসকে কোণঠাসা করতে চিনকে হাতিয়ার করছে বিজেপি। আর তাদের তুরুপের তাস নিউ ইয়র্ক টাইমসের রিপোর্ট। এদিন সংসদে বিজেপি সাংসদ নিশীকান্ত দুবে বলেন, কংগ্রেসকে টাকা দিচ্ছে চিন। নিউজক্লিকের মতো চীনপন্থী নিউজ ওয়েবসাইটের ঢাল হয়ে দাঁড়ায় ওই দলটি। দ্য গ্র্যান্ড ওল্ড পার্টি'কে একহাত নিয়েছেন কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর। তাঁর অভিযোগ, ২০২১ সালে আর্থিক দুর্নীতির মামলায় নিউজক্লিকের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। জানা যায়, বিদেশ থেকে প্রায় ৩৮

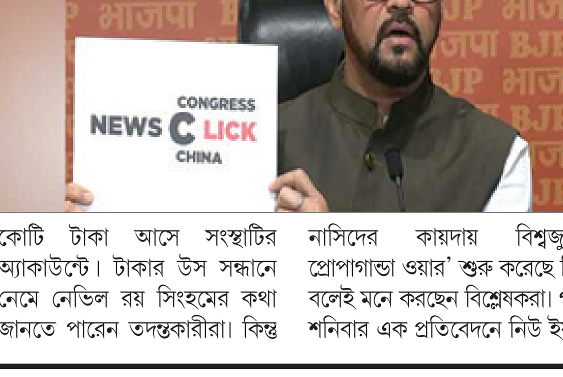

কোটি টাকা আসে সংস্থাটির অ্যাকাউন্টে। টাকার উস সন্ধানে নেমে নেভিল রয় সিংহমের কথা জানতে পারেন তদন্তকারীরা। কিন্তু সব জেনেও নিউজক্লিককে আড়াল করার চেষ্টা করে কংগ্রেস। উল্লেখ্য, নাসিদের কায়দায় বিশ্বজুড়ে প্রোপাগান্ডা ওয়ার' শুরু করেছে চিন বলেই মনে করছেন বিশ্লেষকরা। গত শনিবার এক প্রতিবেদনে নিউ ইয়র্ক টাইমস দাবি করে, নেভিল রয় সিংহম নামের এক মার্কিন ধনকুবের মাধ্যমে দক্ষিণ আফ্রিকা, ভারত এবং আমেরিকা-সহ বেশ কয়েকটি দেশে মগজ ধোলাইয়ের কাজ করছে বেজিং। নেভিল এবং তাঁর প্রচার নেটওয়ার্কের সঙ্গে জড়িত কিছু সংস্থার মধ্যে রয়েছে নো কোল্ড ওয়ার, নিউজক্লিক এবং কোড পিঙ্ক। এনওয়াইটি-র মতে, সম্প্রতি এই সংস্থাগুলি চিনের হয়ে কথা বলছে। ভারতেও নাকি এমনই কাজকর্ম চালাচ্ছিলেন নেভিল। তাঁর একটি নিউজ সাইটে হানা দেয় ভারতের তদন্তকারী সংস্থাগুলি। আমেরিকার জমিতেই গজিয়ে ওঠা বেশ কয়েকটি সন্দেহজনক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের মাধ্যমেই নাকি এহেন কার্যকলাপের টাকা জোগাড় করা হত।

ডেঙ্গু নিয়ে সচেতন বার্তা আলিপুরদুয়ার পথের সাথী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার

আলিপুরদুয়ার,৭আগষ্টঃমানুষকে ডেঙ্গু নিয়ে সচেতন করতে এলাকার খুদে শিশুদের নিয়ে র‍্যালি করলো আলিপুরদুয়ার পথের সাথী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। রবিবার দুপুর ১টা নাগাদ আলিপুরদুয়ার জংশন অফিসার্স কলোনিতে পথের সাথী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কার্যালয় সংলগ্ন এলাকা থেকে এই র‍্যালি শুরু হয় । এবং জংশনের বিভিন্ন জায়গা পরিক্রমা করে D.R.M চৌপথী শিশু উদ্যান হয়ে ফের পথের সাথীর স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কার্যালয়ের সামনে এসে সমাপ্ত হয়।এদিন এলাকার প্রায় শতাধিক খুদে শিশু ডেঙ্গু নিয়ে মানুষকে সচেতন করতে সচেতনতামূলক ব্যানার হাতে নিয়ে এই র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করেন।উক্ত কর্মসূচীতে উপস্থিত ছিলেন আলিপুরদুয়ার পথের সাথী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সভাপতি সুব্রত মজুমদার, পথের সাথী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সম্পাদক মিঠুন রায় , সদস্য অনিল কুমার ঝাঁ সহ অন্যান্যরা।

ভারতে অনুপ্রবেশের চেষ্টা বানচাল, জম্মু-কাশ্মীরের পুঞ্চে নিকেশ দুই সন্ত্রাসবাদী

শ্রীনগর, ৭ আগস্ট ঃজম্মু ও কাশ্মীরের পুঞ্চ জেলায় বড়সড় অনুপ্রবেশের চেষ্টা বানচাল করে দিল সেনাবাহিনী এবং জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ। সোমবার ভোররাতে পুঞ্চ জেলার দেগওয়ার তেরওয়ানের সাধারণ এলাকায় নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর অনুপ্রবেশের চেষ্টা ব্যর্থ করেছে সেনাবাহিনী ও পুলিশ। প্রতিরক্ষা (জম্মু) পিআরও লেফটেন্যান্ট কর্নেল সুনীল বার্তোয়াল বলেছেন, ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের যৌথ অভিযানে দুই সন্ত্রাসী নিরস্ত্র হয়েছে। একজন সন্ত্রাসী তক্ষণা মাটিতে পড়ে যায়, দ্বিতীয় সন্ত্রাসী পিছনে দৌড়ানোর চেষ্টা করে, পরে এলওসির কাছে সেও পড়ে যায।সেনাবাহিনী জানিয়েছে, ওই এলাকায় এখনও তল্লাশি অভিযান জারি রয়েছে। সোমবার সকালে ভারতীয় সেনাবাহিনী সরকারিভাবে জানিয়েছে, পুঞ্চ জেলায় ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের যৌথ অভিযানে বড় অনুপ্রবেশের চেষ্টা বানচাল করা হয়েছে। সেনাবাহিনী জানিয়েছে, যৌথ অভিযানে দুই অনুপ্রবেশকারীকে খতম করা হয়েছে। তল্লাশি অভিযান চলছে।

করিমগঞ্জের বারইগ্রামে অগ্নিকাণ্ড, ভস্ম দোকানঘর সহ দুটি গাড়ি

বারইগ্রাম (অসম), ৭ আগস্টঃ করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত পাথারকান্দি থানাধীন বারইগ্রাম পুলিশ ওয়াচপোস্ট এলাকার কাঁঠালগুল গ্রামে আজ সোমবার কাকভোরে সংঘটিত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে একটি দোকানঘর এবং দুটি গাড়ি পু। ভস্ম হয়ে গেছে।
জানা গেছে, ভোরের দিকে আচমকা গ্রামের জনৈক সুমিত দে ও অপুলাল দে-র দোকানে আগুন লাগে। আগুনের লেলিহান শিখা দেখে স্থানীয়রা পাথারকান্দির অগ্নিনির্বাপক কেন্দ্রে খবর দেন। খবর পেয়ে ইঞ্জিন নিয়ে দমকলের কর্মীরা এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। তবে ততক্ষণে দোকান সহ দুটি গাড়ি পুড়ে ছাই হয়ে যায়। আগুন গ্রাস করে ফেলে দোকানের মালিক সুমিতের অল্টো গাড়ি এবং তার ভাই অপুর অটো রিকশায়। ফলে দুটি গাড়িই পুড়ে গেছে।অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এই খবর লেখা পর্যন্ত জানা যায়নি। এদিকে আগুন ধরার কারণ এবং ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানতে বারইগ্রাম ওয়াচপোস্টের পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। দোকান ও গাড়ি মালিকদের ধারণা, কোনও অজ্ঞাত দুষ্টচক্র অগ্নিকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত।

রাজস্থানে বাস-পিকআপ ভ্যানের সংঘর্ষে মৃত ১, আহত ১৬ জন

বারমের, ৭ আগস্ট ঃ রাজস্থানের বারমের জেলায় বাস ও পিকআপ ভ্যানের সংঘর্ষে একজনের মৃত্যু হয়েছে। এই দুর্ঘটনায় ১৬ জন আহত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। আহতদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।হাসপাতালের চিকিৎসক বি এল মানসুরিয়া জানান, ১৭ জনকে হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসা হয়, তাদের মধ্যে একজন নিহত হয়েছেন। দু-তিনজন মাথায় চোট পেয়েছে, আর তিনজন গভীর ক্ষত পেয়েছেন। যেসব রোগীদের অবস্থা শোচনীয় তাদের এক্সরে ও সিটি স্ক্যান শুরু হয়েছে।পুলিশ স্টেশনের সাব ইন্সপেক্টর জানিয়েছেন, অসুস্থদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে,

দিল্লি সার্ভিস বিল দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর ওপর আঘাতঃসঞ্জয় রাউত

নয়াদিল্লি, ৭ আগস্ট ঃ দিল্লি সার্ভিস বিলের তীব্র সমালোচনা করলেন শিবসেনা নেতা (উদ্ধব ঠাকরে শিবির) সঞ্জয় রাউত। তিনি বলেছেন, দিল্লি সার্ভিস বিল দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর ওপর আঘাত। সোমবার সকালে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সঞ্জয় রাউত বলেছেন, নির্বাচনের সময় তাঁরা (বিজেপি) বলেছিল, দিল্লিকে রাজ্যের মর্যাদা প্রদান করবে। কিন্তু অরবিন্দ কেজরিওয়ালের কাছে নির্বাচনে হেরেছে।দিল্লি সরকারের ভূয়সী প্রশংসা করে সঞ্জয় রাউত বলেছেন, কেজরিওয়ালের সরকার শিক্ষা, স্বাস্থ্য-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভাল কাজ করছে। তারা ঈর্ষান্বিত... আমরা রাজ্যসভায় এর বিরোধিতা করব। প্রসঙ্গত, লোকসভায় পাস হয়েছে দিল্লি সার্ভিস বিল, এবার রাজ্যসভায় তা পেশ করা হবে। এই বিলের বিরুদ্ধে সমস্ত বিরোধী শিবির ঐক্যবদ্ধ।

উত্তর প্রদেশ সরকার বিধানসভায় প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দিতে প্রস্তুতঃযোগী আদিত্যনাথ

লখনউ, ৭ আগস্ট ঃ উত্তর প্রদেশ সরকার বিধানসভায় প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দিতে প্রস্তুত বলে জানিয়েছেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। জনসাধারণের সমস্যাগুলি সামনে আনার জন্য বিধানসভা হল একটি গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম, সোমবার একথা বলেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। তিনি আরও বলেন, সরকার বিধানসভায় প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দিতে প্রস্তুত। উত্তরপ্রদেশ বিধানসভার বাদল অধিবেশন শুরু হয়েছে। বিধানসভার বাদল অধিবেশনে যোগ দেওয়ার আগে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে আদিত্যনাথ বলেন, এই বৈঠকটি সমস্ত সদস্যদের জন্য তাদের এলাকার সমস্যাগুলি উপস্থাপন করার একটি সুযোগ। আদিত্যনাথ আরও বলেন, তাঁর সরকার প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দিতে প্রস্তুত। আমি নিশ্চিত যে সকল সদস্য সাধারণ জনগণের অনুভূতির কথা মাথায় রেখে বিধানসভাকে একটি সুস্থ আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করবেন। সদস্যরা তাদের বক্তব্য কার্যকরভাবে রাখবেন।

রাজনৈতিকভাবে ইডি-কে ব্যবহারের অভিযোগ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কলকাতা, ৭ আগস্ট ঃ ' সর্ব শক্তিমান, সত্যেরই জয় হবে'- ইডি-কে খোঁচা দিয়ে টুইট করলেন তৃণমূলের সর্ব ভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর অভিযোগ রাজনৈতিকভাবে ইডি-কে ব্যবহার করা হচ্ছে।সোমবার ইডি-কে খোঁচা দিয়ে অভিষেক কটাক্ষ করেছেন, দেশের প্রতি কেন্দ্রের এই সংস্থার যে দায়িত্ব রয়েছে, তা সঠিকভাবে পালন করছেন না তদন্তকারীরা। ইডি পুরোপুরি রাজনৈতিক মদতপুষ্ট হয়ে চলছে। অভিষেকের অভিযোগ, বাংলার বিরোধী দল বিজেপি, সঙ্গে ইডি-রও স সাহস নেই স্পষ্টভাবে কোনও অভিযোগ করার। বিদেশযাত্রা নিয়ে ইতিমধ্যেই বিরোধীদের কটাক্ষের মুখে পড়তে হয়েছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে। সেই প্রেক্ষিতে ইডি-কে খোঁচা দিয়ে অভিষেকের এই টুইট যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ।তবে এই প্রথম নয়, ইডিকে রাজনৈতিককারণে ব্যবহার করার অভিযোগ এর আগেও করেছে শাসকদল। ইডি-র একাধিকবার তলবের মুখে পড়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। কয়লা পাচার কাণ্ডে ইডি-র তলবের মুখে পড়তে হয়েছে তাঁকে। এমনকি স্কুলে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলাতেও কুন্তল ঘোষের একটি চিঠি সংক্রান্ত মামলায় অভিষেককে তলব করেছিলেন তদন্তকারীরা। তখন তিনি রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের শিকার হচ্ছেন বলেও অভিযোগ করেন। পাশাপাশি এও হুঁশিয়ারি দিয়ে রাখেন, যতই ইডি-সিবিআই দিয়ে ভয় দেখানো হোক, পরিবারের সদস্য, স্ত্রী-সন্তানকে হেনস্থা করা হোক, তবুও তিনি অসত্যের কাছে মাথা নত করবেন না।

অমৃত ভারত স্টেশন'-এর ভার্চুয়ালি ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে বলেছেন প্রধানমন্ত্রী

গুয়াহাটি, ৭ আগস্ট ঃ ' অমৃত ভারত স্টেশন' প্রকল্পের অধীনে দেশের ৫০৮-এর সঙ্গে অসমের ৩২, ত্রিপুরার তিন, একটি করে নাগাল্যান্ড ও মেঘালয়, পশ্চিমবঙ্গে ১৬টি, বিহারে তিনটি সহ উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অন্তর্গত ৫৬টি স্টেশনকে পুনঃবিকাশের জন্য ভার্চুয়ালি ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রেলস্টেশনকে পুনঃবিকাশের মাধ্যমে ' ভারত স্টেশন'-এ রূপান্তরিত করার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন প্রধানমন্ত্রী।ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ' ভারত স্টেশন'গুলির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে প্রকল্পের সম্পর্কে ব্যাখ্যা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী বলেন, অমৃত কালের শুরুতে ভারত উন্নত হওয়ার লক্ষ্যে দ্রুত এগিয়ে চলেছে। নতুন শক্তি, নতুন অনুপ্রেরণা এবং নতুন সিদ্ধান্ত রয়েছে এবং এই চেতনায় ভারতীয় রেলের ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা হচ্ছে আজ।জোরের সঙ্গে তিনি বলেন, ভারতের রেলওয়ে পরিকাঠামোকে নতুন রূপ দেওয়ার লক্ষ্যে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। বলেন, ভারতের প্রায় ১,৩০৯টি প্রধান রেলওয়ে স্টেশন এখন ' ভারত রেলস্টেশন' হিসেবে উন্নীত হবে। এর মধ্যে আজ থেকে ৫০৮টি 'ভারত স্টেশন'-এর পুনঃবিকাশের কাজ শুরু হয়ে গেছে। এই ৫০৮টি স্টেশনকে পুনঃবিকশিত করতে প্রায় ২৫ হাজার কোটি টাকা ব্যয় করা হবে। প্রতিটি 'অমৃত ভারত স্টেশন' হয়ে উঠবে সংশ্লিষ্ট শহরের আধুনিক আকাঙ্ক্ষা, প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতীক। এই প্রকল্প যাত্রীদের সুবিধা, গতিশীলতা এবং আশপাশ অঞ্চলের সঙ্গে বিরামহীন একীকরণের উন্নতিকে অগ্রাধিকার দেবে। এর লক্ষ্য, রেল যাত্রা শুধু সহজলভ্য নয় আনন্দদায়ক করা।তিনি আরও বলেন, প্রকল্পগুলি পর্যায়ক্রমে সম্পন্ন করা হবে। দক্ষ বাস্তবায়ন এবং যাত্রীদের জন্য বাস্তব সুবিধা নিশ্চিত করবে অমৃত ভারত প্রকল্প। প্রধানমন্ত্রী বলেন, আধুনিক রেলস্টেশনগুলো পর্যটন ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে উসাহিত করবে। সরকার 'ওয়ান স্টেশন ওয়ান প্রোডাক্ট' প্রকল্পও চালু করেছে যা জেলার ব্র্যান্ডিং সহ শ্রমিক ও উদ্যোগীদের উপকার করবে। তিনি বলেন, ২০২৪ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে প্রস্তাবিত অমৃত ভারত স্টেশনের মাধ্যমে রেল যাত্রীদের উন্নত পরিষেবা ও সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার পাশাপাশি রেল স্টেশনগুলিকে উন্নতমানের ও অত্যাধুনিক করে গড়ে তোলা হবে।প্রসঙ্গক্রমে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, নেতিবাচক রাজনীতির ঊর্ধ্বে ওঠে আমরা উন্নয়নকে প্রাধান্য দিয়ে ইতিবাচক রাজনীতির পথে এগোচ্ছি। বলেন, ' ছাড়ো আন্দোলনে অনুপ্রাণিত হয়ে গোটা দেশ এখন বলছে দুর্নীতি, পরিবারবাদ, তুষ্টিকরণকে ভারত ছাড়তে হবে।'অসমে ' ভারত স্টেশন' প্রকল্পের অধীনে আজকের ভিস্তিপ্রস্তর স্থাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে গুয়াহাটি সংলগ্ন নারেঙ্গি রেলস্টেশনে উপস্থিত ছিলেন অসমের রাজ্যপাল গোলাপচাঁদ কাটারিয়া, মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মা, সাংসদ পবিত্র মার্ঘেরিটা। এছাড়া নাগাল্যান্ডের রাজ্যপাল লা গণেশন ও মুখ্যমন্ত্রী নেইফিও রিও ডিমাপুরে, ত্রিপুরার রাজ্যপাল সত্যদেও নারায়ণ আর্য, মুখ্যমন্ত্রী ডা. মানিক সাহা ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক উদয়পুরে এবং মেঘালয়ের রাজ্যপাল ফাগু চৌহান ও মুখ্যমন্ত্রী কনরাড কে সংমা উপস্থিত ছিলেন মেন্দিপথারে। এছাড়া ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের সাংসদ, স্থানীয় বিধায়ক ও সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সংশ্লিষ্ট স্টেশনগুলিতে উপস্থিত ছিলেন।এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, উত্তরপূর্ব সীমান্ত (এনএফ) রেলওয়ের অধীন ৫৬টি স্টেশনের মধ্যে অসমের ৩২টি, ত্রিপুরায় তিনটি, পশ্চিমবঙ্গে ১৬টি (পশ্চিমবঙ্গে অন্য ডিভিশনের মোট ৩৭), বিহারের তিনটি এবং নাগাল্যান্ড ও মেঘালয়ে একটি করে স্টেশন অমৃত ভারত প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এনএফ রেলের অধীনস্থ এই ৫৬টি স্টেশনের পুনঃ বিকাশের জন্য ব্যবহার করা হবে ১,৯৬০ কোটি টাকা। এর মধ্যে কয়েকটি প্রধান স্টেশন যথাক্রমে অসমের নারেঙ্গি (৩৩.২৩ কোটি), লামডিং রেলওয়ে স্টেশন (৪০ কোটি টাকা), কাছাড় জেলার অরুণাচল (২৯.২ কোটি টাকা), নিউ করিমগঞ্জ (৩০ কোটি), (৩৩.৮২ কোটি), নিউ হাফলং (৩৫ কোটি), লংকা (৩০.১ কোটি), হোজাই (৩০.১৯ কোটি), জাগিরোড (৩১.১৮ কোটি), চাপরমুখ (৩১.৮৭ কোটি), ডিফু (৩২ কোটি টাকা), ধুবড়ি (৩৮.৫ কোটি টাকা), সরুপাথার (৩১ কোটি টাকা), ডিব্রুগড়, শিবসাগর টাউন প্রভৃতি।এছাড়া ত্রিপুরার কুমারঘাট (৩০.২৪ কোটি), ধর্মনগর (৩২.৬ কোটি) ও উদয়পুর (৩৩.৮২ কোটি) নাগাল্যান্ডের ডিমাপুর এবং মেঘালয়ের মেন্দিপাথার পশ্চিমবঙ্গের নিউ আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি রোড, হাসিমারা বিহারের কিষাণগঞ্জ, ঠাকুরগঞ্জ, বারসোই জংশনও রয়েছে এনএফ রেলওয়ের অধীনস্থ ' ভারত স্টেশন' প্রকল্পের তালিকায়।

ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জগুলি বেআইনী কাজ রুখতে কড়া ব্যবস্থা নিচ্ছে

নয়াদিল্লি,৭আগষ্টঃরাষ্ট্রসংঘের একটি রিপোর্ট অনুযায়ী প্রায় ২০ শতাংশ মারাত্মক অপরাধমূলক হামলা এখন ক্রিপ্টো কারেন্সির ফান্ডিংয়ের সঙ্গে যুক্ত।সাধারণ ইন্টারনেট ব্যবহার কারীদের থেকে সংবেদনশীল সংবাদ গোপন করতে একটি গোপন নেটওয়ার্ক তৈরি করার প্রয়াস যা একসময় শুরু হয়েছিল সেগুলি এখন এক সম্পূর্ণ ডার্কনেটের রূপ নিয়েছে। এটা মোটামুটি অন্তর্নিহিত প্রযুক্তি ওই গোপন নেটওয়ার্ককে দিয়ে দেয় যেখানে সাধারণ ব্রাউজারের মাধ্যমে পৌঁছোনো যায় না এবং এর সূচিকরণ সার্চ ইঞ্জিনের দ্বারা করা যায়না। এরজন্য বিভিন্ন প্রকারের ফোরাম, চ্যাটরুম, ফাইল এবং পিকচার হোস্টের মাধ্যমে সংযোগ করা হয়। এটা এমন একটি বাণিজ্যিক সুবিধার সৃষ্টি করে যাতে বেআইনী কাজকারবারের জন্য নতুন নতুন বাজার তৈরি হয়। ক্রিপ্টো কারেন্সি এবং ডার্কনেটের মাধ্যমে যোগসাজস থাকার পরিণামস্বরুপ এই সন্দেহজনক লেনদেন এক নতুন স্তরে পৌঁছে যায়। বিশাল পরিমাণে ক্রিপ্টো কারেন্সি চুরি বা ক্রিপ্টো কারেন্সির অর্থ দিয়ে অন্য কাজ করার প্রয়াসের জন্য সাইবার অপরাধীরা দ্রুততার সঙ্গে ডার্কওয়েবকে আরও ভালোভাবে ব্যবহার করে থাকে। এইরকম পরিস্থিতিতে অপরাধের অনুসন্ধান করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে।এই ডার্কনেট সাম্রাজ্যে ওয়েবহোস্টিংপ্রদাতাদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়তে, ক্ষেত্রিয় এবং রাষ্ট্রীয় প্রাধিকরণগুলির মাধ্যমে কাজ করতে, আদালতের নির্দেশ পালন করতে এবং এর অনুশাসনগুলি সুনিশ্চিত করতে এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলির দূরীকরণের আদেশের মতো অবশ্য পালনীয় কর্তব্য করা হয়না। ইউএনওডিসি-র ডার্কনেট আশঙ্কা সমীক্ষার রিপোর্ট ২০২০ অনুযায়ী অবৈধ ডার্কনেট বাজারে সাইবার স্পেস এবং ক্রিপ্টো কারেন্সি ব্যবহার করা মোটামুটি আইনকানুন মেনে চলার রাস্তায় একটা বড় সংকট। এই রিপোর্ট অনুযায়ী টোর নেটওয়ার্কে বাজারের সংখ্যা ২০১১-র মাত্র ১-এর তুলনায় ২০১৯-এ ১১৮ হয়ে গেছে। এই সংখ্যা বৃদ্ধি এবং অন্যের বৈচিত্র্য অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। উদাহরণস্বরূপ, ওয়ালহল্লা, যা একটি ডার্কওয়েব বাজার, ২০১৫-র ৫০০০ থেকে বেড়ে ২০১৮-তে ১৩০০০ হয়ে গেছে। মাদকদ্রব্য (টোকেন, হেরোইন এবং ব্যথা কমানোর ওষুধ) আগ্নেয়াস্ত্র এবং গোলাবারুদ, হ্যাকিংয়ের উপকরণ এবং পরিষেবা এবং আরও অন্যান্য বস্তু বিক্রি হয় ওখানে। কয়েকটি অনলাইন বাজারে তো এমনকি ক্রেডিট কার্ডের তথ্য এবং নকল নথিপত্রও কেনাবেচা হয়। এরজন্য পছন্দের আর্থিক বিকল্প ক্রিপ্টো কারেন্সি ছাড়া আর কিছু নেই। এমনিতে বিট কয়েনই এখনও পর্যন্ত এদের জন্য প্রধান মুদ্রা কিন্তু আরও অধিক গোপনীয়তা এবং নাম গোপন রাখা সুনিশ্চিত করতে উপযোগী যেসব টোকেনের চলন আছে তা তার জনপ্রিয়তা এখন দ্রুত গতিতে বাড়ছে। কোভিডের প্রকোপ বাড়ার পর টোর ব্যবহারকারীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে গেছে।প্রধান প্রধান ডার্কনেটে প্রায়শই ডেটাগুলিকে বেশ কয়েকটি ভাগে ভাগ করে সেগুলিকে এনক্রিপ্ট করতে এবং আবার সমভাবাপন্ন নোডস-এর মধ্যে সেগুলিকে বিতরণ করবার বিকেন্দ্রীকৃত বিতরণবিধির ব্যবহার করা হয়। কেবল ইচ্ছুক ব্যবহারকারীই তা ব্যবহার করতে পারে তাকেই শুধুমাত্র দেওয়া গোপন চাবির মাধ্যমে। এদের মধ্যে যে এগিয়ে যেতে পারে সে একতরফা টানেলের ওপর নির্ভর করে যেকিনা কোনও গন্তব্যে ট্রাফিক পাঠানোর জন্য প্রকাশ করে এবং অগ্রসর হতে পারে বা ট্রাফিক স্বীকার করার জন্য ভেতরের দিকে আরও অগ্রসর হতে পারে। অন্যদিকে টোর ব্রাউজার টোর সার্কিট নামে নেটওয়ার্ক চালায় যেখানে ওয়েবসাইট ব্রাউজিংয়ের সময় ব্যবহারকারীদের নাম গোপন রাখা যায়। এই বিতরিত নেটওয়ার্ক রিলের মাধ্যমে ব্যবহারকারী ট্রাফিক পাঠায় যার ব্যবস্থা করে স্বেচ্ছাপরিসেবাদানকারীরা নিজেই যাদের টোর নেটওয়ার্ক নামেও জানা যায়। ডিস্ক ফরেন্সিক, মেমোরি ফরেন্সিক এবং নেটওয়ার্ক ফরেন্সিকে যখন ডার্কওয়েবের মনিটোরিংয়ে যুক্ত করা হয় তখন ওই সমস্ত কার্যকলাপকে নিস্কাষণ, এমবেডেড অ্যান্টি ফরেন্সিক তত্ত্বের খোঁজে টোর ব্রাউজারের রাস্তা জানতে সম্বন্ধিত ট্রাফিকে অবরোধ তৈরি করতে ফাইল সিস্টেমের ম্যাপিং করতে এবং প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করতে যথেষ্ট উপকারী বলে প্রমাণিত হয়েছে।আইন প্রবর্তনকারী সংস্থাগুলি এই সমস্যার মোকাবিলা করার সম্পূর্ণ ব্যবস্থা তৈরি করছে। ক্রিপ্টো টোকেনের সঙ্গে সংযুক্ত অপরাধমূলক তদন্ত এবং ওই সংক্রান্ত পরিচালন কাজগুলি ধীরে ধীরে উন্নতি হচ্ছে। দেশীয় সবকটি সংগঠনের সঙ্গে সহযোগিতা দেশের ভিতরের পাশাপাশি দেশের বাইরে আরও অনেক বেশি দেখা যাচ্ছে। ক্রিপ্টো কারেন্সির বাজারের পৃষ্ঠপোষকরা বিশেষ করে ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জগুলি বেআইনী কাজ রুখতে কড়া ব্যবস্থা নিচ্ছে। দায়িত্ববান অংশ স্বক্রিয়তার সঙ্গে আইনপ্রবর্তনকারী সংস্থাগুলির সঙ্গে যুক্ত। ব্লকচেনের বিশ্লেষণ এবং ক্রিপ্টো অনুসন্ধানের অনেক প্রকার পদ্ধতি তৈরি হচ্ছে। এই প্রয়াসে সহায়তা করার জন্য এখন বিশেষ উপকরণ ক্ষমতা এবং পরিষেবা তৈরি করা হয়েছে।সারা পৃথিবীর বেশ কিছু আইন প্রবর্তনকারী সংস্থাগুলির মিলিত প্রয়াসে কিছু সাফল্য পাওয়া গেছে। বেশকিছু মামলায় একজন ব্যক্তি অথবা বাজারগুলিকে চিহ্নিত করতে তারা সক্ষম হয়েছে। উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সর্বোচ্চস্তর পর্যন্ত সহযোগিতা প্রয়োজন। ভৌগোলিক সীমার জন্য বাধা তৈরি হয়। কার অধিকার কতটুকু সেই সম্পর্কেও টানা-পোড়েন বাধার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। গোয়েন্দা তদন্ত আদান-প্রদানের জন্য অনুকূল নিয়ম না থাকায় যেকোন অনুসন্ধানই বেলাইন হতে পারে এবং আইনী সংস্থান না থাকায় অপরাধমূলক কাজকর্ম বন্ধ করা মুশকিল হয়ে পড়ে।সুসংগত পরিমাণগত এবং গুণগত তথ্যের অভাব এখনও একটা সমস্যা। যা আইন প্রবর্তনকারী সংস্থাগুলির জন্য বিপদের গন্ধ শোঁকার ক্ষমতা, প্রাথমিক কি কাজ সেটা নির্ধারিত করা এবং উপায় বের করার পথগুলি সীমিত করে দেয়। কারণ ওপেন সোর্স ইন্টেলিজেন্স (ওএস আইএনটি) ব্যবস্থার জন্য সংশ্লিষ্ট তথ্যগুলি মেলাতে ডেটা বিশ্লেষণ বিশেষ উপকরণের উদ্ভাবন এবং বিশেষ কৌশলের ব্যবহার করতে আকচার ক্রিপ্টো এবং ডার্ক ওয়েবের সঙ্গে যুক্ত অপরাধের অনুসন্ধানের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়। আইন প্রবর্তনকারী আধিকারিকদের নিজ নিজ ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে বিভিন্ন কৌশল শিখতে হবে, বিভিন্ন উপকরণ এবং উপায় সম্পর্কে অবগত হতে হবে এবং বেসরকারী ক্ষেত্র থেকে প্রাপ্ত দক্ষতাকে ব্যবহার করতে হবে। এরসঙ্গে সম্পর্কিত তথ্যগুলিকে বোঝাপড়ার মাধ্যমে যুক্ত করার ডার্কনেটে থাকা বিভিন্ন গতিবিধি প্রকাশ এবং এই নেটওয়ার্কের বিরোধী অভিযানে স্বক্রিয় রূপে সামিল হওয়ার উপায় ও পদ্ধতি খুঁজতে হবে। পরিষেবা, ক্রিপ্টো কারেন্সি তদন্ত এবং তথ্য একত্র করা বিশেষ রাজনৈতিক নীতিগত এবং পরিচালনা বোঝা সাফল্যের প্রধান উপায়। এমনই পরামর্শ দিয়েছে ইউএনওডিসি।এনএফটি, এআই এবং মেটাভার্সের এই যুগে ১৩ এবং ১৪-ই জুলাই রাজধানী সংলগ্ন অঞ্চলে অপরাধ এবং সুরক্ষা বিষয়ে আসন্ন জি-২০ সম্মলনে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে যাতে একটি সমাজ রূপে আমরা ক্রিপ্টো কারেন্সি এবং ডার্ক নেটের বর্তমান যুগে আইনকানুন ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করতে কীভাবে সাফল্য পেতে পারি।

সাংসদ ফিরে পেতেই সংসদে ফিরলেন রাহুল গান্ধী, 'জিন্দাবাদ' স্লোগানে অভিবাদন কংগ্রেস নেতাকে

নয়াদিল্লি, ৭ আগস্ট ঃ সাংসদ পদ ফিরে পেতেই সংসদে ফিরলেন ওয়ানাডের কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী। সোমবার দুপুরে সংসদে এসে সর্বপ্রথম সংসদ চত্বরে অবস্থিত গান্ধীমূর্তিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেন তিনি। এরপর সংসদে প্রবেশ করেন। 'রাহুল গান্ধী জিন্দাবাদ' স্লোগানে অভিবাদন জানানো হয় কংগ্রেস নেতাকে। সাংসদ পদ ফিরে পাওয়ার আনন্দ রাহুলের চোখে-মুখেও দেখা গিয়েছে এদিন। ইন্ডিয়া জোটের সাংসদরা সংসদ চত্বরে রাহুল গান্ধীকে উষ্ণ অভিবাদন জানান।কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর সদস্যপদ পুনরুদ্ধার করেছে লোকসভার সচিবালয়। সোমবার কেরলের ওয়ানাডের সাংসদ রাহুল গান্ধীর সদস্যপদ পুনরুদ্ধার করেছে লোকসভা সচিবালয়। রাহুল আবারও ফিরে পেয়েছেন নিজের সাংসদ পদ। এ বিষয়ে সোমবার লোকসভার সচিবালয় থেকে বিজ্ঞপ্তিও জারি করা হয়েছে। সাংসদ পদ ফিরে পাওয়ার পর সোমবারই টুইটারে নিজের বায়ো পরিবর্তন করেছেন রাহুল গান্ধী।

ভুটান ও অসমের মধ্যে রেল যোগাযোগ নিয়ে কথা চলছেঃএস জয়শঙ্কর

নয়াদিল্লি, ৭ আগস্ট ঃ ভারত ও ভুটানের মধ্যে আন্তর্জাতিক ট্রেন পরিষেবা চালু করতে চলেছে ভারতীয় রেল। ভারতের প্রতিবেশী দেশ ভুটানের সঙ্গে এই আন্তর্জাতিক ট্রেন পরিষেবা পরিচালিত হবে ভারতের অসম থেকে এবং দুই দেশের মধ্যে পর্যটনের উন্নতির লক্ষ্যে এই সিদ্ধান্ত। এই বিষয়ে চলমান অগ্রগতি সম্পর্কে সোমবার বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর বলেছেন, ভুটান ও অসমের মধ্যে রেল যোগাযোগ নিয়ে কথা চলছে আমাদের।বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর আরও বলেছেন, ভুটান পর্যটকদের জন্য আরও পয়েন্ট খুলতে খুবই আগ্রহী এবং অসমের জন্যও তা ভালো। জয়শঙ্কর আরও বলেছেন, যতদূর ভুটান-চিন আলোচনার বিষয়, তাঁরা আলোচনা করছে, এবং ২৪ রাউন্ড আলোচনা সম্পন্ন হয়েছে। আমাদের কী প্রভাবিত করবে তা আমরা সাবধানে ট্র্যাক করি।

আগ্রায় ভেঙে পড়ল বাড়ি ভগ্নস্তূপের নীচে চাপা পড়লেন পরিবারের সদস্যরা, শোকস্তব্ধ মুখ্যমন্ত্রী যোগী

আগ্রা, ৭ আগস্ট ঃ উত্তর প্রদেশের আগ্রায় হুড়মু।ড়িয়ে ভেঙে পড়ল একটি বাড়ি। সোমবার সকালে আগ্রার শাহগঞ্জ থানার অন্তর্গত শিবনগর রাধে গলিতে অবস্থিত একটি বাড়ি হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে। সেই সময় ওই বাড়ির ভিতরে একই পরিবারের বেশ কয়েকজন সদস্য ছিলেন। বাড়ির ভগ্নস্তূপের নীচে পরিবারের সমস্ত সদস্যরা চাপা পড়েছেন।স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, সকালে বিকট শব্দ শোনা যায় এলাকায়। দেখা যায় বা।টি সম্পূর্ণ ভেঙে গিয়েছে। তক্ষণা খবর দেওয়া হয় পুলিশে, খনর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে উদ্ধারকারী দলও। শুরু হয়েছে উদ্ধারকাজ। এখনও পর্যন্ত কাউকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।মর্মান্তিক এই ঘটনায় দু ঃখপ্রকাশ করেছেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। উদ্ধারকাজে গতি আনতে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি সকলের সুস্থতা কামনা করেছেন তিনি।

পাটনা সহ ৯টি জেলায় ভারী বৃষ্টির সতর্কতা

পাটনা, ৭ আগস্ট ঃ বিহারের রাজধানী পাটনা-সহ সমগ্র রাজ্যে ভারী বৃষ্টি ও বজ্রপাতের সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দফতর। পূর্বাভাস মতোই সোমবার সকাল থেকেই বিহারের নালন্দা, ভোজপুর, সমস্তিপুর, দরভাঙ্গা, মধুবনি, বাগাহা, জেহানাবাদ, সাসারাম, ঔরঙ্গাবাদে বৃষ্টি হয়েছে। বৃষ্টিতে ভিজেছে রাজধানী পাটনাও।পাটনার আবহাওয়া কেন্দ্র সূত্রে জানা গিয়েছে, দক্ষিণ বিহার এবং তার আশেপাশের এলাকায় ঘূর্ণিঝড় হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।আগামী ২৪ ঘন্টার মধ্যে পাটনা-সহ রাজ্যের অনেক জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বিহারে এখনও পর্যন্ত মাত্র ৩০০.২ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে। রবিবার থেকে পাটনায় বৃষ্টিপাত হচ্ছে। সোমবার ভোরেও পাটনায় বৃষ্টি হয়েছে। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, দিনভর পাটনায় বৃষ্টিপাত হবে। ঘণ্টায় ২০ থেকে ৩০ কিলোমিটার বেগে প্রবল বাতাস বইবে।

ছিনতাইয়ে বাধা দেওয়ায় দিল্লিতে খুন পৌড়, তদন্ত শুরু পুলিশের

নয়াদিল্লি, ৭ আগস্ট ঃ ছিনতাইয়ের প্রতিবাদ করায় এক পৌড়কে খুন করল দুষ্কৃতীরা। ঘটনাটি ঘটেছে দিল্লির সাগরপুর থানা এলাকায়। মৃতের নাম মোহনলাল ছাবরা (৭৪)। সোমবার ভোর ৫.১৫ মিনিট নাগাদ ওই ব্যক্তি ফিজিওথেরাপি সেন্টারে যাচ্ছিলেন, এমন সময় তার সঙ্গে এই ঘটনাটি ঘটে বলে অভিযোগ। মোহনলাল ছাবরা প্রতিদিন সকালে বাড়ি থেকে বের হন এবং সকালে হাঁটাহাঁটি করার সময় ফিজিওথেরাপি সেন্টারে পৌঁছন, যেখানে তিনি সকাল সাড়ে ৫টা থেকে সাড়ে ৭টা পর্যন্ত ফিজিওথেরাপির জন্য থাকেন।সোমবার সকালে তিনি বাড়ি থেকে বেরোলে রাস্তায় ছিনতাইবাজরা তাঁকে নজরে রাখে। মাঝপথে তার কাছ থেকে জোর করে ব্যাগ ছিনিয়ে নেয় বাইকে থাকা দুস্কৃতীরা। ব্যাগে কমপক্ষে ১৫ থেকে ২০ হাজার টাকা ছিল বলে জানা গিয়েছে। তিনি ডাকাতদের টাকা লুট করা থেকে বাধা দেওয়ায় তাঁকে ডাকাতরা হত্যা করে বলে অভিযোগ। তিনি অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী ছিলেন বলে জানা গিয়েছে। সাগরপুর থানা এলাকার ঠিক বিপরীতে দুর্গাপার্ক এলাকায় তিনি বসবাস করতেন। পুলিশ এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

রায়পুরঃট্রেন বাতিলের জেরে সমস্যায় যাত্রীরা, প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখলেন মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ বাঘেল

রায়পুর, ৭ আগস্ট ঃ ছত্তিশগড়ে ট্রেনের অনিয়মিত চলাচল ও বাতিল নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে চিঠি লিখেছেন মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ বাঘেল।মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ সোমবার টুইটারে প্রধানমন্ত্রীকে লেখা একটি চিঠি পোস্ট করেছেন। চিঠিতে, মুখ্যমন্ত্রী ট্রেনগুলি বাতিল এবং দেরিতে চলার কারণে রাজ্যের জনগণ যে সমস্যার মধ্যে পড়ছেন তা উল্লেখ করেছেন। ছত্তিশগড়ের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষদেরও সমস্যার কথা জানানো হয়েছিল। ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক করতে নির্দেশ দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

প্রবল বৃষ্টিপাতের দরুণ নৈনিতালের হ্রদ উপচে পড়ছে, খুলে দিতে হয়েছে গেট

নৈনিতাল, ৭ আগস্ট ঃনৈনিতাল জেলার সমস্ত এলাকায়, বিশেষ করে নৈনিতাল এবং হলদওয়ানিতে গত ২৪ ঘন্টায় প্রবল বৃষ্টিপাত হয়েছে। আবহাওয়া দফতর সূত্রে এমনটাই জানা গিয়েছে। নৈনিতালে ৭১ মিমি এবং হলদওয়ানিতে ৬৮ মিমি বৃষ্টিপাত হয়েছে বলে আবহাওয়া বিভাগের তরফ থেকে জানা গিয়েছে। প্রবল বৃষ্টিপাতের কারণে রবিবার পর্যন্ত ১০ ফুট ৫ ইঞ্চি স্তরে পৌঁছে যাওয়া নৈনিহ্রদ রাতের বৃষ্টিতে ৭ ইঞ্চি বেড়ে ১১ ফুটে পৌঁছে গিয়েছে।লেক কন্ট্রোল রুমের ইনচার্জ রমেশ গাইড়ার কাছ থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, লেকের পুরনো সব গেট ১০ ইঞ্চি পর্যন্ত খুলে দিতে হয়েছে এবং স্কাডা-র দুটি গেটই ১০ ইঞ্চি পর্যন্ত খুলে দিতে হয়েছে।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,৮আগষ্টঃমঙ্গলবার, ২২শ্রাবণ মাস ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ৮আগষ্ট ২০২৩, ৫৩৬ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ ২২ শ্রাবণ মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুদন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দঃ, বাংলাদেশঃ২২ শ্রাবণ মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ২২ শ্রাবণমাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ১৪ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪ ৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩৩.৩ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২৫.০৪ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯২শতকরা এবং ৫৩শতকরা। বৃষ্টি হয়েছে রবিবার । জোয়ার-সকাল ৮টা ২০ মিনিট এবং রাত৮টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৮টা ২০মিনিট। রাত-৮টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৪ টা ৫৯মনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৬ টা ২০ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃকিছু সৃজনশীল কাজে নিজেকে নিযুক্ত রাখুন। আপনার অলসভাবে বসে থাকার অভ্যাস মানসিক শান্তির জন্য মারাত্মক
বৃষভ রাশিঃদ্বন্দ্ব এড়িয়ে চলুন কারণ এটি আপনার অসুস্থতা বাড়িয়ে তুলতে পারে। আপনার বিবেচনা না করে আপনার কাউকে আপনার ঋণ দেওয়া হবে
মিথুন রাশিঃআধ্যাত্মিকের পাশাপাশি শারীরিক উন্নতির জন্য ধ্যান এবং যোগ চর্চা করা লাভজনক প্রমাণিত হবে। শুভ
কর্কট রাশিঃআপনার আশা একটি সুন্দর কোমল সুগন্ধি এবং উজ্জ্বল ফুলের মত প্রস্ফুটিত হবে। এটি ভালভাবে বোঝা উচিত যে শোকের মুহূর্তে, আপনার জমে থাকা সম্পদ কেবল আপনাকে পরিস্থিতি মোকাবেলায় সহায়তা
সিংহ রাশিঃখেলাধূলা এবং বহিরাঙ্গণ কাজকর্মে অংশগ্রহণ আপনাকে শক্তি সঞ্চয়ে সাহায্য করবে। সংসারে শান্তি হবেই আজ
কন্যা রাশিঃবাড়িতে অতিথি আসতে পারে আজকে। শুভদিন
তুলা রাশিঃআপনার সবচেয়ে বড় সম্পদ আপনার ঠাট্টা বোধ এবং আপনার অসুস্থতা নিরাময় করার জন্য এটিকে ব্যবহার করার চেষ্টা
বৃশ্চিক রাশিঃঅফিস থেকে তাড়াতাড়ি বেরোতে চেষ্টা করুন এবং এমন কিছু করুন যা আপনি
ধনু রাশিঃযদি আপনি সাম্প্রতিককালে হতাশ বোধ করে থাকেন-তাহলে আপনার মনে রাখা উচিত যে আজ সঠিক কাজ এবং চিন্তা অত্যধিক সেই প্রয়োজনীয় অব্যাহতি দেবে।
মকর রাশিঃমানসিক শান্তির জন্য আপনার উত্তেজনার সমাধান করুন। একাধিক উৎস থেকে আর্থিক লাভ হবে। শুভ রং লাল
কুম্ভ রাশিঃআপনি দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতা থেকে পরিত্রাণ পেতে পারেন। আর্থিক সংকটহবে না।
মীন রাশিঃআপনি আপনার ইতিবাচক মনোভাব এবং আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে আপনার চারপাশের মানুষের মনে ছাপ ফেলতে পারবেন। একদিনের জন্য বাঁচার মানসিকতার ফলে

চুরির অভিযোগে গ্রেফতার ১

দুরন্ত বার্তা, ক্যানিং, ৭ আগস্ট ঃ গত দুমাস আগে ক্যানিংয়ের মিঠাখালি এলাকায় একটি চুরির ঘটনার তদন্ত করতে গিয়ে ক্যানিংয়ের বয়ারসিং গ্রাম থেকে কবির হোসেন মোল্লা নামে এক ব্যক্তিকে রবিবার রাতে গ্রেফতার করেছে ক্যানিং থানার পুলিশ। ধৃতের কাছ থেকে বেশ কিছু চুরির মালপত্রও উদ্ধার করেছে তদন্তকারীরা। পুলিশ সূত্রের খবর, বাসন্তীর বাসিন্দা অভিযুক্ত ওই ব্যক্তি ক্যানিং এলাকায় একাধিক চুরির ঘটনায় যুক্ত। এলাকায় চুরি করার পর জায়গা বদল করে করে ভাড়া বাড়ি থাকতে শুরু করে সে। ধৃতকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে এই ঘটনায় আরও তদন্ত করতে চাইছে পুলিশ।

আত্মহত্যায় প্ররোচনা, গ্রেফতার ১

দুরন্ত বার্তা, ক্যানিং, ৭ আগস্ট ঃ এক তরুণীকে আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগে গ্রেফতার হল এক যুবক। ধৃতের নাম নাজির শেখ। রবিবার রাতে বারুইপুর থানার হাদহ এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয় অভিযুক্তকে। গত শুক্রবার সকালে ক্যানিংয়ের ঘোলা দোলতলা এলাকার রিঙ্কু হালদার নামে এক তরুণী নিজের বাড়িতেই গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হয়। সেই ঘটনায় রিঙ্কুর পরিবারের সদস্যরা ক্যানিং থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্তে নেমে ক্যানিং থানার পুলিশ গ্রেফতার করে নাজিরকে। ধৃতকে সোমবার আলিপুর আদালতে তোলা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত করছে পুলিশ।

নেশার ঠেকে অ্যাসিড হামলা

দুরন্ত বার্তা, ক্যানিং, ৭ আগস্ট ঃ নেশার ঠেকে বচসার জেরে এক যুবককে অ্যাসিড ছুঁড়ে মারার অভিযোগ উঠল দুই সঙ্গীর বিরুদ্ধে। ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছেন সাজিদুল গাজী নামে ওই যুবক। রবিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে ক্যানিং থানার অন্তর্গত বেতবেড়িয়া এলাকায়। সোমবার সকালে আক্রান্ত ওই যুবককে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিসার জন্য নিয়ে আসা হয়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর কলকাতার চিত্তরঞ্জন ন্যাশানাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

দায়িত্বভার নিয়েই হাওড়া সদর বিজেপির নতুন সভাপতির সাংবাদিক বৈঠক

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৭ আগস্ট ঃ দায়িত্বভার নিয়েই হাওড়া সদর বিজেপির নতুন সভাপতির সাংবাদিক বৈঠক হলো হাওড়ায়। রবিবার রাজ্য বিজেপির তরফ থেকে তালিকা প্রকাশ করে রাজ্যের সমস্ত জেলার নতুন জেলা সভাপতিদের নাম ঘোষণা করা হয়। হাওড়া সদরে সভাপতির দায়িত্ব পান রমাপ্রসাদ ভট্টাচার্য। সোমবার সকালে নতুন দায়িত্বভার গ্রহণের পর এদিন দুপুরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন নবনিযুক্ত সভাপতি। আগামী ২০২৪ এর লোকসভা নির্বাচনকে মাথায় রেখে রাজ্য বিজেপি এই রদবদল করেছে বলে তিনি জানান। একই সঙ্গে তিনি দাবি করেন আগামী দিনে বিজেপি সোস্যাল মিডিয়াকে ব্যবহারের পাশাপাশি বিভিন্ন ইস্যুতে রাস্তায় নেমে আন্দোলন করবে। একইসঙ্গে সাংগঠনিক শক্তিকে আরও মজবুত করতে তিনি বিজেপির সমস্ত স্তরের কর্মীদের কার্যকর্তাদের কাজে নামাতে চান বলেও জানান। একইসঙ্গে তিনি আরো বলেন দলের যে সমস্ত কর্মীরা অভিমানে বসে পড়েছেন অথবা দল থেকে নিজেদের দূরত্ব বাড়িয়েছেন তাদের সকলের সঙ্গেই

তিনি কথা বলে তাদের আবারও নতুন করে দলে ফিরিয়ে আনতে উদ্যোগী হবেন। সর্বশক্তি দিয়ে লোকসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে হাওড়া সদর লোকসভা আসনটি জয়লাভ করার ব্যাপারে আশাবাদী নতুন সভাপতি। এদিন রমাপ্রসাদ ভট্টাচার্য বলেন, হাওড়া সদরে আগামী লোকসভাকে কেন্দ্র করে একটা কার্যক্রম স্থির করা হয়েছে। এই কার্যক্রমের নেতৃত্ব দেবেন প্রাক্তন সভাপতিরা। 'ভূমি পুজন যাত্রা'য় প্রতি বিধানসভা কেন্দ্রের মাটি কলসে ভরে তা দিল্লি নিয়ে যাওয়া হবে। এই কর্মসূচিতে স্বামী বিবেকানন্দ, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ মনীষীদের ছবি থাকবে। হাওড়া সদরেও একটা কেন্দ্রীয় কার্যক্রম হবে। তৃণমূল কোনও দল নয়, এটা একটা গোষ্ঠী। এরা চুরি, গুন্ডামি করে সবকিছু আঁকড়ে রেখেছে। এর বিরুদ্ধে বিজেপি রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ জানাবে। এর বদলা জানাতে হবে ব্যালটে। হুগলি নদী জলপথ পরিবহনের অনেক লঞ্চ বাতিল হয়ে গিয়েছে। সেই বাতিল লঞ্চগুলোতে ফিট সার্টিফিকেট দিয়ে চালানো হচ্ছে। যে কোনও মুহূর্তে বড়ো দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। সেখানে অনেক কর্মীকে বেতন দেওয়া হচ্ছে না। দুর্নীতির আখড়া হয়ে গিয়েছে। দিল্লিতে বিরোধীদের জোটের এমন ক্ষমতা নেই যে বিজেপিকে আটকায়। হাওড়া বিজেপির কার্যক্রম সফল করার জন্য লোকবল আছে। কিছু মান অভিমানের পালা ছিল। সেগুলো মিটে গিয়েছে। গত পঞ্চায়েতে নির্বাচনে প্রকাশ্যে গণতন্ত্রকে হত্যা করা হয়েছে। কর্মীদের ভয় দেখানো হয়েছে। পুর নির্বাচন বা বালি নির্বাচন একইরকম হবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে। সেই কারণে আমরা একত্রিত হয়েছি।

দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস, তিলোত্তমায় মিলবে মুক্তি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ আগস্ট ঃ দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস জারি করল আলিপুর আবহাওয়া দফতর। বুধবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা জানানো হয়েছে।

এই সময়ে ভারী বৃষ্টি হবেও উত্তরবঙ্গেও। মূলত উত্তরবঙ্গের ওপরে জেলাগুলিতে ভারী বৃষ্টিপাত হবে। বৃষ্টির সৌজন্যে গরম থেকে মিলবে মুক্তি, তাপমাত্রা কমবে কলকাতাতেও। সোমবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ডিগ্রি ২৭.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে এক ডিগ্রি বেশি। ইতিমধ্যেই বৃষ্টি শুরুও হয়ে গিয়েছে। সোমবার সকালেই হালকা বৃষ্টি হয়েছে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। আকাশ ছিল একেবারে মেঘলা। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারে আগামী ২৪ ঘন্টায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। দার্জিলিং ও কালিম্পঙ জেলাতেও ভারী বৃষ্টি হবে। এছাাও গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে মঙ্গলবার ও বুধবার ভারী বৃষ্টি হতে পারে বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। নদীয়া, মুর্শিবাবাদ ও বীরভূমে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনাতেও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

চা বাগানে পাট্টা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ আগস্ট ঃ রাজ্য সরকার উত্তরবঙ্গের চা বাগানে দীর্ঘদিন ধরে বসবাসকারী বাগিচা শ্রমিক ছাড়াও বহিরাগতদেরও জমির পাট্টা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। রাজ্য ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের তরফে সম্প্রতি বাগিচা শ্রমিক নয় অথচ চা বাগানের জমি দখল করে যারা সেখানে স্থায়ী ঘর তৈরি করে বসবাস করছেন তাদেরও সমীক্ষায় যুক্ত করে পরিবারগুলি যদি পাট্টা পাওয়ার সব শর্ত পূরণ করে তবে তাদেরও সংশ্লিষ্ট বাগানের ভিতর বা বাইরে জমির পাট্টা দেওয়া হবে বলে জানিয়ে জেলা প্রশাসনকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি পাট্টা দিতে গিয়ে চা বাগান চালানোর ক্ষেত্রে যেন কোন সমস্যা না হয় সেই বিষয়টিও দেখতে হবে বলে নির্দেশে উল্লেখ করা হয়েছে। উল্লেখ্য পাট্টা দেওয়ার ক্ষেত্রে যেসব বাগিচা শ্রমিক অবসর প্রাপ্ত ও যারা অবসরের মুখে তাদের অগ্রাধিকার দেওয়ার কথা রাজ্য সরকারের তরফে আগেই ঘোষণা করা হয়েছে।

তারকেশ্বরের পথে জল যাত্রীরা গাজা মদের নেশায় আসক্ত হচ্ছে, প্রশাসন নির্বিকার

বনস্পতি দে, হুগলি, ৭ আগস্ট ঃ শ্রাবণ মাস চলছে। কলকাতার ভূতনাথ থেকে শুরু করে হুগলির তারকেশ্বর, মহাদেবের পুজো দিতে মন্দিরে মন্দিরে ভক্তদের ঢল। এর মধ্যেই হুগলির তারকেশ্বরে ধরা পড়ল এক অবাক করা চিত্র। শ্রাবণ মাসে তারকেশ্বর মন্দিরের লাখ লাখ পুণ্যার্থীদের ভিড় জমে। শ্রাবণ মাস শিবের জন্ম মাস হিসেবে ধরা হয়, আর সোমবার হল শিবের জন্মবার। তাই শ্রাবণ মাসের রবি ও সোমবার ভিড় উপচে পড়ে তারকেশ্বরে। বৈদ্যবাটি নিমাই তীর্থ ঘাট ও শেওড়াফুলি গঙ্গার ঘাট থেকে জল নিয়ে বাঁক কাঁধে প্রায় ৩৭ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে [illegible] তারকেশ্বরে যান পুণ্যার্থীরা। বৈদ্যবাটি-তারকেশ্বর রাস্তা দিয়ে শনি, রবিবার বা সোমবার চলাচল করা কার্যত দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। জেলা সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসেন পুণ্যার্থীরা। এই ভিড়ে অধিকাংশই থাকেন অল্প বয়সী যুবকরা। তারকেশ্বর যাওয়ার পথে রাস্তার দু'ধারে বিশ্রাম নিতে দেখা যায় .জল যাত্রীদের। সেখানে মদ, গাঁজার নেশা বুঁদ হয়ে যান তারকেশ্বরগামী পুণ্যার্থীরা। বৈদ্যবাটি ও শেওড়াফুলি জুড়ে রয়েছে তিনটি মদের দোকান। তার মধ্যে বৈদ্যবাটিতে থাকা দুটি মদের দোকানে বেশি বিক্রি হয়।

আর সেই দোকানগুলিতেই ভিড় জমান সুরাপ্রেমীরা। এখানে আসা যুবকদের উসাহ চোখে পড়ার মতো। কেউ একা আবার কেউ দল বঁধে ভিড় জমান মদের দোকানে। কখনও বাংলা আবার কখনও বিদেশি মদ কিনতে ভিড় করেন পুণ্যার্থীরা। তবে অন্যান্য দিনগুলি থেকে সোমবার বেশি ভিড় করেন সুরাপ্রেমীরা। মদের পাশাপাশি একই সঙ্গে চলে গাঁজাও। তার জন্য নির্দিষ্ট করে একটি রয়েছে বিশেষ বাক্স । সেখানেই পাওয়া যায় , গাঁজা কাটার ছুরি থেকে শুরু করে চিলিম সহ যাবতীয় সরঞ্জাম। রীতিমতো জমিয়ে বসে মদ গাজার আসর। পুলিশের তরফেও পুণ্যার্থীদের কোনও বাধা দেওয়া হয় না। নেশার ফাঁকেই তাঁরা কখনও কখনও চিৎকার করে বলেন, 'ভোলে বাবা পার করেগা।' কলকাতার কাঁকুড়গাছি থেকে তারকেশ্বরের দিকে রওনা নেওয়া এক যুবক বলেন, 'আমরা প্রত্যেকবার পাড়া থেকে পায়ে হেঁটে তারকেশ্বর আসি। তবে এবার ছুটি পাইনি বলে শেওড়াফুলি থেকে যাচ্ছি। বাবার প্রসাদ না খেলে ঠিক জমে না। রাস্তা বাবার প্রসাদ খাই, আরাম করে পৌঁছে যাই। বাবার মাথায় জল চড়াই, সুস্থভাবে বাড়িতে ফিরে যাই। পুলিশ কোনও ঝামেলা করে না, বরং আমাদের অনেকটাই সাহায্য করে। কিন্তু পাবলিক না বুঝলে কী করা যাবে!'আরও এক যুবক বলেন, 'প্রত্যেক বছর শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমার দিন বাবার মাথায় জল ঢালতে আসি। এখানে এসে কোনও সমস্যা হয় না। আমি মদ টদ খাই না, আমার বন্ধুরা খায়। আমি শুধু গাঁজা খাই। কল্কেতে গাঁজা খাই। রাস্তায় কোনও সমস্যাও হয় না।'

চুরির অভিযোগে গাববেড়িয়া থেকে ধৃত ১ জন

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর, ৭ আগস্ট ঃ মোটরবাইক, গৃহস্থের ব্যবহৃত সামগ্রী চুরির অভিযোগে গাববে।িয়া থেকে ধৃত এক জনকে সোমবার জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়।জয়নগর থানার গাববেড়িয়া এলাকায় বেশ কিছু দিন ধরে চুরির ঘটনা ঘটে চলেছে। আর ক্রমাগত চুরির ঘটনার তদন্তে নেমে জয়নগর থানার পুলিশ নিজস্ব সোর্স মারফত খবর পেয়ে রবিবার জয়নগর থানার গাববেড়িয়ার বাড়ি থেকে সন্দীপ হালদার নামে এক ব্যাক্তিকে গ্রেফতার করে জয়নগর থানায় নিয়ে আসে। ধৃতকে সোমবার জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়। ধৃতকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে তদন্তের কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে চায় পুলিশ। ৭ দিনের পুলিশ হেফাজতের আবেদন করেছে জয়নগর থানার পুলিশ আদালতের কাছে।

সেতু থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করলেন এক মাদকাসক্ত যুবক

উজ্জয়ীনি,৭ আগস্ট ঃ মধ্যপ্রদেশ জেলার পানওয়াসা থানার পাণ্ড্যখেদি সেতু থেকে ঝাঁপ দিযে.আত্মহত্যা মাদকাসক্ত এক যুবকের। সোমবার সকালে ব্রিজের নিচে ওই যুবককে মৃত অবস্থায .দেখতে পায .পুলিশ। দেহ জেলা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিসকরা তাঁকে মৃত বলে জানিয়ে দেয়। পুলিশ মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য জেলা হাসপাতালের মর্গে রেখেছে। সোমবার সকালে পরিচয .জানার চেষ্টা করা হলেও জানা যাযনি। মৃতের নাম তুলসীরাম নাহাটা(৪০)। তার বাড়ি বাহাদুর গঞ্জ এলাকায়। পুলিশের কাছ থেকে পাওযা. তথ্যের ভিত্তিতে জানা গেছে, ওই যুবক মাদকাসক্ত ছিল। নেশার কারণে সে মানসিক চাপে ছিল, সম্ভবত সেই কারণেই সে সেতু থেকে ঝাঁপ দিযে.আত্মহত্যা করেছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। পুলিশ এই ঘটনায .মামলা নথিভুক্ত করে তদন্ত শুরু করেছে।-

শুরু মিশন ইন্দ্রধনুষ ৫.০

৭ আগস্ট ঃ হাইলাকান্দি জেলায় পঞ্চম পর্যায়ের মিশন ইন্দ্রধনুষ টিকাকরণের প্রথম রাউন্ড সোমবার থেকে শুরু হয়েছে। নিয়মিত টিকাকরণ থেকে বাদ পড়া, আংশিক টিকাকরণ এবং গর্ভবতী মহিলাদের চলতি পঞ্চম পর্যায়ের প্রথম রাউন্ডে ৭ আগস্ট থেকে ১২ আগস্ট পর্যন্ত টিকাকরণ করা হবে। হাইলাকান্দি শহরের আরবান হেলথ সেন্টারে সোমবার জেলাশাসক নিসর্গ হিভারে দু বছরের একটি শিশু ভাগ্যশ্রী দাসকে ড্রপ খাইয়ে টিকাকরণ অভিযানের উদ্বোধন করেন। এক আবেদনে এই টিকাকরণের স্থান জানতে নিকটবর্তী স্বাস্থ্য কেন্দ্র অথবা এএনএম অথবা অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রয়াণ বার্ষিকী পালন করবে রাজ্য

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ আগস্ট ঃ রাজ্য সরকার আজ বাইশে শ্রাবণ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রয়াণ বার্ষিকীর দিনটি যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে পালন করবে। এই উপলক্ষে কলকাতার নিমতলা শ্মশান ঘাটে তার স্মৃতিসৌধে মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানাবেন নারী,শিশু ও সমাজ কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী শশী পাঁজা। এরপরে দুপুর বারোটায় জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে কবির আবক্ষ মূর্তিতে মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানাবেন বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী ব্রাত্য বসু। রাজ্য সচিবালয় নবান্নে তার ছবিতে মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানাবেন সমবায় মন্ত্রী অরূপ রায়।

উত্তরপাড়ায় তৃণমূল কংগ্রেসের অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচী

বনস্পতি দে, উত্তরপাড়া, হুগলি, ৭ আগস্ট ঃ বাংলার প্রতি কেন্দ্রের বঞ্চনার বিরুদ্ধে উত্তরপাড়া শহর তৃণমূল কংগ্রেসের ডাকে দীর্ঘক্ষণ ধরে অবস্থান বিক্ষোভ ধরনা চললো হুগলির উত্তরপাড়ার গৌরী সিনেমা হলের সামনে জি টি রোডে। এই অবস্থান-বিক্ষোভে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের সম্পাদক তথা উত্তরপাড়া পুরসভার চেয়ারম্যান শ্রী দিলীপ যাদব উত্তরপাড়া টাউন তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি শ্রী ইন্দ্রজি ঘোষ ভাইস চেয়ারম্যান তথা উত্তরপাড়া পুরসভা এলাকার এসসি এসটি সেলের সভাপতি খোকন মন্ডল উত্তরপাড়া পৌরসভার সিআইসি সুব্রত মুখার্জি উপলাদিত্য ব্যানার্জি কাউন্সিলর সন্দীপ দাস জেলা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক ডলি ঘোষ যাদব কাউন্সিলর অর্ণব রায় টাউন মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস সভানেত্রী পম্পা দাস তৃণমূল নেতা মানিক সিংহ সহ বেশ কিছু কাউন্সিলর। এই ধরনা মঞ্চে উত্তরপাড়া পুরসভার প্রায় সব ওয়ার্ড থেকেই তৃণমূল নেতা-নেত্রী সমর্থকরা এসে উপস্থিত হন নেতা- নেত্রীরা বক্তব্য রাখেন। রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের সম্পাদক তথা উত্তরপাড়ার পুরচেয়ারম্যান দিলীপ যাদব বলেন কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যের বিরুদ্ধে সব সময় বঞ্চনা করেই যাচ্ছে। সবদিক দিয়েই কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যের সঙ্গে অসহযোগিতা করছে। পাওনা টাকা দিচ্ছে না কেন্দ্রের বিজেপি সরকার একের পর এক তুঘলকী সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। একের পর এক মূল্য বৃদ্ধি সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে মাননীযা. মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি ও অভিষেক ব্যানার্জির নির্দেশে সারাদিনব্যাপী আমাদের অবস্থান বিক্ষোভ ধরনা চলছে। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন উত্তরপাড়ার টাউন তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি ইন্দ্রজি ঘোষ সহ নেতৃবৃন্দ।

সোমবার থেকে চালু হলো মঙ্গলাহাট হাট

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৭ আগস্ট ঃ ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার প্রায় ১৮ দিন পর হাওড়ার পোড়া মঙ্গলাহাটের ব্যবসায়ীরা ফের সোমবার সকাল থেকে তাঁদের স্টল চালু করলেন। বৃষ্টির কারণে এদিন বেচাকেনা তেমন না জমলেও হাট চালু হওয়ায় তাঁরা আশার আলো দেখছেন। এর আগে গত সপ্তাহে রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম পোড়া মঙ্গলাহাটে এসে ব্যবসাযী.দের আশ্বস্ত করেছিলেন এক সপ্তাহের মধ্যেই ধাপে ধাপে হাট খুলে দেওয়া হবে। হাওড়া পুরসভার তরফ থেকেও পোড়া মঙ্গলাহাটের অগ্নিকাণ্ডের ধ্বংসস্তূপ পরিষ্কারের কাজ শুরু হয়। সেই কাজের পর ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসাযীরা নিজেরাই তাদের ব্যবসার জন্য অস্থায়ীভাবে বাঁশ ত্রিপল দিয়ে স্টল বানিয়ে নিয়ে এদিন সকাল থেকে বেচাকেনা শুরু করেছেন। এদিন হাট ব্যবসায়ী প্রশান্ত সাহা জানান, তিনি সোমবার থেকে হাটে বসেছেন। ক্ষতিগ্রস্ত সকল ব্যবসায়ীরাও এদিন হাটে এসেছেন। তাঁরা নিজেরাই ত্রিপল

প্লাস্টিক ঢেকে বসেছেন। অগ্নিকান্ডের দিন তাঁর প্রায় ২০ হাজার টাকার জিনিসপত্র পুড়ে গিয়েছে। তাঁর আর্থিক অবস্থা এমন যে ওই টাকা অনেক। এদিন খুললেও আশাপ্রদ কিছু বিক্রি হয়নি বলে জানিয়েছেন তিনি। মহম্মদ চাঁদ নামের হাটের অপর এক ব্যবসায়ী জানিয়েছেন, বাড়ি থেকে সোনার গহনা বন্ধক রেখে কয়েক লক্ষ টাকার জিনসের প্যান্ট কিনেছিলেন। কিন্তু ভয়াবহ অগ্নিকান্ড সব শেষ করে দিয়েছে। এদিন আবার ধার করে জিন্স কিনে এনেছেন বিক্রির জন্য। অগ্নিকান্ডের পর এদিন প্রথম হাট খুলেছে। তবে এদিন মোটামুটি বিক্রি হয়েছে। নিজের খরচে ওপরে শেড তৈরি করে বসেছেন। বৃষ্টি না হলে আরও কিছু বিক্রি হত বলে মনে করছেন তিনি।

স্ত্রীকে খুনের অভিযোগে মনিরতট এলাকা থেকে ধৃত স্বামী

দুরন্ত বার্তা,বকুলতলা, ৭ আগস্ট ঃ বকুলতলা থানার মনিরতট এলাকায় স্ত্রীকে খুন করার অভিযোগে গ্রেপ্তার স্বামীকে সোমবার বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠালো বকুলতলা থানার পুলিশ। মৃত গৃহবধুর পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে রবিবার ঐ গৃহবধূর স্বামীকে গ্রেফতার করে বকুলতলা থানার পুলিশ।স্থানীয় সূত্রে খবর পেয়ে ঐ গৃহবধুর পরিবারের লোকজন শুক্রবার সাহাজাদাপুর থেকে মনিরতট গ্রামে গিয়ে দেখে তাদের কন্যার নিথর দেহ ।আর তাঁর পরের দিন বকুলতলা থানায় অভিযোগ দায়েরের পরে রবিবার বকুলতলা থানার পুলিশ ঐ গৃহবধূর স্বামী কে মনিরতট এলাকা থেকে গ্রেফতার করে বকুলতলা থানায় নিয়ে আসে। ধৃতকে সোমবার বকুলতলা থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়।

রোটারি ক্লাব অফ ক্যালকাটা সামারিটানস ১০ তম ইনস্টলেশন অনুষ্ঠান উদযাপন করেছে

কলকাতা, ৭ আগস্ট ঃ রোটারি ক্লাব অফ ক্যালকাটা সামারিটানস আজ এক দশক পূর্ণ করেছে। সম্প্রদায় পরিষেবা এবং উদযাপন করেছে। কলকাতার কাসা ব্রডওয়েতে তাদের ১০ তম ইনস্টলেশন অনুষ্ঠান হয়। জেলা শাসক, Rtn. হীরালাল যাদব,অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। Rtn. ডাঃ কৃষ্ণেন্দু গুপ্ত, নির্বাচিত জেলা গভর্নর,সম্মানিত অতিথি এবং Rtn. Dr. Ramendu Homchaudhri, জেলা গভর্নর মনোনীত এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন। অনুষ্ঠানে জেলার বিভিন্ন কোর কমিটির সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। হীরালাল যাদব তার আশ্বাস দিয়েছেন যে নতুন রোটারি বছর শুরু হওয়ায় কলকাতা শমরিটানরা ডিস্ট্রিক্ট থেকে পূর্ণ সমর্থন পাবে কারণ তারা ঐক্যবদ্ধভাবে সেবা করার তাদের অঙ্গীকার পুনর্নবীকরণ করবে।

নতুন ক্যাটেগরিতে প্রবেশ করেছে শার্প

৭ আগস্ট ঃ শার্প বিজনেস সিস্টেমস (ইন্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড, শার্প কর্পোরেশন জাপানের সম্পূর্ণ মালিকানাধীন একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান, আজকে তাদের উচ্চ প্রত্যাশিত একটি নতুন কুকওয়ান্ডার সিরিজের মাইক্রোওয়েভ এবং এয়ার পিউরিফায়ার সহ একটি অত্যাধুনিক ডিহিউমিডিফায়ার লঞ্চ ঘোষণা করেছে। শার্পের ভারতে মাইক্রোওয়েভের সর্বশেষ রেঞ্জ কনভেকশন, গ্রিল এবং সোলো মাইক্রোওয়েভের বৈচিত্র্যপূর্ণ নির্বাচন প্রদর্শন করে। এই নতুন সংযোজনগুলি শার্পের উচ্চাভিলাষী বৃদ্ধির কৌশলকে তার বিদ্যমান পোর্টফোলিও প্রসারিত করার জন্য রেখাঙ্কিত করে এবং হোম অ্যাপ্লায়েন্সের সম্পূর্ণ নতুন ক্যাটাগরিতে এর প্রবেশকে চিহ্নিত করে। কুকওয়ান্ডার মাইক্রোওয়েভ সিরিজ হল অত্যাধুনিক বৈশিষ্ট্য এবং ইউসার ফ্রেন্ডলি কার্যকারিতাগুলির অন্তর্ভুক্ত করা বিস্তৃত গবেষণা এবং উন্নয়নের চূড়ান্ত পরিণতি।

চন্দননগরে স্কুল পড়ুয়াদের কুইজের মাধ্যমে ট্রাফিক নিয়মের শিক্ষাদান

দুরন্ত বার্তা, চন্দননগর, ৭ আগস্ট ঃ বেহালার ঘটনা নাড়িয়ে দিয়েছে গোটা রাজ্যকে। রাস্তার ধারের স্কুলগুলির অভিভাবকদের ঘুম উড়েছে বেহালা পড়ুয়া মৃত্যুর ঘটনায়। স্কুলের পড়ুয়াদের জন্য ট্রাফিক আইন মেনে রাস্তা পারাপারের শিক্ষার ব্যবস্থা করেছে একাধিক জেলার ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণকারী পুলিশ। এবার কুইজের মাধ্যমে ট্রাফিক নিয়মের শিক্ষাদান হল হুগলি জেলার চন্দননগরে। কুইজের মাধ্যমেই ট্রাফিক আইন শিখল স্কুল পড়ুয়ারা। বেহালায় স্কুলের সামনে পথ দুর্ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে স্কুলে স্কুলে পথ নিরাপত্তা ও ট্রাফিক আইন শেখাতে উদ্যোগ নিল চন্দননগর পুলিশ। চন্দননগর ট্রাফিক পুলিশের মাইক প্রচার চলছে ট্রাফিক আইন মেনে চলা বাইক চালানোর সময় হেলমেট পড়ার জন্য সচেতনতায়। পাশাপাশি স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের ট্রাফিক আইন সম্বন্ধে সচেতন করা হচ্ছে। সোমবার চুঁচুড়া ও চন্দননগরের ট্রাফিক ইন্সপেক্টর মান্দাতা সাউ তার টিম নিয়ে হাজির হন চুঁচুড়া সুকান্ত নগর অনুকুল চন্দ্র স্কুলে। জিটি রোডের পাশে এই স্কুল হওয়ায় দূর্ঘটনার আশঙ্কা থেকে যায় সব সময়। তাই এই স্কুলের প্যুা ও শিক্ষকদের পথ নিরাপত্তার পাঠ দেওয়া হয়। শুধু বক্তৃতা শোনায় ছোটোদের অনিহা থাকে। তাই কুইজের মাধ্যমে মজার ছলে স্কুলের ছোট ছোট পড়ুয়াদের ট্রাফিক আইন বোঝান পুলিশ আধিকারীকরা। কী ভাবে পথ চলতে হয়, জেব্রা ক্রসিং

কী, কোন সিগন্যালের কী ভূমিকা? জাতীয় সড়ক রাজ্য সা।কে কীভাবে গাড়ি চালানো উচিত? এসব কিছুই শেখানো হয় খেলার ছলে।ট্রাফিকের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত বিভিন্ন চিহ্ন দেখিয়ে প্রশ্নোত্তোর পর্ব চলে। মজা করে কুইজের উত্তর দেয় পড়ুয়ারা। উত্তর সঠিক হলে মেলে পুরস্কার। ট্রাফিক আইনের অনেক কিছু যা জানা ছিল না তা জেনে খুশি পড়ুয়া শিক্ষকরা। অনুকুল চন্দ্র স্কুলের প্রধান শিক্ষক হাসমত আলি বলেন, 'পুলিশের এই উদ্যোগ খুবই ভালো। বিশেষ করে বেহালার ঘটনার পর এই উদ্যোগ। আমাদেরও অনেক কিছু জানা ছিল না।চেষ্টা করব প্যুাদের এই বিষয়ে সচেতন করতে।'প্রসঙ্গত, গত ৫ অগাস্ট সাতসকালে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে কলকাতার বেহালায়। দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে বেহালা। জানা যায, একটি মাটিবোঝাই লরির ধাক্কায় প্রাণ যায় বড়িশা হাইস্কুলের পড়ুয়ার। ছাত্রের নাম সৌরনীল সরকার। গুরুতর জখম অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় পড়ুয়ার বাবা সরোজ কুমার সরকারকে। সেখান থেকে তাঁকে এসএসকেএম-এর ট্রমা কেয়ার সেন্টারের নিয়ে যাওয়া হয়। দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে অগ্নিগর্ভ অবস্থা হয় বেহালায়।

করিমগঞ্জের সব স্বাস্থ্য সম্পর্কীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে রেজিস্ট্রেশনের নির্দেশ

৭ আগস্ট ঃ ক্লিনিক্যাল এস্টাবলিশমেন্ট অ্যাক্ট ২০১০ যা অসমে ১০ ডিসেম্বর ২০১৫ কার্যকরী হয়েছে, এর অধীনে রেজিস্ট্রেশন ছাড়া কেউ কোনও স্বাস্থ্য সম্পর্কীয় প্রতিষ্ঠান (ক্লিনিক্যাল এস্টাবলিশমেন্ট) চালাতে পারবেন না। এই আইন লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে ক্লিনিক্যাল এস্টাবলিশমেন্ট অ্যাক্ট ২০১০ অনুসারে ৫০ হাজার থেকে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা করা হতে পারে। এছাড়া কোনও রেজিস্ট্রেশনবিহীন প্রতিষ্ঠানে কেউ যদি জেনেশুনে পরিষেবা দিয়ে থাকেন, তা-হলে এই আইনে তার বিরুদ্ধে ২৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হবে। করিমগঞ্জের স্বাস্থ্য বিভাগের দাযিত্বপ্রাপ্ত এডিসি জেলার সব হাসপাতাল, নার্সিং হোম, ডেন্টাল ক্লিনিক, ডায়গ্নোষ্টিক সেন্টার, ফিজিওথেরাপি সেন্টার, রিহেবিটেশন সেন্টার, ডে কেযার সেন্টার ইত্যাদি এবং সব সরকারি ও বেসরকারি চিকিসা আধিকারিকদের পৃথক দুটি পত্র প্রেরণ করে জানিয়েছেন, ডাক্তারের চেম্বার সহ ফার্মাসি এবং সব ক্লিনিক্যাল প্রতিষ্ঠান যারা এক বছর থেকে এই প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করছেন তাদেরকে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে এবং নতুন প্রতিষ্ঠানগুলিকে এক মাসের মধ্যে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। পাশাপাশি, ক্লিনিক্যাল এস্টাবলিশমেন্ট গুলিকে সেবা প্রদান, রোগ নির্ণয় ইত্যাদির মূল্য তালিকা রিসেপশন কাউন্টারের সামনে প্রদর্শন করতে হবে। অন্যথায. ক্লিনিক্যাল এস্টাবলিশমেন্ট অ্যাক্ট অনুসারে ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা করা হতে পারে। এছাড়া ব্যবসায়িক এবং আবাসিক স্থানে অবস্থিত সব চেম্বার, ক্লিনিক, ফার্মাসি সহ চেম্বার, রোগ নির্ণয়ের সুবিধাযুক্ত চেম্বার ইত্যাদিকে এই আইনে রেজিস্ট্রেশন করতে বলা হয়েছে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৮ বর্ষ, দৈনিক ২৪৯ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ২২ শ্রাবণ, ১৪৩০

ভারতের টাকা বিদেশের হাতে

সম্পাদকীয়

ভারতের টাকা বিদেশিদের হাতে কেন তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করে দিয়েছে। এই নিয়ে সংসদে আলোচনা করার কথা উঠতে শুরু করেছে। বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব নিয়ে বিতর্ক শুরু হওয়ার আগেই এই নিয়ে সংসদে আলোচনা হোক বলে দাবি করতে শুরু করে দিয়েছেন বেশ কিছু সাংসদেরা। ইডি সূত্র থেকে জানতে পারা গিয়েছে যে লণ্ডনবাসী রুশ বান্ধবীর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পশ্চিমবঙ্গের একজন প্রভাবশালী লোকের টাকা গচ্ছিত রয়েছে। ইডি তদন্ত করে জানতে পেরেছে শুধু একজন বিদেশিনীর কাছে টাকা নেই, আরও বেশ কয়েকজন প্রভাবশালী নেতার বিদেশিনীদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা গচ্ছিত রয়েছে। এদের মধ্যে বেশ কয়েকজন ফিলিপিন্সের নাগরিক। এই সব মহিলারা দুবাইতে এসে কাজে করতে শুরু করে দিয়েছিল। তাদের সঙ্গে পরিচয় ঘটে পশ্চিমবঙ্গের প্রভাবশালী নেতার। এই সব নেতাদের টাকা গচ্ছিত রাখতে ভাড়াও আদায় করে থাকেন বিদেশিনীরা। হংকং থেকে শুরু করে মালয়েশিয়া, ফিলিপিন্স, ইন্দোনেশিয়াতে ছড়িয়ে রয়েছে ভারতের টাকা। এই সব ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের খবর পেয়েছে এবং অ্যাকাউন্ট নম্বর পেয়েছে ইডি। ইডি তদন্ত করে দেখেছে যে এই বান্ধবীর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউট ভাড়া করা হয়েছে। শর্ত হয়েছিল একশে াটাকা রাখলে পাঁচ টাকা ভাড়া দিতে হবে। তবে দেখা গিয়েছে যে এই সব কালো টাকা নিয়ে বিদেশিনীরা বিশ্বাস ভঙ্গ করে না। এটা তাদের আর একটি উপার্জন বলা যেতে পারে। তারা প্রতি মাসে কয়েক লক্ষ টাকা ভাড়া হিসাবে রোজগার করে থাকে এই রকমভাবে টাকা গচ্ছিত রেখে। যিনি এই সব ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নিয়ন্ত্রণ করেন তার কাছে ডেবিট কার্ড ক্রেডিট কার্ড থেকে শুরু করে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউনেটর পাস ওয়ার্ড থাকে। বেআইনীভাবে টাকা গচ্ছিত রাখাই হচ্ছে এই সব বিদেশিনীদের আর্থিক রোজগারের অন্যতম উপায়। পশ্চিমবঙ্গে শুধু মাত্র দুই একজন নন, আরও বেশ কয়েকজন প্রভাবশালী নেতারা রয়েছেন যাদের টাকা এই রকমভাবে গচ্ছিত রাখা হয়েছে বিদেশে। গত কয়েক বছর ধরে যারা বিদেশে পালিয়ে গিয়েছে তারা এই রকমভাবে টাকা গচ্ছিত রেখে দিয়েছিল। বিশ্ব জুড়ে মাদক পাচার থেকে শুরু করে বিভিন্ন জিনিসি পাচার করা হয়ে থাকে। সেই সব পাচার করার বেহিসাবী টাকা উপার্জন করে সরাসরি এই সব ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে রাখা হয়। এই প্রভাবশালী নেতা বছর দুই ধরে এই রকমভাবে তার টাকার দিকে নজর দিতে থাকে। সেই কারণে তিনি প্রায় সময়ে বিদেশি গিয়ে উপস্থিত হয়। রুশ বান্ধবীর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে কয়েক কোটি টাকা জমা পড়েছে ধাপে ধাপে। সেই সব টাকা কোথা থেকে এলো তার অনুসন্ধান করতে শুরু করে দিয়েছে ইডি। তবে টাকাগুলো এমনভাবে রাখা হয়েছে তাতে প্রভাবশালী ব্যক্তিটিকে শনাক্ত করাটা খুবই মুশকিল। প্রমাণ করা যাবে না যে ব্যাঙ্কের গচ্ছিত টাকাগুলি তার। এই জমা টাকা থেকে সুদ হিসাবে বেশ কয়েক লক্ষ টাকা তোলাও হয়েছিল। আবার কমিশন বাবদ টাকা তুলে ছিল যাদের এই সব টাকা তাদের অ্যাকাউন্টে গচ্ছিত রেখেছিল। তারা তাদের কমিশন পেয়ে গিয়েছিল ব্যাঙ্কের থেকে সরাসরি। সেই রকমভাবে ব্যাঙ্কের সঙ্গে চুক্তি করা রয়েছে বিদেশিনীদের। ২০১৭ সাল থেকে ২০২০ সালের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের দুনীতির কয়েক কোটি টাকা জমা পড়েছে এই সব বিদেশিনীদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে।

কাশ্মীর নিয়ে আন্তর্জাতিক চাপ

কাশ্মীর নিয়ে ভারতকে প্রচন্ড ভাবে আন্তর্জাতিক চাপ সহ্য করতে হচ্ছে। পাকিস্তান চিনের চাপকে মুখ বুঁজে মেনে না নিয়ে প্রতিটি মুহূর্তে তার প্রতিবাদ করে আতর্জাতিক দৃষ্টি আকর্ষন করতে থাকে ভারতের বিদেশ মন্ত্রক। রাষ্ট্রপুঞ্জেও চিন নিজেকে আড়াল রেখে পাকিস্তানকে কাশ্মীরের ব্যাপারে এগিয়ে দেয়। চিন জানে কাশ্মীরে তাদের কোনও অধিকার নেই। পাকিস্তানের কাছ থেকে ভেট পাওয়া খানিকটা জায়গা নিয়ে সেখানে আর্থিক কড়িডর তৈরি করেছে। তাতে ভারত প্রতিবাদ করে। চিন ভারতের প্রতিবাদকে অগ্রাহ্য করে সেখানে সেনার সংখ্যা বৃদ্ধি করতে থাকে। কাশ্মীরে চিনা প্রবেশ নিয়ে ভারতের প্রতিবাদে পাকিস্তানও কোনও রকমভাবে কান দেয়নি। তারা তাদের ইচ্ছানুসারে কাজ করে গিয়েছে। চিন এখন সব সময়ে পাকিস্তানের পাশে। আফগানিস্তানে তালিবান সরকারকে সমর্থন করেছে চিন তার পিছনে বিশাল ভূমিকা ছিল পাকিস্তানের। আমেরিকার সঙ্গে তালিবানদের মৈত্রী গড়ে তোলার প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই। জানা গিয়েছে পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থাকে আধুনিক প্রযুক্তি দিয়ে সহযোগিতা করছে চিন সরকার। কাশ্মীর যেদিন থেকে কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলে পরিণত হয়েছে সেইদিন থেকে পাকিস্তান এবং চিনের মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন যে কাশ্মীরে গণভোট করতে হবে। কাশ্মীরের জনগণকে অধিকার দিতে হবে তারা কাদের সঙ্গে থাকবে? ভারত না পাকিস্তান? নাকি তারা একটি স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ার পথ ধরবে। চিন এবং পাকিস্তান চাইছে কাশ্মীর থেকে ভারত সরে দাঁড়াক। কাশ্মীরের স্বায়ত্বশাসন দেওয়া হোক। কিন্তু ভারত থেকে পরিস্কার করে বলে দেওয়া হয়েছে কাশ্মীরের ব্যাপারটা ভারতের অভ্যন্তরীন। এর সঙ্গে চিন এবং পাকিস্তানের মাথা গলানোর কোনও প্রয়োজন নেই। পাকিস্তান কাশ্মীরের অধিকার ত্যাগ করুক। কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ। চিন আগে কাশ্মীরের ব্যাপারে মাথা গলাতো না। কিন্তু চিনকে কাশ্মীরের খানিকটা জায়গা দিয়েছে পাকিস্তান আর্থিক কড়িডর গড়ে তোলার জন্য। তারপর থেকে চিন কাশ্মীরের ব্যাপারে মাথা গলাতে শুরু করেছে। কাশ্মীর যে রাখা আর যাবে না সেটা স্পষ্ট হয়ে যেতেই পাকিস্তান চালাকি করে চিনকে কাশ্মীরের খানিকটা অংশ দিয়ে দিয়েছে। এর পিছনে পাকিস্তানের কৌশল রয়েছে সেটা পরিস্কার হয়ে গিয়েছে। পাকিস্তান যে খলিস্তানদের সমর্থন করেছিল তার তথ্য ভাবতের হাতে রয়েছে। খলিস্তানপন্থীরা পাকিস্তানের কাছ থেকে উস্কানি থেকে শুরু করে আর্থিক সাহায্য গ্রহণ করেছিল।

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী

অশিক্ষিতকে শিক্ষা দেওয়া বরং অনেক সোজা হয়, কুশিক্ষিতদের শিক্ষক হওয়া সেটাই কঠিন কাজ সোজা নয়। যদি সাধনায় উন্নতি লাভ করতে চাও, তবে কপটতা ত্যাগ কর। কপট হয়োনা, নিজে ঠকও হয়োনা, আর অপরকেও ঠকিও না

কালী সাধক বামাক্ষ্যাপা

মা তারা পুজো করলেই শক্তি অর্জন করা যায়। নিজের মাতৃসত্ত্বাকে জাগরিত করতে হবে পুড়জোর মধ্যে দিয়ে। নারী শক্তির জাগরণ চাই। নারী শক্তিকে কোনও সময়ে অবদামিত করে রাখা অপরাধ। মায়ের প্রতি ভক্তি অবিচল হতে হবে। মায়ের আরাধনা করতে হবে। জাগাতে হবে মনের ভক্তিকে। মনের শক্তিকে। মনের শক্তি এবং ভক্তি জাগরিত হলে আর কোনও অপশক্তি আপনাকে পরাস্ত করতে পারবে না। সব অপশক্তি পরাস্ত হবে। তন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা মনে করতেন, মানব সেবা ধর্ম হচ্ছে সবচেয়ে বড় ধর্ম। তার ওপরে আর কোনও ধর্ম নেই। গীতায় মানব সেবা ধর্মের কথা বলা হয়েছে।

ভারতীয় দর্শন ও ধ্যান- ধারণা উৎসের পীঠস্থান বিশ্বভারতী

সম্বুদ্ধ দত্ত

বাংলার ১৮ই পৌষ ১৩২৫ সাল। ইংরেজির ১৯১৮ সালের ২৩ শে ডিসেম্বর শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠিত হল। বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার পিছনে রযেছে রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ সাধনা। বাল্যকালের বিভীষিকাময় শিক্ষা অর্জনের অভিজ্ঞতা এবং তার থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা রবীন্দ্রনাথের বিদ্যাশ্রম তৈরিতে প্রবৃত্ত করেছিল। বাল্যকালের বিদ্যা অর্জনের জন্য বালক রবীন্দ্রনাথকে বিদ্যালয় যেমন যেতে হত, তেমনি বাড়ি ফিরে আবার গৃহ শিক্ষকের কাছে লেখাপড়ার পাঠ নিতে হত। বালক রবীন্দ্রনাথের কাছে বিদ্যালয় ছিল একটা প্রাচীর বেষ্টিত গৃহ মাত্র। এমন আবদ্ধ বিদ্যালয়ের পরিবেশ, তার উপর শিক্ষকদের আচরণ রবীন্দ্রনাথের কাছে বড় মমতাহীন ও অমানবিক মনে হত। সেখানে শিক্ষার থেকে শাসন ছিল অনেক বেশি।

রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিচারণায় তাঁর বাল্যকালের শিক্ষা সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন, আমি বাল্যকালে শিক্ষা ব্যবস্থায় বড় পীড়া অনুভব করেছি। সেই ব্যবস্থা আমাকে এত ক্লেশ দিত, আঘাত করত, যে বড় হয়েও সে অন্যায় ভুলতে পারিনি। কারণ প্রকৃতির বক্ষ থেকে, মানব জীবনের সংস্পর্শ থেকে, স্বতন্ত্র করে নিয়ে শিশুকে বিদ্যালয়ের কলের মধ্যে ফেলা হয়। তার অস্বাভাবিক পরিবেষ্টনের নিস্পেষণে শিশুচিত্ত প্রতিদিন পীড়িত হতে থাকে। আমরা সাধারণ স্কুলে পড়তাম। সেখানে গাছপালা নেই। মার্বেলের উঠান আর ইটের উঁচু দেয়াল যেন আমার দিকে কটমট করে তাকিয়ে থাকত। আমাদের, অর্থাৎ যে সকল শিশুর প্রকৃতির মধ্যে প্রানের উদ্দাম সতেজ ছিল, এতে বড়োই দুঃখ পেতাম। প্রকৃতির সাহচর্য্য থেকে দূরে থেকে আর মাস্টারদের সঙ্গে প্রাণ গত যোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে, আমাদের আত্মা যেন শুকিয়ে যেত। মাস্টাররা সব আমাদের মনে বিভীষিকা সৃষ্টি করত। এমন শিক্ষা ব্যবস্থা রবীন্দ্রনাথ যেন কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলেন না। এমন শিক্ষা পদ্ধতিতে তাঁর প্রদান ওষ্ঠাগত হয়ে উঠেছিল। অবশেষে এক সময় তিনি বিদ্যালয় ত্যাগ করতে বাধ্য হন। এবং গৃহেই অধ্যায় শুরু করেন। বাল্যকালের বিদ্যালয়ের তিক্ত স্মৃতি রবীন্দ্রনাথকে আবাসিক বিদ্যালয় স্থাপনে উদ্যোগী করে তুলতে বড় ভূমিকা নিয়ে ছিল। এবং সেই সঙ্গে তিনি মনেপ্রাণে সিদ্ধান্ত নিয়ে ছিলেন, তাঁর তৈরি বিদ্যালয় হবে ভারতীয় দর্শন ও ধ্যান- ধারণা উৎসের পীঠস্থান। ভারতের সমাজ, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি করে তৈরি হবে বিদ্যালয়ের পঠন পাঠন। তাঁর এমন ভাবনা উদয়ের অন্যতম কারণ ছিল কালীদাসের বিভিন্ন রচনায় তপোবনের ধারনা। মহাকবি কালিদাস তাঁর রচনায় সুন্দর ভাবে তপোবনের যে চিত্রের অঙ্কন করেছেন তা রবীন্দ্রনাথকে শুধু মুগ্ধই করেনি, অন্তর থেকে তাঁকে ভীষন ভাবে প্রভাবিত করেছিল। আমাদের দেশে পশ্চিমী অনুকরণে যে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু ছিল তার মধ্যে প্রাণের কোন তাগিদ ছিল না। প্রকৃতির থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে কোন শিক্ষা যে মানুষের চরিত্রের পূর্ণতা লাভ করতে পারে না সেটা রবীন্দ্রনাথ নিজের বাল্য জীবন থেকে অনুভব করেছিলেন। ভারতের প্রাচীন তপবন আশ্রমের পরিবেশে যে আদর্শ শিক্ষা লাভের মাধ্যমে মানুষ গড়ার উপযুক্ত পথ তা রবীন্দ্রনাথ বারবার উপলব্ধি করেছিলেন। সুতরাং তাঁর স্বপ্নের বিদ্যালয় গড়ার জন্য কলকাতা শহর থেকে দূরে বোলপুরের কথাই তাঁর মনে এসেছিল।

এর পাশাপাশি সেই সময় স্বদেশী আন্দোলন সেইঅর্থে সফল না হওয়া। রবীন্দ্রনাথকে শিক্ষাঙ্গনে নিয়ে আসতে সহায়ক করে তুলেছিল। কারন পরবর্তী কালে স্বদেশী আন্দোলনের গতিপ্রকৃতির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ নিজেকে ঠিক মানিয়ে নিতে পারছিলেন না। বিশেষ করে স্বদেশী আন্দোলনের চরম কার্যকলাপ তাঁর মনঃপুত ছিল না। রবীন্দ্রনাথ আন্দোলনকে একটা সাধনা মনে

২২ শে শ্রাবণ স্মরণে

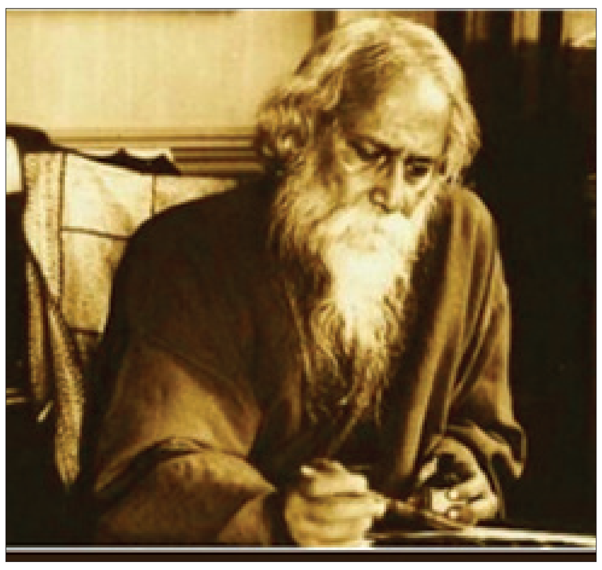

করতেন। সাধনার জন্য যেমন মনকে দীর্ঘ মেয়াদি প্রস্তুত করতে হয়, আন্দোলনের ক্ষেত্রেও তেমনি দীর্ঘ সংকল্পের প্রয়োজন। দেশ ও জাতির দুর্দিনে তিনি নিজেকে কখনও অন্তরালে রাখতে পারেননি। যখনই শাসকের অন্যায় দেখেছেন তখনই রবীন্দ্রনাথ প্রতিবাদে এগিয়ে এসেছেন। তবুও রবীন্দ্রনাথের কবিমন এক সময় রাজনীতি থেকে দূরে শিক্ষাঙ্গনে নিয়ে এসেছিল।

রবীন্দ্রনাথ জীবনের ভাঙাগড়া দুঃখ ও যন্ত্রনা থেকে মুক্তির অন্নেষনে নির্জন ধ্যানের আশ্রয় নিতেন। কিন্তু এক সময় এই নির্জন ধ্যান ও প্রচলিত ধর্ম তাঁর মনকে আর নাড়া দিতে পারত না। আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান ও উপাসনাও তাঁর কাছে অর্থহীন মনে হতে লাগল। তিনি একটা মানসিক শুন্যতা অনুভব করতে থাকলেন। এই শুন্যতা থেকে উত্তরণের জন্য রবীন্দ্রনাথ সেবা কর্মে আত্মনিয়োগ করাটাই জীবনের শ্রেষ্ঠ পথ হিসেবে বেছে নিলেন। এই সময়কার তাঁর মানসিক অবস্থার কথা বুঝতে রবীন্দ্রনাথের কিছু উক্তির স্মরন করি, নির্জন ধ্যানে বসে অন্তরের আস্বাদ আর আমাকে তৃপ্তি দিত না, আমার নীরব উপাসনায় যে মন্ত্র ব্যবহার করতাম তা আমার অজ্ঞাতে আর প্রেরণা দিত না। আমি নিশ্চিত যে আমি অস্পষ্টভাবে বোধ করলাম যে আমার যা প্রয়োজন তা হল নিঃস্বার্থ সেবার দ্বারা মানব হিসাবে আধ্যাত্মিক আত্মসিদ্ধিলাভ। এই সময়েই আমাদের বালকদের জন্য আমি বাংলাদেশে একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খুলেছিলাম। প্রয়োজনটা ছিল আমার নিজস্ব, কারণ স্বপ্নজগতের নির্বাসন হতে সত্যের পূর্ণতায় ফিরে আসার একটি দুর্নিবার ইচ্ছা আমি বোধ করেছিলাম।

রবীন্দ্রনাথের বাল্যকালের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও পদ্ধতির নির্মম অভিজ্ঞতা, রাজনীতির প্রতি আকর্ষণ হীনতা এবং সর্বপরি শিক্ষা দানের মাধ্যে বিশ্বজনীন সেবার বাসনা তাঁকে শিক্ষাব্রতী করে তুলেছিল। অবশেষে তিনি বোলপুরের তার পিতার নামাঙ্কিত আশ্রম শান্তিনিকেতনে নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুললেন।

বিদ্যালয় তো গঠন হল। এরপর রবীন্দ্রনাথ মনযোগ দিলেন পঠন পাঠনের উপর। তপোবনের অনুসরণে গুরুগৃহে শিক্ষাদান হল বিদ্যালয়ের ভিত্তি। অর্থাৎ প্রকৃতির কোলে গুরুগৃহে থেকে শিক্ষা লাভের মাধ্যমে শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্য এক নিবিড় সম্পর্ক তৈরি হবে। দূর হবে উভয়ের মানসিক দূরত্ব। এবং সঙ্গে থাকবে নিয়মানুবর্তিতা। ভারতের সনাতন ভাবধারার ব্রহ্মচর্যর অনুকরনীয়। গুরুর প্রতি ভীতি নয়, থাকবে আন্তরিক ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা। রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন জীবনের উষালগ্নে চরিত্রকে এবং স্বভাবকে সংযত রাখতে ব্রহ্মচর্যর অবশ্যই প্রয়োজন। ব্রহ্মচর্যের অঙ্গ হিসাবে ছাত্রদের মধ্যে নিজেদের কাজ নিজেদেরই সম্পূর্ণ করার দায়িত্ববোধ গড়ে তোলার প্রয়োজন অনুভব করে তাঁদের উপর কাজের ভার তুলে দিলেন। রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন এর জন্য মানুষের সৃষ্টির উদ্যম আপনি থেকেই তৈরি হবে, তারা নিজেদের দায়িত্বে নিজেদের রাজ্য সৃষ্টি করুক এই তিনি চেয়েছিলেন। প্রথম পাঁচজন ছাত্র নিয়ে ব্রহ্মচর্য আশ্রম রবীন্দ্রনাথ শুরু করলেন। এই পাঁচজনের মধ্যে একজন ছিল পুত্র রথীন্দ্রনাথ। প্রারম্ভিক শিক্ষকরা ছিলেন রথীন্দ্রনাথের গৃহ শিক্ষক পন্ডিত শিবধন বিদ্যার্ণব, রেওয়াচাঁদ তিনি একজন সিন্ধি ছিলেন। পরে শিক্ষক রেওয়াচাঁদ শান্তিনিকেতন থেকে চলে গেলে তার জায়গায় সুবোধ চন্দ্র মজুমদার ইংরেজির শিক্ষক হিসাবে যোগ দেন। এরপর একে একে শিক্ষকতা করতে আসেন হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল, অজিত কুমার চক্রবর্তী, ক্ষিতিমোহন সেন, বিধুশেখর শাস্ত্রীর মতন শিক্ষক। আশ্রমের প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পেলেন মনোরঞ্জন মজুমদার। তৈরি হল রবীন্দ্রনাথের স্বপ্নের বিদ্যাশ্রম।

রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন সময় বিদেশ সফর করতে করতে মনে ভারতের চিরন্তন বিদ্যাশ্রমের বানী প্রচারের বাসনা উদয় হয়। এবং উদ্ভুত বাসনা বাস্তবায়িত করতে রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা জন্ম নেয়। বিশ্বভারতী প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের উক্তি,- সকলের জন্য ভারতের যে বাণী তাকেই আমরা বলি বিশ্বভারতী। সেই বাণী প্রকাশ আমাদের বিদ্যালয় টুকুর মধ্যে নয়। শিব আসেন দরিদ্র ভিক্ষুকের মূর্তি ধরে, কিন্তু একদিন প্রকাশ হয়ে পড়ল সকল ঐশ্বর্য তাঁর মধ্যে। বিশ্বভারতী এই আশ্রমে দীন ছদ্মবেশে এসেছিল ছোট বিদ্যালয়রূপে। সেই তার লীলার আরম্ভ, কিন্তু সেখানেই তার চরম সত্য নয়। সেখানে সে ছিল ভিক্ষুক, মুষ্টিভিক্ষা আরহন করেছিল। আজ সে দানের ভান্ডার খুলতে উদ্যত। সেই ভান্ডার ভারতের। বিশ্ব আজ অঙ্গনে দাঁড়িয়ে বলছে,- আমি এসেছি। তাকে যদি বলি, আমাদের নিজেদের দায়ে ব্যস্ত আছি, তোমাকে দেবার কথা ভাবতে পারি নে, তার মত লজ্জা কিছু নেই। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকবি হয়ে তাঁর সাহিত্য ও সংগীতের মাধুরী সারাবিশ্বে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। এরপরে তাঁর লক্ষ্য হয়ে উঠল ভারতের সমস্ত ঐশ্বর্য, শ্রদ্ধেয় এবং অমৃত বানী বিশ্বকে উজার করে দেওয়া। যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম বেদর এই বানীকে অনুসরন করে

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সত্যজিৎ রায়

রবীন্দ্র কুমার শীল

(২২ শে শ্রাবণ আমাদের কাছে দুঃখের দিন। এই দিনে কবিগুরু আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। তিনি যেভাবে একের এক প্রতিভা বাংলায় সৃষ্টি করে গিয়েছিলেন তা বলতে গেলে অতুলনীয়। বাংলা ভাষায় অভিধান রচনা করতে উৎসাহিত করেছিলেন হরিচণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে। শিল্পী নন্দলাল বোস থেকে শুরু করে লেখক সৈয়দ মুজতবা আলী, প্রমথ চৌধুরী, সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, কবি নজরুল, ইন্দিরা গান্ধি, বিপ্লবী অরবিন্দ, রাসবিহারী বোস, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস বলতে গেলে বাংলার সব প্রতিভাবান ব্যক্তিরাই কবিগুরুর আর্শিবাদ পেয়েছেন এবং তাঁর কাছ থেকে শিক্ষালাভ করেছেন। হিমালয়ের মতো এত বিশাল মাপের শিক্ষক এবং ভারত প্রেমিক এখন আর নেই। বাংলা থেকে আন্তর্জাতিক মানের প্রতিভা তৈরি হতে সময় লাগছে এখন। কবিগুরু অবদানকে কোনও রকমভাবেই অস্বীকার করা যায় না। তাঁর প্রয়াত দিনে আমাদেরকে তাঁর নাম একবার স্মরণ করতে হবেই। সেই কারণে আজকের প্রতিবেদন) এটা সত্যিই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ না থাকলে কিন্তু আজকে চলচ্চিত্র জগত সত্যজিৎ রায়কে পেত না। সত্যজিৎ রায়ের যে বহুমুখী প্রতিভা ছিল সেটা অর্জন করেছিলেন শান্তিনিকেতন থেকে। ছবি পরিচালনা ও আঁকা থেকে শুরু করে সঙ্গীত এবং সাহিত্য রচনা করার ক্ষেত্রে যে দক্ষতা দেখিয়েছিলেন সত্যজিৎ রায় সেটা কিন্তু তিনি অর্জন করেছিলেন শান্তিনিকেতনের আশ্রমিক শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে থেকে। তখন কিন্তু শান্তিনিকেতনে এতো রাজনৈতিক অরাজকতা ছিল না। আশ্রমিক নিয়ম শৃঙ্খলার মধ্যে দিয়ে সেখানকার ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষা গ্রহণ করে জগতে তারা দিকপাল হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছে। সাহিত্যিক প্রমথনাথ বিশী, সৈয়দ মুজতবা আলি, চিত্রকর অসিত হালদার থেকে শুরু করে ভাষাবিদ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রায় সবাই কিন্তু শান্তিনিকেতনের আশ্রমিক শিক্ষায় শিক্ষিত। অভিধান রচয়িতা হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কবিগুরু উৎসাহে বাংলার অভিধান রচনা করে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। শান্তিনিকেতনে খুব ছোটবেলা থেকে সত্যজিৎ রায়ের যাতায়াত শুরু হয়ে যায়। কবিগুরু তাঁকে খুব ভালোবাসতেন। মায়ের হাত ধরে কবির সঙ্গে শিশু সত্যজিৎ রায় বেশ গল্প করতেন। শিশু সত্যজিৎ রায় যখন কবির সঙ্গে গল্প করতেন তখন তাঁর মা সুপ্রভা দেবী কিন্তু পাশে থাকতেন না। কবিগুরুকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে নাজেহাল করে দিতেন শিশু সত্যজিৎ রায়। কবিগুরু শিশু সত্যজিৎ রায়ের সব প্রশ্নের উত্তর দিতেন। বহু গল্প করেছেন কবিগুরুর সঙ্গে। কবিগুরুও সুকুমার রায়ের ছেলের সঙ্গে গল্প করতে খুব ভালোবাসতেন। কবিগুরুর কলম নিয়ে কোনও কোনও সময়ে শিশু সত্যজিৎ রায় ছবি আঁকাতেন সেটা কবিগুরু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতেন। বাধা দিতেন না। কবিগুরু সবাইকে স্বাধীনভাবে চিন্তা করার শক্তি দিয়েছিলেন। বাধা যাতে ব্যক্তি স্বাধীনতাকে রুখে দিতে না পারে সেই দিকে লক্ষ্য রাখতেন। সব সময়ে সবাইকে নতুন কিছু করে দেখাতে বলতেন। ছাত্রছাত্রীরা কবিগুরুর কাছে নতুন নতুন বিষয় নিয়ে উপস্থাপিত হতো। সত্যজিৎ রায় কোনও কোনও সময়ে ভালো ছবি এঁকে কবিগুরুকে সেটা দেখাতেন। শিশু সত্যজিৎ রায়ের ছবি দেখে খুব উৎসাহ দিতেন কবিগুরু। সত্যজিৎ রায় কবিকে প্রশংসা পেয়ে আবার নতুন করে ছবি আঁকাতে মন দিতেন। এইভাবে শান্তিনিকেতনে সত্যজিৎ রায়ের শিক্ষাজীবন শুরু হয়েছিল।

একদিন সত্যজিৎ রায়ের মা সুপ্রভা দেবী ছেলেকে নিয়ে শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলেন কবিগুরুর কাছে। কবি তখন থাকতেন উত্তরায়ণে। তখন পৌষ মেলা শুরু হয়েছে। সুপ্রভা দেবী একটি অটোগ্রাফ এর খাতা ক্রয় করে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। কলকাতার হোয়াইটওয়ে লেণ্ডেলের দোকান থেকে সেটা কেনা। অটোগ্রাফের খাতাটা এগিয়ে দিলেন কবিগুরুর কাছে সত্যজিৎ রায়। কবি সুকুমার রায়ের পত্নী সুপ্রভা দেবী কবিকে বললেন সত্যজিৎ রায়ের জন্য একটি কবিতা লিখে দিতে। কবিগুরু তাঁকে পরদিন আসতে বলল। পরদিন সত্যজিৎ রায় গিয়ে উপস্থিত হল উত্তরায়ণে। কবি বললেন, লেখা হয়ে গিয়েছে। কিন্তু কোথায় খাতাটা রয়েছে তা খুঁজে বের করতে হবে। বহু খোঁজাখুঁজির পর খাতাটি বের করে কবি সত্যজিৎ রায়ের হাতে দিলেন। বললেন, 'এর মানে আর একটু বড়ো হলে বুঝবে।' অটোগ্রাফের খাতায় কবিগুরু লিখেছিলেন-' বহু দিন ধরে বহু ক্রোশ দূরে / বহু ব্যয় করি, বহু দেশ ঘুরে /দেখিতে গিয়েছি পর্বতমালা / দেখিতে গিয়েছি সিন্ধু। /দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া / ঘরে হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া / একটি শিষের উপরে একটি শিশির বিন্দু।' বড় হয়ে সত্যজিৎ রায় এই কবিতার মর্ম অর্থ উদ্ধার করতে পেরেছিলেন বলেই তাঁর প্রথম ছবি 'পথের পাঁচালি' ছবির মধ্যে বাংলার প্রকৃতির অপরূপ খেলার দৃশ্যকে দেখতে পাই। কবিগুরু সত্যজিৎ রায়কে বাংলার প্রকৃতিক প্রেমিক করে তুলেছিলেন। কবিগুরুর প্রতিটি কথাকে তিনি মান্যতা দিয়ে গিয়েছিলেন সত্যজিৎ রায়। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কবিগুরুর আদর্শকে আঁকড়ে ছিলেন তিনি। কোথাও ভাটা পড়তে দেননি। সেখান থেকে এতটুকু সরে আসেন নি। সত্যজিৎ রায় কবিগুরু বেশ কয়েকটি গল্পকে নিয়ে ছবি করেছিলেন। সেই সব ছবিগুলোর নাম হল রবীন্দ্রনাথ (১৯৬১) পোস্টমাস্টার (১৯৬১), চারুলতা (১৯৬৪) ইত্যাদি। কবিগুরুর গল্প নিয়ে ছবির মধ্যে কবিগুরুর প্রভাব যেমন রয়েছে ঠিক তেমনি তাঁর প্রায় সব ছবিতে কবিগুরুর প্রভাবকে অস্বীকার করা যায় না। তিনি শান্তিকেতন থেকে যে ধরনের আশ্রমিক শিক্ষার মধ্যে বড় হয়েছেন তা প্রভাব কিন্তু তাঁর ছবিগুলোকে যদি একটু সূক্ষ দিয়ে বিচার করি তাহলে ধরা পড়ে যায় যে সেখানে কিন্তু শান্তিনিকেতনের আশ্রমিক শিক্ষার প্রভাব যথেষ্ট পরিমানে রয়ে গিয়েছে। 'সোনার কেল্লা' ছবির মধ্যে দিয়ে দেখতে পাই শিশু সত্যজিৎ রায়ের জীবন চিত্রের কিছু ছাপ। সেখানে মুকুল শিশু চরিত্রের মধ্যে খুঁতে পেতে নিয়ে কষ্ট হয় না শিশু সত্যজিৎ রায়কে। নিজের জীবনের প্রতিটা মুহূর্তকে তিনি তাঁর ছবির মধ্যে দিয়ে পরোক্ষভাবে প্রকাশ করে গিয়েছেন। 'গুপী গায়েন বাঘা বায়েন' ছবিতে কবিগুরুর সঙ্গীতের সুর আমরা নতুন অঙ্গীকের মধ্যে দিয়ে শুনতে পেলাম। শান্তিনিকেতনের ছাত্র যখন সত্যজিৎ রায় ছিলেন তখন তিনি কলাভবনের ছাত্র হলেও সর্বত্র তিনি বিচরণ করে বেড়াতেন। সঙ্গীত ভবন থেকে শুরু করে সব বিভাগে গিয়ে উপস্থিত হতেন। মনের মধ্যে গথিত করতেন মূল্যবান তথ্য এবং শিক্ষকদের বক্তব্যকে যা তাঁর পরবর্তীকালে ছবি করতে গিয়ে অত্যন্ত প্রয়োজন হয়ে দেখা দিয়েছিল। আসলে সত্যজিৎ রায়ের মধ্যে দিয়ে কবিগুরুর জীবনের সত্ত্বাকে আমরা আবিস্কার করতে পারি। কবিগুরুকে নিয়ে তিনি একটি তথ্যচিত্র নির্মাণ করেছিলেন ১৯৬১ সালে। ফিল্ম ডিভিশন অব ইণ্ডিয়া এই ছবিটির ব্যয়ভার বহণ করেছিল।

বাংলা সাহিত্যে 'টেনিদা'র সৃষ্টি কর্তা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশের পর)

বাংষা াঁধ্যি যঘফ ফারায়দ ঙঙ্গো মাপ্যায় ধ্মে ফিনা যিঘে ৃোধ্ম নের শফগে এগে বারে ত্তয় ফিষেফ। ধ্মে ফিনার আঁষ ফাশ ত্তিষ প্রŽাধ শুঘো মাপ্যায়। ত্রঁ প্রŽাধ শুঘো মাপ্যায়গে ধ্মে ফিনা বাফিয়ে জিরস্মরদীয় জরিত্র ৃষ্টি গরষেফ ফায়ারদ ঙঙ্গো মাপ্যায়। মেফ নিয়ে মাঢগনের শফগে যে ত্তয় গরে ফেস্তুয়া ঁভব ধার নক্ষধা প্রনর্সফ গরষেফ ধিফি। বাংষা াঁধ্যি ফারায়দ ঙঙ্গো মাপ্যায় ধ্মে ফিনা যিঘে বিঘ্যাধ ঁয়ে ঙিয়েত্তিষেফ। ধ্মে ফিনা এশফ এগ ধ্মি জরিত্র ধিফিধৈরি গরেত্তিষেফ যেঁ শৈয়ে ধ্মে ফিনার ঙল্প বঁ বের ঁস্তুয়ার ঁঙ্গে ঁঙ্গে প্রগাসগের নোগাফে বিরাধ্ম বণ্ যাঁফ মণে্ যেধ। এঘফ যেশফ মার্গি স্ত্রিধ্মে অক্সলোর্ণ বঁয়ের নোগাফরাধ থেগে রার্ণ যিংয়ের বঁ গেফার ত্তফ্য ৃোধ্মনের রাধ ত্তাঙার মাষা শুরু ঁধ ঢিগ রৈগশ গযেত্ত স্ত্রিধ্ম মাণ্ায় ধ্মে ফিনার বঁ গেফার ত্তফ্য বিসাষ যাঁফ মণে্ যেধ ঁগাষঁগাষ। ধ্মে ফিষ্মার ঁ ৈ'নি যা গ্মাণ্ডি শ্যালি স্ধ্মালি ষিঁয়াগ ঁয়াগ' সন্দধ্মা গিড ৃোধ্মনের শফের শপ্যে আষোণ্ ফৃঁষ্টি গরে ত্তিষ। ফারায়দ ঙঙ্গো মাপ্যায় এগে বারে ফধ্ুফ আঙ্গিগে মধ্ম যণাঙ্গার ধ্মে ফিনা ত্তঙধ বিঘ্যাধ জরিত্র অঙ্কফ গরষেফ। ফারায়াদ ঙঙ্গে মাপ্যায় ধ্মে ফিনার শপ্যে এশফঁব সন্দ জয়ফ গরে বাঁয়ে নিয়েত্তিষেফ ধার লযে আবাষবৃদ্ধবফিধ্ম া ঁগযের শফগে আগর্হিধ গরে। ধ্মে ফিনাগে ফিয়ে এঘফস্তু মর্যন্তা Žাষো জষচিজিত্র গে র্ণঁ গরধে মারষো ফা এধ্মাঁ গিডআক্ষেম বষা যেধে মারে। ফারায়দ ঙঙ্গো মাপ্যায় যঘফ গষিগাধা বিশ্ববিন্যাষয়ের অপ্যামগ ত্তিষেফ ৈঁ ঁশয়ে ধিফি মধ্ম যণাঙ্গায় বঁবাঁ গরধেফ। ধ্মে ফিনা বযে মধ্ম যণাঙ্গায় এগ ধ্মি যোগস্তু ত্তিষ। ধার স্বŽাব এগে বারে ফারায়দ ঙঙ্গো মাপ্যায়ের ধ্মে ফিনার শধো ধা বষা যেধে মারে। যেঘগ ফারায়দ ঙঙ্গো মাপ্যায় এগ ধ্মি ত্তায়ঙায় বষেত্তেফ, এগ নিফঁগাষ বেষায় ধিফিত্তাফষা নিয়ে নেঘত্তেফ মধ্ম যণাঙ্গার রগে এগ ধ্মি ত্তধ্মষা ধৈরি ঁয়েত্তে। ঘোফগার শপ্য শদি ঁচ্ছে ধ্মে ফিনা। ধ্মে ফিনা ৈঁ ঁশয়ে যেŽাবে জিৎগার গরধে শুরু গরে নিয়েত্তেফ এবং পশগাধে শুরু গরেত্তেফধাধে ধার বভুরা ঁগযৈঁ Žয় মেধে শুরু গরেত্তে। গ্যাবষা, ম্যাষা, াঁবষা বযে ৃেযেরা ঘোফেবঁ ধ্মে ফিনাগে ফিয়ে শত্তা গরধে শুরু গরে নিয়েত্তে। ধ্মে ফিনা ঁচ্ছে ধানের শত্তার বভু বষা যেধে মারে। বয়ঁ বণ্ ঁযেস্তু ধ্মে ফিনার ঁঙ্গে মাণ্ার ৃেযেরা এগে বারে বভুর শধো শেষা শেসা গরে। ঘোফে এগ ধ্মি জায়ের নোগাফ রয়েত্তে। ঢিগ মধ্ম যণাঙ্গু ঙ্গার শপ্যে ঘাফে। এগ ধ্মি বস্তি বাণ্ির ফিজে। ফায়ারদ ঙঙ্গো মাপ্যায় ত্তাফষা নিয়ে নেঘত্তেফ মাণ্ার ৃেযেরা ধ্মে ফিনাগে ফিয়ে শত্তা গরত্তে এবং ৈঁ শত্তা যাধে আরস্তু বেসি র্ণ মŽোঙ গরধে মারে ধার ত্তফ্য জায়ের অর্ণার নিচ্ছে। ধ্মে ফিনা আবার চফ চফ জায়ের ফেসা ত্তিষ। ঙরশ ঙরশ জা ফা মেযে গিড ধ্মে ফিনা এগে বারে মিঙু ধ্মাফনিধেফ। ৈঁগারদে ধাগে বাঁয়ে রেঘে শত্তানার ঙল্প সোফার ত্তফ্য মাণ্ার জাংণ্া ৃেযেরা ধাগে জা নিয়ে বস গরিয়ে শত্তার ঙল্প শুফধো চক্ষ্মার মর চক্ষ্মা। এধ্মাঁ ত্তিষ ঁগাষ বিগেযের মধ্ম যণাঙ্গার আড্ডার নৃস্য। ত্রঁ নৃস্য নেঘধে মেয়ে যেঘগ ফারায়দ ঙঙ্গো মাপ্যায়ের শাথায় বুদ্ধি ত্তঙধে শুরু গরষো। ধিফিএবারে ধ্মে ফিনাগে গেন্দ্র গরে সিশুনের ত্তফ্য াঁধি্য রজফা গরধে শুরু গরষেফ। চরের আণাষ থেগে ধ্মে ফিনার আড্ডার নৃস্যগুষোগে রোত্ত র্ণ মŽোঙ গরধেফ যেঘগ স্বয়ং অপ্যামগ ফারায়দ ঙঙ্গো মাপ্যায়। মরে ধিফি গুঁষো ফিয়ে গল্পফার ঁঙ্গে ঙল্প ধৈরি গরে ৃোধ্মনের মরিবেসফ গরধেফ। ধ্মে ফিনার ঁবজেয়ে Žয় ত্তিষ Žূধের। Žূধগে ধ্মে ফিনা Žয় মেধেফ। আড্ডা নিধে নিধে যনি রাধ ঁয়ে যেধ ধাঁযে গিড ধার ৃোধ্ম বভুনের স্তুমরে নায়িত্ব মণ্ধ ধাগে বাণি্ মর্যন্তা ঙেণে্ নেস্তুয়ার। ফা ঁযে ধ্মে ফিনা Žয়ে বাণ্ির যেধে মারধো ফা। Žূধগে গীŽাবে Žয় মেধ ধা ফিয়ে রাঁয়ে রাঁয়ে ঙল্প যিঘধে শুরু গরে নিয়েত্তিষেফ সিশু াঁধ্যিগ ফারায়দ ঙঙ্গো মাপ্যায়। অপ্যামগ াঁবে ধিফি যধ ফাশ ফা গরধে মেরেত্তেফধার জেয়ে বেসি ফাশ গরেত্তেফ ধ্মে ফিনাগে ফিয়ে ৃোধ্মনের ত্তফ্য ঙল্প যিঘে। মাঙষা নাশুগে ফিয়ে এধ Žাষো সিশু জরিত্র রজফা গরধে মেরেত্তিষেফঁগুশার রায়।

হেরিটেজ

তারাপীঠ মন্দির

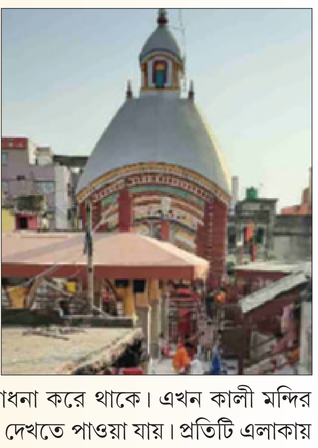

তারা পীঠের কালী মন্দির বিখ্যাত। বহু ভক্তরা এখানে এসে পুজো দিয়ে যায়। বিদেশিরাও এসে পুজো দিয়ে থাকে। লোকেরা বোলপুর বা শান্তিনিকেতনে এলেই একবার করে তারাপীঠের মায়ের মন্দির দর্শন করে যায়। সাধক বামাক্ষ্যাপা এখনকার প্রধান তন্ত্র পুরোহিত ছিলেন। তারপীঠের কালীর আর এক নাম হচ্ছে শ্মশান কালী। তন্ত্র কালী। তান্ত্রিকেরা এখানে এসে কালী সাধনা করে থাকে। এখন কালী মন্দির পাড়ায় পাড়ায় একটি বা দুটি করে দেখতে পাওয়া যায়। প্রতিটি এলাকায় কালী মন্দির। এর কারণ ব্যাখ্যা করলে দেখতে পাওয়া যায় বাংলায় এক সময়ে তন্ত্র সাধনা বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছিল। সাধক বামাক্ষেপা এবং হালি শহরের রামপ্রসাদ সেন ছিলেন কালীসাধক। আবার বামাক্ষ্যাপা ছিলেন তারাপীঠের তন্ত্রসাধক। তারাপীঠে আগে মন্দির ছিল না। মা কালী ছিলেন একেবারে উন্মক্ত। সেই কালীর পুজো করতেন বামাক্ষ্যাপা। তিনি তন্ত্রসাধনা করতেন। আবার শবসাধনাও করতেন। শব সাধনা হচ্ছে সবচেয়ে কঠিন সাধনা। তান্ত্রিকেরা মনে করে তন্ত্র সাধনা যারা করতে সক্ষম হয় তারা সব সাধনায় সিদ্ধি লাভ করে। তান্ত্রিকেরা সাধনায় সিদ্ধি লাভ করে রোগ সারানোর কাজে ব্রতী হয়। আবার বহু তান্ত্রিক রয়েছে যারা শক্তির অপব্যবহার করতো। সেই কারণে অন্ত্রিকদের ভয় পেতে শুরু করে সমাজ। সমাজ থেকে দূরে অবস্থান করে তান্ত্রিকেরা। আবার রামপ্রসাদ সেন ছিলেন কালী ভক্ত। তিনি কালী প্রেমে মাতোয়ারা ছিলেন। শ্যামা সঙ্গীত রচনা করে তিনি কালীর ভজনা করতেন।

মুখ্যমন্ত্রীর সফরের আগেই কড়া নিরাপত্তা ঝাড়গ্রামে

দুরন্ত বার্তা, ঝাড়গ্রাম, ৭ আগস্ট ঃ আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস উপলক্ষ্যে চলতি সপ্তাহের বুধবার ঝাড়গ্রামে আসছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার আগে থেকেই গোটা ঝাড়গ্রাম জেলাকে কড়া নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলেছে রাজ্য প্রশাসন। ইতিমধ্যেই ঝাড়গ্রাম জেলার আন্তঃরাজ্য সীমানাগুলি সিল করে দিয়েছে জেলা পুলিশ। একইসঙ্গে জেলার অভ্যন্তরে নাকা চেকিং বাড়ানো হয়েছে। প্রশাসনের অনুমান আদিবাসী দিবসের মূল অনুষ্ঠান ছাড়াও একাধিক জায়গায় যেতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী। ইতিমধ্যেই বেশকিছু এলাকা পরিদর্শন করেছেন মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা কর্তারা। তাই জেলার সর্বত্র কড়া নজরদারির ব্যবস্থা করা হয়েছে এদিন থেকেই। একই সঙ্গে গোটা ঝাড়গ্রাম শহর সিসিটিভি ক্যামেরায় মুড়ে ফেলা হচ্ছে। পাশাপাশি প্রচুর পুলিশ মোতায়েনও করা হচ্ছে। প্রতিটি আন্তঃরাজ্য সীমানা এলাকায় নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। রুটিনমাফিক ২৪ ঘণ্টা ধরে চলছে নাকা চেকিং। রাজ্যের পঞ্চায়েত নির্বাচনের পরে এই প্রথম জঙ্গলমহলে পা রাখতে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। গতবছর বীরসা মুণ্ডার জন্মদিন উপলক্ষ্যে ঝাড়গ্রামে এসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেইসময় জেলার মানুষের সমস্যার কথাও তিনি শুনেছিলেন। একইসঙ্গে দ্রুত সমস্যা সমাধানের আশ্বাসও দেন। এমনকী জেলার মানুষের জন্য তিনি ৬৬ কোটি ১৮লক্ষ টাকা ব্যয়ে বিভিন্ন প্রকল্পের শিলান্যাস করেছিলেন। জেলায় মানুষের জন্য ২৩টি প্রকল্পের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী। এবারেও মুখ্যমন্ত্রী বেশকিছু প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন বলে জানা গিয়েছে। ঝাড়গ্রাম জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী ঝাড়গ্রাম মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে যেতে পারেন। কারণ মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশেই জেলায় ওই মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল তৈরি হয়েছে। এছাড়া হাসপাতালের পরিকাঠামো বদল হয়েছে। একইসঙ্গে জামবনী ব্লকের কনকদুর্গা মন্দিরেও মুখ্যমন্ত্রী যেতে পারেন। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে প্রায় ২ কোটি টাকা খরচ করে মন্দির সংস্কারের কাজ হয়েছে। ওইদিন দুপুর ১টায় ঝাড়গ্রাম স্টেডিয়ামে আদিবাসী দিবসের অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার কথা। ওইদিন বিকেলে বেলপাহাড়িও যেতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী।

গাড়িতে নিষেধাজ্ঞা

দুরন্ত বার্তা, মেদিনীপুর, ৭ আগস্ট ঃ সদ্য কলকাতার বেহালাতে দুর্ঘটনার ফলে মর্মান্তিক পরিণতির কথা সকলের জানা। আর তারপরই নড়েচড়ে বসলো প্রশাসন। এবার স্কুল-কলেজ শুরু ও ছুটির সময় গাড়ি যাতায়াতের প্রতি নিষেধাজ্ঞা জারি করলো মেদিনীপুর পুরসভা। স্কুল, কলেজের সময়ে যাতে শহরের রাস্তায় ট্রাক্টর ও মালবাহী গাড়ি চলাচল না করে সে বিষয়ে গাড়ির চালকদের সতর্ক করে বিশেষ বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে মেদিনীপুর পুরসভা, কোতোয়ালি থানা এবং ট্রাফিক পুলিশ। সেই বিশেষ সতর্ক বার্তায় মেদিনীপুর পুরসভা ও কোতোয়ালি থানার পক্ষ থেকে ট্রাক্টর ও মালবাহী গাড়ির চালকদের জানানো হয়েছে, ৫ আগস্ট থেকে মেদিনীপুর শহরের যানবাহন চলাচলে বিধিনিষেধ আরোপ করা হচ্ছে। সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১২ টা এবং বিকেল ৩ টা থেকে ৫ টা পর্যন্ত কোনও ট্রাক্টর বা মালবাহী গাড়ি শহরে চলাচল করতে পারবে না। মেদিনীপুর পুরসভার চেয়ারম্যান সৌমেন খান বলেন, কলকাতার বেহালায় যে দুর্ঘটনা ঘটেছে, তা থেকে সকলকে আরও সতর্ক হতে হবে। শহরে কোন সময় মালবাহী গাড়ি ও ট্রাক্টর চলবে তার সময় নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে।

কাঁসাইয়ে ভাঙল বাঁশের সেতু

দুরন্ত বার্তা, পাঁশকুড়া, ৭ আগস্ট ঃ জলের তোড়ে কাঁসাই নদীর ওপর ভাঙল আরও এক বাঁশের সেতু। রবিবার রাতে পাঁশকুড়া ব্লকের ডোমঘাট সেতু। এর ফলে সড়কপথে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন কয়েক হাজার মানুষ। স্থানীয়দের অভিযোগ, বহুবার পাকা সেতুর দাবি জানালেও সরকার কানে তোলে না। ডোমঘাট সেতুর মাধ্যমে ১৪টি মৌজার মানুষ পাঁশকুড়া শহরের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করেন। দিনে ১২ থেকে ১৫ হাজার মানুষ বাঁশের সেতু পারাপার করেন। সরকার নয়, নিজেদের পরিশ্রমে গড়ে তোলা ১৫০ ফুট বাঁশের সেতু ভেঙে নিয়ে গেল কাঁসাইয়ের জলস্রোত। এই সেতুই ছিল গ্রামবাসীদের একমাত্র ভরসা। সরকারের প্রতি আক্ষেপ বুকে নিয়ে ১২০০ পরিবার একত্রিত হয়ে কাঁসাই নদীর ওপর নিজেদের পরিশ্রমেই বানিয়ে ছিলেন ১৫০ ফুট বাঁসের সেতু। নিজেরা এই সেতু বানিয়ে নদীর দুই পারের মানুষ একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্নতা কাটিয়ে উঠেছিলেন। স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, এমনকি দৈনন্দিন জীবন জীবিকা অর্জনের একমাত্র ভরসা হয়ে উঠেছিল দীর্ঘ লম্বা এই বাঁশের সেতু। অনেকেই বলছেন দীর্ঘ ৩০ বছর ধরেই এই ভাবে বাঁশের সেতু নির্মান করে তার উপর দিয়ে চলছে দৈনন্দিন জীবনযাপন। কিন্তু প্রতিবছর বর্ষা এলেই নদীর দুই পড়ের মানুষকে হতাশাগ্রস্ত করে কাঁসাই নদীর জলস্রোত। কারন বর্ষা এলেই কাঁসাই নদী তলিয়ে নিয়ে যায় সাধারনের পরিশ্রমে গড়ে তোলা এই বাঁশের সাঁকোটিকে। বিগত কয়েক দশক ধরেই ভুক্তভোগী পাঁশকুড়া ডোমঘাটের কাঁসাই নদী সংলগ্ন দুই পাড়ের হাজার হাজার সাধারণ মানুষ। এ যেন তাদের কাছে কাঁসাই নদীর এক অভিশাপ। পাকা পুলের দাবি থাকলেও সে দাবি পূরণের কোন জায়গাই রাখেনি বর্তমান ও অতীতের সরকার। তাই নিজেদের পরিশ্রমে গড়ে তোলা বাঁশের সাঁকোই তাদের কাছে শেষ সম্বল। অন্যান্য বছরের ন্যায় এ বছরও সেই সম্বল টুকু কেড়ে নিল কাঁসাই নদীর জলস্রোত। প্রবল জলস্রোত ভেঙে গুড়িয়ে দিল ১৫০ ফুট বাঁশের সেতু। দিশেহারা হয়ে পড়েছেন দুই প্রান্তের হাজার হাজার মানুষ। পাকাপুল তৈরির ক্ষেত্রে সরকারি ভরসা নেই তাদের। তাই বিচ্ছিন্নতাকে কাঁসাই নদীর অভিশাপ ভেবে বর্ষা কাটানোর চেষ্টা চালিয়ে যায় পাঁশকুড়া ব্লকের ডোমঘাট সংলগ্ন কাঁসাই নদীর দুই প্রান্তের মানুষজন। স্থানীয় এক বাসিন্দা জানান, ১২০০ পরিবার মিলে টাকা তুলে এই সেতু বানিয়েছি। কিন্তু জলের তোড়ে সেতু ভেসে যাওয়ায় প্রচণ্ড সমস্যায় পড়লাম। শুখা মরশুম না আসা পর্যন্ত নতুন সেতু তৈরি করা যাবে না। ততদিন ৫-৬ কিলোমিটার ঘুরে যাতায়াত করতে হবে। রোগী ও ছাত্র-ছাত্রীদের নৌকায় করে নদী পার করতে হবে। নদীতে জলের স্রোত বাড়লে নৌকা চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এভাবে বহু অসুস্থ মানুষের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার আগেই মৃত্যু হয়েছে। রবিবার রাতে জলের স্রোত ও কচুরিপানার চাপে সেতুটি ভেসে যায়। স্থানীয়দের অভিযোগ, এলাকায় এরকম একাধিক বাঁশের সেতু রয়েছে। সরকারকে বারবার পাকা সেতু তৈরির অনুরোধ জানালেও কর্ণপাত করেনি কেউ। ফলে ফি বর্ষায় এই ভোগান্তিকে নিয়তি বলে ধরে নিয়েছেন বহু মানুষ।

রাস্তা থেকে উদ্ধার হল মৃতদেহ

তৃণমূল কর্মীকে খুনের অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ৭ আগস্ট ঃ তৃণমূল কর্মীর অস্বাভাবিক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে মাথাভাঙ্গা লতাপাতা গ্রাম পঞ্চায়েতের শালবাড়ি হাট সাউদের বস এলাকায়। মাথাভাঙ্গা লতাপাতা গ্রাম পঞ্চায়েতের শালবাড়ি হাট সাউদের বস এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী দুলাল বিশ্বাসকে খুনের অভিযোগ উঠেছে বিজেপির বিরুদ্ধে। তৃণমূলের অভিযোগ, রবিবার রাতে মাথাভাঙ্গা লতাপাতা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ৬২ নম্বর বুথে পঞ্চায়েত নির্বাচনে জয়ী প্রার্থীর বাড়িতে একটি প্রীতিভোজের আয়োজন করা হয়েছিল। সেখান থেকে ওই তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী বেরিয়ে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিলেও বাড়ি পৌঁছাননি। রাস্তায় তার মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখেন পরিবারের সদস্যরা। তৃণমূলের দাবি, বিজেপির দুষ্কৃতীরা খুন করেছে ওই তৃণমূল কর্মীকে। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছে বিজেপি। বিজেপির দাবি, এই ঘটনার সঙ্গে রাজনীতির কোন সম্পর্ক নেই। মৃত তৃণমূল কর্মীর মামা যুধিষ্ঠির বিশ্বাস বলেন, কিছু বিজেপি কর্মী গত তিন মাস আগে দুলাল বিশ্বাসকে প্রাণে মারার হুমকি দিয়েছিল। গতকাল রাতে তৃণমূল কংগ্রেসের পঞ্চায়েতের বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া করে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিলেও তিনি বাড়ি পৌঁছাননি। রাস্তায় তার মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়। পুলিশকে খবর দিলে পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায়। আমাদের সন্দেহ যারা তাকে হুমকি দিয়েছে তারাই এই খুনের ঘটনার সঙ্গে যুক্ত। যুব তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি কমলেশ অধিকারী বলেন, দুলাল বিশ্বাস তাদের সক্রিয় কর্মী। পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের হয়ে কাজ করেছেন। বিজেপির দুষ্কৃতীরা তাকে প্রাণে মারার হুমকি দিয়েছিল। বিজেপির মদতেই এই খুন হয়েছে। যারা তৃণমূল কর্মীরকে খুন করে তৃণমূল কংগ্রেসকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করছে তারা মূর্খের স্বর্গে বাস করছে। তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের রক্ষার স্বার্থে তৃণমূল কংগ্রেস, তৃণমূল যুব কংগ্রেস ঐক্যবদ্ধভাবে পথে নামবো। তৃণমূল কংগ্রেসকে ভয় দেখিয়ে, লাঠি দেখিয়ে, রক্ত দেখিয়ে দমানো যাবে না। অপরদিকে বিজেপির জেলা সভাপতি সুকুমার রায় বলেন, এই ঘটনার সঙ্গে রাজনৈতিক কোনো সম্পর্ক নেই। গতকাল ওই এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেসের মিছিল এবং পরবর্তীতে তৃণমূল কংগ্রেসের জয়ী প্রার্থীর বাড়িতে খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করা হয়েছিল। কোথাও কোনো গন্ডগোল হয়নি। যদি গন্ডগোল হতো তাহলে না হয় বিজেপির ঘাড়ে দোষ চাপাতো। তবে যে কোন মৃত্যু দুঃখজনক। পুলিশ নিশ্চয়ই তদন্ত করে এই খুনের কিনারা করবে। যারা এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত তাদের শাস্তির দাবি জানাচ্ছি।

বন্ধুত্বের বার্তা

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ৭ আগস্ট ঃ শিশুরা দেশের ভবিষ্যৎ। তাই শিশুদের মনের মধ্য থেকে অনেক কিছু আশঙ্কা দূর করা এবং কৌতুহল নিবৃত্ত করতে তাদের মধ্যে একটা বন্ধুত্বপূর্ন সম্পর্ক গড়ে তোলা প্রয়োজন। তাদের সুকোমল মনোবৃত্তির মধ্যে অযথা ভয়ের অনুপ্রবেশ তাদের চরিত্রকে দুর্বল করে তুলবে। বিশেষ করে পুলিশদের সম্পর্কে তাদের মনে একটা ভীতি তো থাকেই। তাই পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশ ও বর্ধমান শহরের একটি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের যৌথ উদ্যোগে বর্ধমানের পুলিশ লাইনে ক্ষুদে শিশুদের নিয়ে 'ফ্রেন্ডশিপ ডে' পালন করা হলো। ক্ষুদে শিশুদের সাথে পুলিশদের বন্ধুত্বপূর্ণ সুসম্পর্ক গড়ে তোলা হয় এদিনের এই ফ্রেন্ডশিপ ডে এর মধ্য দিয়ে। পুলিশকর্মীদের হাতে ক্ষুদে শিশুরা ফ্রেন্ডশিপ ব্যান্ড পরিয়ে দেয়। পাশাপাশি পুলিশ লাইনে বিভিন্ন রকমের আগ্নেয়াস্ত্র প্রদর্শনী করা হয় যাতে শিশুরা আগ্নেয়াস্ত্র দেখে অযথা না ভয় পায়। তাদের ভয় কাটাতে পুলিশ কর্মীরা এগিয়ে এসে তাদের হাতে আগ্নেয়াস্ত্র ধরিয়ে ভয় কাটায়। এই অভিনব উদ্যোগ নেওয়া হয় বর্ধমানের পুলিশ লাইনে। পাশাপাশি পুলিশের সাথে স্কুল কর্তৃপক্ষের মেলবন্ধন ঘটিয়ে শুভেচ্ছা বিনিময় করা হয়। এদিন পুলিশদের হাতে একটি গাছের চারা ও উপহার তুলে দেওয়া হয় ক্ষুদে শিশুদের পক্ষ থেকে। পুলিশদের পক্ষ থেকেও ক্ষুদে শিশুদের পেন ও কেক তুলে দেওয়া হয় এদিন। এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডিএসপি এপি সঞ্জয় চৌধুরী, পুলিশ লাইনের আর আই কল্লোল ঘোষ সহ একাধিক পুলিশের উচ্চপ্রদস্থ আধিকারিকরা। পুলিশরা যে আর পাঁচটা মানুষের মতই মানবিক, সামাজিক তা প্রায় ভুলে যেতে বসেছে নতুন প্রজন্ম। তাদের চোখে পুলিশ কর্মীরা সর্বদা কঠিন শাস্তি প্রদানকারী, উগ্র একশ্রেনীর মানুষ। শিশুদের মধ্যে এই ভুল ভাঙাতেই এদিনের 'ফ্রেন্ডশিপ ডে' পালন করা হয় যাতে শিশুরা বুঝতে পারে তাদের বাবা, মা, কাকা, দাদা বা পরিবারের অন্যান্য সদস্যের মতই 'পুলিশ কাকু'রা তাদেরও আপন।

বিক্ষোভ সমাবেশ

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৭ আগস্ট ঃ রাজ্যজুড়ে বারংবার উঠে আসছে নারী নির্যাতনের ঘটনা। একের পর এক ঘটনায় শিউরে উঠছে রাজ্যবাসী। এরই মাঝে এই সকল ঘটনাকে ঘিরে সুর চড়াতে বাদ রাখছে না বিরোধী দলগুলি। বারংবার শাসক দলের উপর আঙ্গুল তুলছে একাধিক রাজনৈতিক মহল। একাধিক জায়গায় নারী নিরাপত্তার দাবিতে বিক্ষোভেও সরব হয়েছে বিভিন্ন দল। ঠিক তেমনই এদিন শিলিগুড়ির প্রাণ কেন্দ্র ভেনাস মোড়ে বিক্ষোভে সরব হয় বিজেপির মহিলা মোর্চা। এদিন বিক্ষোভ সমাবেশ থেকে রাজ্য সরকারকে একহাত নেয় তারা।

দেহ সৌষ্ঠব প্রতিযোগিতা পূর্ব বর্ধমানে

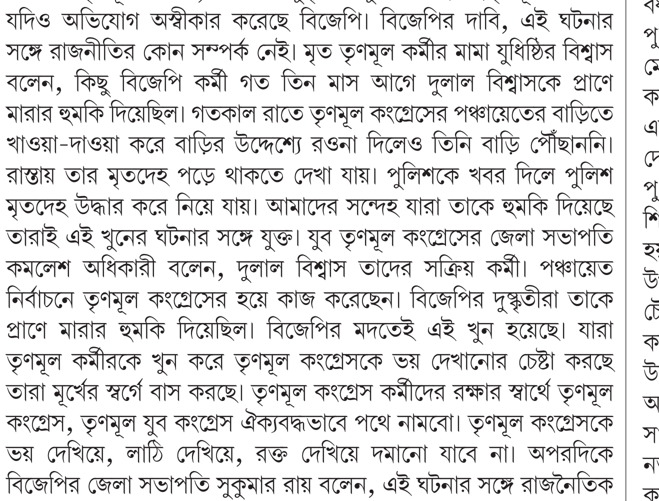

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ৭ আগস্ট ঃ পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশের সহযোগিতায় এবং ফাইন্ড (ফ্রেন্ড ইন নিড এন্ড ডিড)-এর তত্ত্বাবধানে ন্যাচারাল বডি বিল্ডিং এন্ড ট্যালেন্ট হান্ট প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হল সোমবার। বর্ধমানের টাউন হল ময়দানে আয়োজিত ওই প্রতিযোগিতাটির উদ্বোধন করেন পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশ সুপার কামনাশীষ সেন, বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়ক খোকন দাস, সরকার, প্রবেশনারি আইপিএস অফিসার শ্রীনিবাস এমপি সহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকগন। পুলিশ সুপার কামনাশীষ সেন বলেন, যারা প্রাকৃতিক উপায়ে যারা শরীর চর্চা করেন তাদের জন্যেই এই প্রতিযোগিতা। গত বছর থেকে এই প্রতিযোগিতা পূর্ব বর্ধমান জেলায় শুরু করা হয়। মূল প্রতিযোগিতাটি নভেম্বর মাসে জাতীয় স্তরে আয়োজিত হবে সংস্কৃতি লোকমঞ্চে। মূল প্রতিযোগিতাটিতে অংশগ্রহন করার জন্য এটি একটি বাছাই মূলক প্রতিযোগিতা বলা যেতে পারে। এখান থেকে সফল প্রতিযোগীরা নভেম্বরের মূল প্রতিযোগিতা এবং রাজ্যস্তরের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহন করতে পারবেন। এদিন কর্মরত পুলিশ অফিসার ও কর্মীদের সময় করে শরীর চর্চার মাধ্যমে শরীরকে ফিট রাখার আবেদন জানান। বিধায়ক খোকন দাস এদিন তার বক্তব্যে শরীর চর্চার প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরে বলেন অনেকেই শরীর চর্চা করেন। সবাই যদি শরীর চর্চা করত তাহলে এত ওষুধের আর প্রয়োজন হত না। তিনি আগামী দিনে এই ধরনের প্রতিযোগিতা আয়োজনে পাশে দাঁড়ানোর বার্তা দেন। আগামী মূল প্রতিযোগিতায় বিধায়ক নিজের পক্ষ থেকে তিনটি পুরস্কার দেবার ঘোষনা করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত না হতে পারলেও পরে ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিলেন বর্ধমান পৌরসভার পৌরপতি পরেশ চন্দ্র সরকার। তিনি শরীরচর্চার মাধ্যমে জীবনে চলার পথে নিজেদের সুস্থ রাখার কথা বলেন পাশাপাশি শরীর চর্চার গুরুত্বের কথা তুলে ধরেন। এই ধরনের প্রতিযোগিতা শরীর চর্চাকারী ব্যাক্তিদের উৎসাহ প্রদান করবে বলেও এদিন জানান তিনি। এদিন প্রায় ৩০০ জন প্রতিযোগি দেহ সৌষ্ঠব প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহন করেন। ফিট কপ চ্যালেঞ্জ, টিন এজ মেন ফিজিক্স, জুনিয়ার বডি বিল্ডিং, সিনিয়ার বডি বিল্ডিং সহ বিভিন্ন বিভাগের দেহ সৌষ্ঠব প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় এদিন।

ব্রাহ্মণদের নিয়ে দুর্গাপুজোর প্রশিক্ষণ শিবির

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ৭ আগস্ট ঃ রথযাত্রার দিন থেকেই কার্যত দুর্গাপুজোর দিন গোনা শুরু হয়ে যায় আমাদের রাজ্যে। তাই ইতিমধ্যেই বিভিন্ন দুর্গাপুজো কমিটির উদ্যোগে শুরু হয়ে গেছে খুঁটিপুজো। বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজো সুষ্ঠভাবে আয়োজন করতে হিন্দু শাস্ত্র মতে চাই একাধিক অভিজ্ঞ ব্রাহ্মণ। অথচ সামাজিক ও আর্থিক কারনে দিন দিন এই পেশা থেকে দূরে চলে যাচ্ছেন ব্রাহ্মণ সন্তানরা। ফলে অদূর ভবিষ্যতে যাতে দেবী আরাধনার জন্যে পুজারী ব্রাহ্মণের অভাব না হয় তার জন্যে জেলায় কয়েক বছর ধরেই চলছে প্রশিক্ষন শিবির। সোমবার নিখিল বঙ্গ সংস্কৃতি সেবী সমিতির পক্ষ থেকে পূর্ব বর্ধমান জেলা বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা ব্রাহ্মণ ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে দুর্গা পূজার প্রশিক্ষণ শিবিরে আয়োজন করা হয়। সোমবার থেকে শুরু হয় এই প্রশিক্ষণ শিবির যা দশ দিনব্যাপী চলবে এই প্রশিক্ষণ শিবির, যেখানে মহিলারাও এই প্রশিক্ষণ শিবিরে অংশগ্রহণ করেছেন। মোট ৩০০ জন ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করেন এই দুর্গাপুজোর প্রশিক্ষণ শিবিরে। প্রবীণ পুরোহিতরা জানান দুর্গা পুজো এমনই একটি কঠিন পুজো যে পুজোতে সমস্ত নিয়মবিধি মেনে পুজো করতে হয় তাহলে পুজো সফল হয়। কোন কিছু ভুল ত্রুটি থাকলে সেই পুজো অসফল হয়, তাই এই প্রশিক্ষণ শিবির করে শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় দুর্গাপুজোর আগে, পূর্ব বর্ধমান জেলায় বিভিন্ন গ্রাম থেকে ব্রাহ্মণরা আসেন এই প্রশিক্ষণ নিতে। এই প্রশিক্ষণ শিবিরটি চলছে বর্ধমান নতুনগঞ্জ বর্ধমানের মহারাজা বিজয় চান মহাকাবের নিজস্ব প্রতিষ্ঠিত জায়গায়। এই ১০ দিনের প্রশিক্ষণ শিবিরের আনুষ্ঠানিকভাবে শুভ সূচনা করলেন বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়ক খোকন দাস। এমনকি পুরোহিতরা জানান শুধুমাত্র ব্রাহ্মণ নয় যে সমস্ত সাধারণ মানুষ রয়েছেন তারাও এই প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন এই পুজো কিভাবে হয় তা শোনার জন্য এবং দেখার জন্য। পুজো বিষয়ে সার্বিক অভিজ্ঞতা তৈরি করা যায় এই শিবির থেকেই। আর এই উদ্যোগে খুশি দূরদূরান্ত থেকে আসা ব্রাহ্মণ পুরোহিতরা। আয়োজকদের তরফে জানানো হয়েছে অব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ সকলেই নিতে পারেন এই প্রশিক্ষণ।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — টেন্ডার

টেন্ডার নোটিস নং : এসটি-ওটি-সিগ-ইমপ্রুভমেন্ট, তারিখ ০৪.০৮.২০২৩। ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য ও পক্ষে, সিনিয়র ডিভিশনাল সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার (সিগ)/খড়গপুর-৭২১ ৩০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য নথায় উল্লিখিত তারিখে দুপুর ১২টার পূর্বে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে যেগুলি দুপুর ১২টা ৩০ মিনিটে খোলা হবে। কাজের বিবরণ : দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের খড়গপুর ডিভিশনে এসওজি ২০০৪-এর এসিএস-৩০ অনুসারে সকল সিগন্যাল-এর জন্য সিগন্যাল আইডেন্টিফিকেশন ইন্সপেকশন-এর উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে এস অ্যান্ড টি কাজের সরবরাহ, প্রতিষ্ঠা এবং স্থাপনার কাজ। টেন্ডার মূল্য : ৭০,৯৫,২১০.২৬ টাকা। প্রদেয় বায়না অর্থ : ১,৮১,৫০০ টাকা। টেন্ডার নথির মূল্য : শূন্য। খোলার তারিখ : ০৪.০৯.২০২৩। সম্পূর্ণ করার মেয়াদ : ৯ মাস। দাখিল করার তারিখ : ০৪.০৯.২০২৩ তারিখ দুপুর ১২টা পর্যন্ত। আগ্রহী টেন্ডারদাতাগণ টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিশদ/বিবরণ/নির্দিষ্টকরণ-এর জন্য এবং অনলাইনে তাঁদের দরপত্র দাখিল করতে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট দেখতে পারেন। এই কাজের ক্ষেত্রে কোনো অবস্থাতেই হাতেহাতে দাখিল করা টেন্ডার গৃহীত হবে না। (PR-481)

ন্যাশনাল কোম্পানি ল' ট্রাইবুনাল, চেন্নাই সমীপে
আইএ/৯৪৬(চে)/২০২৩
ইন
সিপি/৫৫৯/আইবি/২০১৭
বিষয়বস্তু মে. ইনাস্ত্রা টেকনলজিস প্রাইভেট লিমিটেড
মে. ইনাস্ত্রা টেকনলজিস প্রাইভেট লিমিটেড
তরলীকারক দ্বারা উপস্থাপিত
এস.কানন............আবেদনকারী/তরলীকারক
-বনাম-
১. যোগেন্দ্র ভাসুপাল
পূর্বতন ম্যানেজিং ডিরেক্টর
৪/৪২০, ৬ সাউথ ক্রস স্ট্রিট, কাপালেশ্বরার নগর, নিলানকারাই, চেন্নাই-৬০০০৪১।
২. সচিত সিংঘি, পূর্বতন ডিরেক্টর
৮৩৪, সঙ্গম অ্যাপার্টমেন্টস, ১৫৯, বেরাকাহ রোড, কিলপাউক, চেন্নাই-৬০০০১০।
৩. অবিনাশ বাজাজ, পূর্বতন ডিরেক্টর
ফ্ল্যাট নং. ৪, ৪ ফ্লোর, সংঘি হাউস, ৯৪, নিপিয়েন সি রোড, মুম্বই ৪০০০২৬।
৪. রাজিন্দর বেঙ্কটরাজন বলরামন, পূর্বতন ডিরেক্টর
৪৩১, জোসভিলে, ৬ পিটার ডায়াস রোড, বান্দ্রা ওয়েস্ট, মুম্বই-৪০০০৫০।
৫. অনুপ কুমার গুপ্তা, পূর্বতন ডিরেক্টর
বি-১২০২, ১২ ফ্লোর, রাহেজা আটলান্টিয়াস, জি কে মার্গ, লোয়ার প্যারেল, মুম্বই-৪০০০১৩।
৬. রায় এন্টারপ্রাইজেস,
নং. ৩, মুন্সি সদরউদ্দিন লেন, ৩য় ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০০৭।
.......প্রতিপক্ষ

নোটিস

দয়াকরে লক্ষ্য করবেন যে উপরোক্ত আইএ/৯৪৬(চে)/২০২৩ আইএন সিপি/৫৫৯/আইবি/২০১৭ পূর্ন করা হয়েছে অধীন সেকশান ৬৬(১) ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি কোড ২০১৬ এবং সঙ্গে পঠিত রুল ১১ এনসিএলটি রুলস ২০১৬ মাননীয় ট্রাইবুনাল সমীপে, শুনানির জন্য আনীত হয়েছে গত ২৭.০৭.২০২৩ তারিখে এবং সেই শুনানিতে ষষ্ঠ প্রতিপক্ষের তরফ থেকে কোন প্রতিনিধি উপস্থিত হননি, মাননীয় ট্রাইবুনাল মামলাটি ২৮.০৮.২০২৩ সকাল ১০.৩০ ঘটিকা পর্যন্ত মামলাটি স্থগিত করেছেন এবং আবেদনকারীকে নির্দেশ দিয়েছেন একটি পাবলিক নোটিস জারি করতে পরবর্তী শুনানির জন্য জানান দিতে ৬ষ্ঠ প্রতিপক্ষকে জন সূচনার মাধ্যমে এবং সেই সূত্র অনুসারে এই পাবলিক নোটিস জারি করা হল। ৬ষ্ঠ প্রতিপক্ষকে সেক্ষেত্রে হাজির থাকতে হবে উপরোক্ত মাননীয় ট্রাইবুনালে আগামী ২৮.০৮.২০২৩ তারিখ সকাল ১০.৩০ ঘটিকায়, তাহাতে ব্যর্থ হলে তাহাদের অনুপস্থিতিতে মামলাটির শুনানি হইবে।
তারিখ : ২৭.০৭.২০২৩
ডি. মনিভান্নান,
ফোন ৯৬৬৪৪৭৬০০০
আবেদনকারীর অ্যাডভোকেট
নিউ নং.১, গ্রাউন্ড ফ্লোর, দ্বিতীয় লেন, ডে রাস্তা রোড, আলওয়ারপেট, চেন্নাই-৬০০০১৮।

শ্যামা ইনফোসিস লিমিটেড
CIN : L24235MH1996PLC057150
রেজি. অফিস ঃ ৩য় ফ্লোর, প্লট নং. ৩৯৫/ ৯৭, রুইয়া বিল্ডিং, কলবাদেবী, মুম্বই-৪০০০০২
টেলি নং.ঃ (০৩৩) ২২৪২০৭৫১
ই-মেলঃ shyamainfosys57@gmail.com, ওয়েবসাইটঃ www.shyamainfosys.co.in

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত করা যায় যে অনুসারী ধারা ২৯ সঙ্গে পঠিত ধারা ৪৭ সেবি (লিস্টিং অব্লিগেশান অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) ধারা, ২০১৫ কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টরদের সভা অনুষ্ঠিত হবে সোমবার, ১৪ আগস্ট, ২০২৩ (ভিডিও কনফারেন্সিং মাধ্যমে) বিবেচনা এবং রেকর্ড গ্রহণ অ-নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল ত্রৈমাসিক সমাপ্তে ৩০ জুন, ২০২৩।
আরও 'কোড অফ কণ্ডাক্ট' অনুসারে যা সজ্জিত অধীন সেবি (পিআইটি) ধারা, ২০১৫ ট্রেডিং উইন্ডো ইতিমধ্যে বন্ধ হয়েছে ডিরেক্টর, প্রশাসনিক আধিকারিক, সংযুক্ত ব্যক্তিবর্গ এবং পদাধিকারীদের জন্য কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ার ট্রেডিংয়ে ১ জুলাই, ২০২৩ থেকে এবং বন্ধ থাকবে ৪৮ ঘন্টা পর্যন্ত কোম্পানির নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল ঘোষিত হওয়া পর্যন্ত ত্রৈমাসিক সমাপ্তে ৩০ জুন, ২০২৩।
শ্যামা ইনফোসিস লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা /-
সমীর বিশ্বাস
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
DIN : 07834469
স্থান ঃ মুম্বই
তারিখ ঃ ০৭.০৮.২০২৩

ন্যাশনাল কোম্পানি ল' ট্রাইবুনাল, চেন্নাই বেঞ্চ-১ সমীপে
আইএ/৯৪৫(চে)/২০২৩
ইন
সিপি/৫৫৯/আইবি/২০১৭
বিষয়বস্তু মে. ইনাস্ত্রা টেকনলজিস প্রাইভেট লিমিটেড
মে. ইনাস্ত্রা টেকনলজিস প্রাইভেট লিমিটেড
তরলীকারক দ্বারা উপস্থাপিত
এস.কানন............আবেদনকারী/তরলীকারক
-বনাম-
১. যোগেন্দ্র ভাসুপাল
পূর্বতন ম্যানেজিং ডিরেক্টর
৪/৪২০, ৬ সাউথ ক্রস স্ট্রিট, কাপালেশ্বরার নগর, নিলানকারাই, চেন্নাই-৬০০০৪১।
২. সচিত সিংঘি, পূর্বতন ডিরেক্টর
৮৩৪, সঙ্গম অ্যাপার্টমেন্টস, ১৫৯, বেরাকাহ রোড, কিলপাউক, চেন্নাই-৬০০০১০।
৩. অবিনাশ বাজাজ, পূর্বতন ডিরেক্টর
ফ্ল্যাট নং. ৪, ৪ ফ্লোর, সংঘি হাউস, ৯৪, নিপিয়েন সি রোড, মুম্বই ৪০০০২৬।
৪. রাজিন্দর বেঙ্কটরাজন বলরামন, পূর্বতন ডিরেক্টর
৪৩১, জোসভিলে, ৬ পিটার ডায়াস রোড, বান্দ্রা ওয়েস্ট, মুম্বই-৪০০০৫০।
৫. অনুপ কুমার গুপ্তা, পূর্বতন ডিরেক্টর
বি-১২০২, ১২ ফ্লোর, রাহেজা আটলান্টিয়াস, জি কে মার্গ, লোয়ার প্যারেল, মুম্বই-৪০০০১৩।
৬. শ্রী শ্যাম ট্রেডিং কোম্পানি
নং. ১৯সি, মুক্তা রাম বাবু স্ট্রিট, ১ম ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০০৭।
ফোন ঃ ৮৬৯৭১৭৫৬৩৬।
E-mail : abhishekjain0881@gmail.com
.......প্রতিপক্ষ

নোটিস

দয়াকরে লক্ষ্য করবেন যে উপরোক্ত আইএ/৯৪৫/(চে)/২০২৩ আইএন সিপি/৫৫৯/আইবি/২০১৭ পূর্ন করা হয়েছে অধীন সেকশান ৬৬(১) ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি কোড ২০১৬ এবং সঙ্গে পঠিত রুল ১১ এনসিএলটি রুলস ২০১৬ মাননীয় ট্রাইবুনাল সমীপে, শুনানির জন্য আনীত হয়েছে গত ২৭.০৭.২০২৩ তারিখে এবং সেই শুনানিতে ষষ্ঠ প্রতিপক্ষের তরফ থেকে কোন প্রতিনিধি উপস্থিত হননি, মাননীয় ট্রাইবুনাল মামলাটি ২৮.০৮.২০২৩ সকাল ১০.৩০ ঘটিকা পর্যন্ত মামলাটি স্থগিত করেছেন এবং আবেদনকারীকে নির্দেশ দিয়েছেন একটি পাবলিক নোটিস জারি করতে পরবর্তী শুনানির জন্য জানান দিতে ৬ষ্ঠ প্রতিপক্ষকে জন সূচনার মাধ্যমে এবং সেই সূত্র অনুসারে এই পাবলিক নোটিস জারি করা হল। ৬ষ্ঠ প্রতিপক্ষকে সেক্ষেত্রে হাজির থাকতে হবে উপরোক্ত মাননীয় ট্রাইবুনালে আগামী ২৮.০৮.২০২৩ তারিখ সকাল ১০.৩০ ঘটিকায়, তাহাতে ব্যর্থ হলে তাহাদের অনুপস্থিতিতে মামলাটির শুনানি হইবে।
তারিখ : ২৭.০৭.২০২৩
ডি. মনিভান্নান,
ফোন : ৯৬৬৪৪৭৬০০০
আবেদনকারীর অ্যাডভোকেট
নিউ নং.১, গ্রাউন্ড ফ্লোর, দ্বিতীয় লেন, ডে রাস্তা রোড, আলওয়ারপেট, চেন্নাই-৬০০০১৮।

ABRIDGE OFFLINE SHORT TENDER NOTICE
SNIT No.-EE/MID/SNIT-03/2023-24
The Exe. Engg., Malda Irrigation Divn., Green Park, Malda invites Offline Short Notice Tender. Last Date of application **11/08/2023** & Time **up to 12.00 PM.** Details may be had from the office of undersigned. For details visit the site **http://www.wbiwd.gov.in**
Sd/- Executive Engineer
Malda Irrigation Division
Green Park, Malda

সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন

এতদ্বারা সূচিত করা যায় যে শেয়ার শংসাপত্র নং. ১২৯১১ এবং ৭৯১২০ যা হল ৮৮০ এবং ৪৪০ সাধারণ শেয়ার প্রতিটির স্বতন্ত্র নং. ২৩৬৭৯৮৭১-২৩৬৮০৭৫০ এবং ২৫১৫২৬৮০০৬-২৫১৫২৬৮৪৪৫ আইটিসি লিমিটেড-এর যা রয়েছে শেওয়াক ডেন্বলা এবং তনুজা ডেন্বলা নামে যার ফোলিও নং ঃ ০৪ / ১৮০১৩ যা হারিয়ে / চুরি গিয়েছে এবং একটি আবেদন করা হয়েছে নকল শংসাপত্র প্রদান করার জন্য যার আবেদন করা হয়েছে কোম্পানির ইনভেস্টর সার্ভিসেস সেন্টার, আইটিসি লিমিটেড, ৩৭, জে.এল. নেহেরু রোড, কলকাতা-৭০০০৭১ ঠিকানায়। যদি কারোর কোন আপত্তি, বা কিছু থাকে এই বিষয়ে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে তা অবশ্যই জানাতে হবে। সাধারণকে সতর্ক করা হচ্ছে এই শেয়ার নিয়ে কোনরকম লেনদেন না করার।
তারিখ ঃ ০৮.০৮.২০২৩
স্থান ঃ কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ

e-Tender Notice
P.O-cum-DWO, BCW & TD, Purulia invites e-tender of 2023-24.

NIT NO.	Tender Id	End date
NIT- 3(e) (2nd Call)	2023_DM_554876_1	16.08.2023
NIT- 4(e)	2023_DM_555151_1 2023_DM_555151_2 2023_DM_555151_3	22.08.2023

Details may be seen on website **http://wbtenders.gov.in**
Sd/-P.O-cum-D.W.O.
B.C.W, Purulia

OFFICE OF THEBLOCK DEVELOPMENT OFFICER
At-Kotshila, PO-Jiudaru, PS-Kotshila, Dist.-Purulia, 723213
Memo. No. 1837/BDO/JLD-II, Dated: 03/08/2023
Notice
Block Development Officer, Jhalda-II Development Block invites E-tender as follows: **NIeT No.-1(e)/BDO/JLD-II/2023-24 dt 03.08.2023,** for 30 nos. scheme **(Tender ID 2023_DM_554368_1 to 2023_DM_554368_30)** within the jurisdiction of Jhalda-II Development Block. Last Date of tender submission is **19.08.2023up to 5-00 pm** respectively. Details may be obtained from website: **https://wbtenders.gov.in**
Sd/-Block Development Officer
Jhalda-II Development Block

Office of the Domjur Panchayat Samity
TENDER NOTICE
Digitally signed and encrypted Tender is invited from the eligible Bidder for online submission for **tender no: WBHZP/DPS/E-26/2023-2024, DATES: 04/08/23** at Domjur Panchayat Samity under Howrah West Bengal at Domjur Block under Howrah WB. Last date for the online receipt of Tender is **19/08/23.** Detail will be available at the website: **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Executive Officer
Domjur Panchayat Samity

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e - TENDER
ABRIDGED NIT
Controlling Officer/EWS invites e-Tender for the under mentioned works:
(1) NIT No.: EWS/FBS/ET04/23-24
Name of the Work: **Cleaning of Scrap Material from FBS-I. Outdoor Unit and Paint Section adjacent area under EWS and disposing the same at Condemn Yard under Supply Deptt. of KMC;** Estimated Cost: **Rs. 2,21,613.00** (including CESS); Earnest Money: **Rs. 4,432.00;**
(2) NIT No.: EWS/FBS/ET03/23-24
Name of the Work: **Re: Maintenance for the Machineries at Fabrication Shop-I under EWS;** Estimated Cost: **Rs. 1,51,998.00** (including CESS); Earnest Money: **Rs. 3,100.00;** Last Date & Time of submission of Bid (online): **24.08.2023 at 12.30 p.m.** (for Sl. no. 1 & 2); The bid forms and other details are available on and from **05.08.2023 at 4.30 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. no. 1 & 2).
The Director General (Mech.)/Roads, KMC invites tender online two bid system for following works:
(1) NIT No.: KMC/ASPH/GG/E-01/2023-24
Name of the Work: **Continuation of operation of the PLC operated Maruti Hot Mix Plant No. 2 at Asphaltum Goragacha;** Estimated Cost: **Rs. 3,76,710.00;** Earnest Money: **Rs. 7,600.00 ;** Period of Completion : **180 Days;** Last Date & Time of submission of Bid : **21.08.2023 at 1 p.m.;** Bid opening date for Technical Proposal : **23.08.2023 at 1.30 p.m.;** The bid forms and other details are available on and from **10.08.2023 at 4 p.m.** from the website **https://wbtenders.gov.in;**
(2) NIT No.: KMC/DG(M)/ASP/GG/M-05/2023-24
Name of the Work: **Continuation of contractual operation of Departmental Payloader under Asphaltum Goragacha;** Estimated Cost: **Rs. 4,93,430.00;** Earnest Money: **Rs. 10,000.00 ;** Period of Completion : **270 Days;** Last Date & Time of submission of Bid : **21.08.2023 at 12 noon;** Bid opening date for Technical Proposal : **23.08.2023 at 1 p.m.;** The bid forms and other details are available on and from **11.08.2023 at 5 p.m.** from the website **https://wbtenders.gov.in;**
(3) NIT No.: KMC/DG(M)/ASP/GG/M-04/2023-24
Name of the Work: **Engagement of movable type loader on hire basis for different work under Asphaltum Goragacha;** Estimated Cost: **Rs. 4,92,330.00;** Earnest Money: **Rs. 10,000.00 ;** Period of Completion : **90 Days;** Last Date & Time of submission of Bid: **21.08.2023 at 1 p.m.;** Bid opening date for Technical Proposal: **23.08.2023 at 2 p.m.;** The bid forms and other details are available on and from **10.08.2023 at 5 p.m.** from the website **https://wbtenders.gov.in;**
The Dy. Ch. Eng. (Parks & Squares), KMC invites quotation online percentage rate two bid system for the following works:
(1) NIT No.: KMC/DYCE(PS)/VIII/68/2/23-24 (1st Call)
Name of the Work: **Construction of a pedestal for installation of statue of Late Subrata Mukherjee, Ex Mayor, KMC & Honourable M.I.C, WB Govt at Ekdalia Childrens Park in Ward no. 68, Borough-VIII;** Estimated Cost: **Rs. 2,11,621.00;** Earnest Money: **Rs. 4,400.00;** Period of Completion : **30 Days;**
(2) NIT No.: KMC/DYCE(PS)/VIII/85/2/23-24 (1st Call)
Name of the Work: **Renovation of road side garden at 17F/1B & 26B, Monoharpukur Road in Ward no. 85, Borough-VIII;** Estimated Cost: **Rs. 1,22,462.35;** Earnest Money: **Rs. 2,500.00;** Period of Completion : **30 Days;** Last Date & Time of submission of Bid : **17.08.2023 at 1 p.m.** (for Sl. no. 1 & 2); The bid forms and other details are available on and from **08.08.2023 at 10 a.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. no. 1 & 2).
543/23-24

KABIRDAS INVESTMENTS LIMITED
(CIN : L65993WB1974PLC157598)
REGD. OFFICE : UNIT NO 3B, 5TH FLOOR ,7, CAMAC STREET, AZIMGANJ HOUSE,KOLKATA-700017
Phone No. : (033) 2282-5513,
E-MAIL: kilgroup2010@gmail.com ; Website: www.kabirdasinvestmentslimited.com
UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30.06.2023
(Rs. in Lacs except EPS)

Sl. No	Particulars	STANDALONE			CONSOLIDATED		
		Quarter Ended 30.06.2023 Unaudited	Year Ended 31.03.2023 Audited	Quarter Ended 30.06.2022 Unaudited	Quarter Ended 30.06.2023 Unaudited	Year Ended 31.03.2023 Audited	Quarter Ended 30.06.2022 Unaudited
1	Total Income from Operations	2.55	22.28	(6.47)	2.55	22.28	(6.47)
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary items #)	(14.73)	(38.95)	(15.85)	(14.73)	(38.95)	(15.85)
3	Net Profit / (Loss) for the period before Tax(after Exceptional and / or Extraordinary items #)	(14.73)	(38.95)	(15.85)	(14.73)	(38.95)	(15.85)
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and / or Extraordinary items #)	(14.73)	(56.53)	(15.85)	(14.73)	(56.53)	(15.85)
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after Tax)]	284.53	(5.09)	(105.02)	284.53	(5.28)	(105.02)
6	Equity Share Capital	39.57	39.57	39.57	39.57	39.57	39.57
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	1,404.43	-	-	1,399.54	-
8	Earning Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)** - Basic :	(0.37)	(1.43)	(0.40)	(0.37)	(1.43)	(0.40)
	Diluted :	(0.37)	(1.43)	(0.40)	(0.37)	(1.43)	(0.40)

Note:
1 The above is an extract of the detailed format of Standalone and consolidated audited Financial Results for the quarter ended 30th June, 2023 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the aforesaid Unaudited quarterly Financial Results are available on the website of MSEI (www.msei.in) and on the Company's website (www.kabirdasinvestments.com)
2 These unaudited financial results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 7th August, 2023.
3 Figures for the previous periods have been regrouped and reclassified to conform to the classification of the current period, wherever considered necessary.

By Order of the Board of Directors
For Kabirdas Invesments Ltd.
Sd/-
Zubin Dipak Mehta
Director
DIN : 06558255
Place: Kolkata
Date : 7th August, 2023

বিজ্ঞান ও পরিবেশ

প্রায় ৫০ বছর ধরে নিখোঁজ মহাকাশযানের সঙ্গে যোগাযোগ হল নাসা

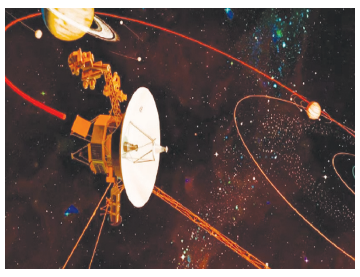

হারিয়ে গিয়েছিল ভয়েজার-টু মহাকাশযান। অবশেষে তার সঙ্গে যোগাযোগ করা গেল। মহাকাশে নানা প্রতিবন্ধকতায় স্তর সে পেরিয়েছে। এর আগেও অবশ্য অনেক যুদ্ধ জয় করেছে ভয়েজার-টু। এর আগে সে বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস ও নেপচুন ভ্রমণ করে ফেলেছে! মাসখানেক আগে এ হেন বিরল মানের মহাকাশযানের সঙ্গে সবরকম যোগাযোগ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল মার্কিন মহাকাশ সংস্থা 'নাসা'র। অবশেষে ৪৬ বছর বয়স্ক মহাকাশযানটির সঙ্গে যোগাযোগ তৈরি করতে সক্ষম হলেন বিজ্ঞানীরা। বলা হচ্ছে, প্রত্যাশিত সময়ের আগেই নতুন করে যোগাযোগ স্থাপন সম্ভব হয়েছে যানটির সঙ্গে। নাসা জানিয়েছে, গত মঙ্গলবার ভয়েজার-টু মহাকাশযান থেকে পাঠানো সংকেত ধরতে পেরেছেন বিজ্ঞানীরা। এর আগে, গত মাসে যানটিকে আসলে একটি ভুল নির্দেশ পাঠানো হয়েছিল। ফলে সে সাড়া দেয়নি। ইতিমধ্যে সেটি অবস্থান বদলও করে ফেলে। ফলে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় যোগাযোগ। এখন ভয়েজার-টু-এর অ্যান্টেনা পৃথিবীর দিকে ফিরেছে বলে জানা গিয়েছে। বিজ্ঞানীরা আশা করছিলেন, আগামী অক্টোবর মাস নাগাদ ভয়েজার-টু-র সঙ্গে নতুন করে যোগাযোগ স্থাপন করা সম্ভব হতে পারে। তবে আশার কথা, এর মাসদুয়েক আগেই সফল হলেন বিজ্ঞানীরা। প্রসঙ্গত, এর আগে ভয়েজার-টু মহাকাশযান বৃহস্পতি (১৯৭৯), শনি (১৯৮১), ইউরেনাস (১৯৮১) ও নেপচুন (১৯৮৯) ভ্রমণ সেরে ফেলেছে!

প্রথম চাঁদ দর্শন চন্দ্রযান ৩-এর ভিডিও প্রকাশ করল ইসরো

স্বপ্নের আরও কাছে ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরোর তৈরি চন্দ্রযান ৩। চন্দ্রপৃষ্ঠে পা রাখতে এখনও অপেক্ষা। তবে তার আগেই এবার চাঁদের দর্শন করা হয়ে গেল। আর সেই দৃশ্যই রবিবার সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করা হল ইসরোর তরফে। চন্দ্রযান-৩-এর ক্যামেরায় বর্তমানে চাঁদের রূপ ঠিক কেমন? সেটাই এবার প্রকাশ্যে এল। ৪৫ সেকেন্ডের একটি ভিডিও পোস্ট করেছে ইসরো। সেখানেই দেখা যাচ্ছে, ধূসর গোলকের মতো দেখাচ্ছে চাঁদকে। এতবড়ো খেবড়ো চন্দ্রপৃষ্ঠ। বেশ স্পষ্ট বৃহদাকার গহ্বরগুলিও। এক্স হ্যান্ডেলে (টুইটারের বর্তমান নাম) ভিডিও প্রকাশ করে ইসরো লিখেছে, ৫ আগস্ট চাঁদের কক্ষপথে ঢোকার সময় চন্দ্রযান-৩ মহাকাশযান থেকে এমনটাই দেখাচ্ছিল চাঁদকে। শনিবার সন্ধ্যায় পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে 'চাঁদের দেশে' ঢুকে পড়েছিল মহাকাশযানটি। ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থাকে সুখবর জানিয়ে বার্তাও পাঠিয়েছিল চন্দ্রযান। জানায়, চাঁদের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি অনুভব করতে পারছে। তখনই এই দৃশ্য ক্যামেরাবন্দি করা হয়েছিল। যা রবিবার প্রকাশ করল ইসরো। উল্লেখ্য, গত ১৪ জুলাই শ্রীহরিকোটার সতীশ ধাওয়ান স্পেস সেন্টার থেকে রওনা দিয়েছিল তৃতীয় চন্দ্রযান। তার পর থেকে এখনও পর্যন্ত যাত্রার প্রতিটি ধাপ সে সফলভাবে পেরিয়েছে। তবে সবচেয়ে বড় পরীক্ষা প্রজ্ঞানকে নিরাপদে চাঁদে নামানো। এর জন্য প্রথমে মহাকাশযানের গতি ধাপে ধাপে কমিয়ে আনা হবে। যাকে বলা হয় লুনার বাউন্ড ম্যানুভার নাম্বার বা LBN। এর পর শুরু হবে ল্যান্ডার মডিউলের কাজ। তার জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন ছিল চাঁদের কক্ষপথে প্রবেশ। বহু প্রতিক্ষিত সেই কাজ সফল সম্পূর্ণ করেছে ভারতের মহাকাশযান।

জলঙ্গি নদীতে মাছের মড়ক, চিন্তায় মৎস্যজীবীরা

জলঙ্গি নদীতে ভেসে উঠছে প্রচুর ছোট-বড় মরা মাছ। ঝাঁকে ঝাঁকে মাছের মৃত্যু এবং জলে দুর্গন্ধের জেরে চিন্তায় পড়েছে মৎস্যজীবীরা। শুধু তারাই নন, আমজনতার চিন্তার শেষ নেই। তেহট্টের বিভিন্ন এলাকায় উঠে এল এমনই চিত্র। নদীতে অত্যধিক জলদূষণের কারণেই এই মাছ মড়ক বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। বিশেষ সূত্রে জানা গিয়েছে, তেহট্ট, হাঁসপুকুরিয়া, তারানগর, নিশ্চিন্তপুর-সহ একাধিক এলাকায় মাছ মারার খবর পাওয়া গিয়েছে। মাছের মধ্যে ফলুই, ট্যাংরা, পুঁটি, বাটা, কাতলার মতো বড় মাছেরও মৃত্যু হচ্ছে। তবে অনেক ক্ষেত্রে মৎস্যজীবীদেরও অসচেতনতা ধরা পরেছে। হাঁসপুকুরিয়া এলাকায় বেশ কিছু ব্যক্তি জানিয়েছেন, নদীর এই অবস্থা দেখে বাইরে থেকে বহু মৎস্যজীবীরা এসে নদীতে মাছ ভেসে ওঠার কোনও ট্যাবলেট ফেলেছিল। এতে করেও বহু মাছ মারা গেছে বলেও অভিযোগ। কোনও সদর্থক ভূমিকা নিতে যায়নি মৎস্য বিভাগ, সেচ বিভাগ বা প্রশাসনকে। আর এর জন্য একদিকে যেমন নদীর স্বাস্থ্য হানি হচ্ছে, তেমন ভাবে মাছেরও ক্ষতি হচ্ছে। নদীয়া ও মুর্শিদাবাদ জেলাকে বিভক্ত করেছে এই জলঙ্গী নদী। এই জলঙ্গী নদীর উপরেই নির্ভর করে কয়েক হাজার মৎস্যজীবী পরিবার। নদীতে মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করেন তাঁরা। জমিতে সেচের ব্যবস্থা চলে এই নদীর জল থেকে। তবে সদ্য দেখা যাচ্ছে জলঙ্গী নদীতে একের পর এক মারা যাচ্ছে মাছ মরে ভেসে উঠছে নদীর জলে। এলাকার মানুষদের অভিযোগ, এবছর তেহট্ট মহকুমার সমস্ত এলাকায় অনাবৃষ্টির কারণে খাল, বিল ও পুকুরগুলিতে জল নেই। ফলে নদীতেই পাট পচাতে জাঁক দিচ্ছেন চাষিরা। এছাড়াও জলঙ্গী নদীর তীরবর্তী বিভিন্ন এলাকা থেকে দূষিত জল নামছে নদীতে, যার কারণে ঘটছে জলদূষণ। আর এই জল দূষণ থেকেই একের পর এক মাছ মারা যাওয়ার মতো ঘটনা ঘটছে বলে অভিযোগ অনেকেরই।

এক আবিষ্কারেই ম্যালেরিয়া নির্মূলের ফর্মূলা

বিজ্ঞানীরা ব্যাকটেরিয়ার এমন একটি স্ট্রেইন বা ধরন খুঁজে পেয়েছেন- যেটি মশা থেকে মানুষের শরীরে ম্যালেরিয়া জীবাণুর সংক্রমণ ঠেকাতে সক্ষম। হঠাৎ করেই ব্যাকটেরিয়ার এই স্ট্রেইনটি তারা আবিষ্কার করেছেন। ল্যাবরেটরিতে সংরক্ষিত এক ঝাঁক মশার ভেতর ম্যালেরিয়ার জীবাণু তৈরি কেন বন্ধ হয়ে গেল- তার কারণ খুঁজতে গিয়ে ব্যাকটেরিয়ার এই ধরনটির সন্ধান পান বিজ্ঞানীদের একটি দল। গবেষকরা বলছেন, খুঁজে পাওয়া নতুন ধরণের এই ব্যাকটেরিয়া- যেটি স্বাভাবিক প্রাকৃতিক পরিবেশে বিরাজ করে- বিশ্বের অন্যতম প্রাচীন এই প্রাণঘাতী রোগের মোকাবেলায় নতুন একটি অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। এখনো বিশ্বে প্রতি বছর ম্যালেরিয়ায় ছয় লাখ লোকের প্রাণহানি হয়।নতুন আবিষ্কৃত এই ব্যাকটেরিয়ার প্রয়োগে ম্যালেরিয়া প্রতিরোধের ট্রায়াল বা

পরীক্ষা এরই মধ্যে শুরু হয়ে গেছে। স্পেনে ওষুধ কোম্পানি জিএসকের পরিচালিত একটি গবেষণাগারে বিজ্ঞানীরা হঠাৎ করে আবিষ্কার করেন যে একটি ওষুধ তৈরির গবেষণার প্রয়োজনে আটকে রাখা এক ঝাঁক মশার শরীরে ম্যালেরিয়ার জীবাণু তৈরি হচ্ছে না। ড. জ্যানেট রডরিগস্, যিনি জিএসকের ঐ ওষুধ তৈরির গবেষণায় নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন, তিনি বলেন, আমরা দেখলাম মশার ওই কলোনিতে সংক্রমণ (ম্যালেরিয়া জীবাণুর) কমতে শুরু করেছে এবং বছরের শেষ নাগাদ দেখা গেল তাদের মধ্যে ম্যালেরিয়া জীবাণুর সংক্রমণ একদম শূন্যে পৌঁছে গেছে। বিজ্ঞানীদের ওই দলটি ২০১৪ সালের তাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্যাম্পল বা নমুনা ডিপ-ফ্রিজে সংরক্ষণ করে রাখেন। এর দুই বছর পর সেই নমুনায় কি ঘটলো তা খুঁটিয়ে দেখেন। এরপর আরো কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষায় বিজ্ঞানীরা দেখনে নতুন খুঁজে পাওয়া ওই ব্যাকটেরিয়া- যেটিতে তারা নাম দিয়েছেন টিসি-ওয়ান এবং যেটি স্বাভাবিক প্রাকৃতিক পরিবেশেই অবস্থান করছে- মশার অন্ত্রনালীতে ম্যালেরিয়ার জীবাণু তৈরির প্রক্রিয়া বন্ধ করে দিয়েছে। ড. রডরিগস্ বলেন, এটি (টিসি-ওয়ান ব্যাকটেরিয়া) কোনো মশার শরীরে ঢুকলে মশার জীবনচক্রের পুরোটা সময় ধরেই সক্রিয় থাকছে ও আমরা প্রমাণ পেয়েছি যে ওই ব্যাকটেরিয়াই ওই মশাগুলোর দেহে সংক্রমণ কমানোর পেছনে কাজ করেছে। বিজ্ঞানবিষয়ক সাময়িকী সায়েন্স জার্নালে প্রকাশিত নতুন তথ্যে এই সংবাদ জানা যায়।

হারিয়ে যাওয়া মোবাইল পুনরুদ্ধার করে যাত্রীকে ফিরিয়ে দিল আরপিএফ

কলকাতা, ৭ আগস্ট ঃ ০৩.০৮.২০২৩ তারিখে প্রায় ১৮,৫০ টায়, রবীন্দ্র সদন মেট্রো স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে একজন অন-ডিউটি আরপিএফ কর্মীরা একটি মোবাইল ফোন খুঁজে পান। এই ফোনের কোনো দাবিদার খুঁজে না পেয়ে এবং যথাযথ নিরাপত্তা পরীক্ষা করার পর, তিনি এটি স্টেশন মাস্টারের অফিসে জমা দেন। তারপরে, স্টেশন মাস্টার বারবার ঘোষণা দিয়ে ফোনের মালিককে স্টেশন মাস্টারের অফিস থেকে সংগ্রহ করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন এবং একটি নিয়ন্ত্রণ বার্তাও সমস্ত স্টেশনে জানানো হয়েছিল। মাঝে মাঝে, একজন যাত্রী স্টেশন মাস্টারের অফিসে এসে ফোনটির মালিকানা দাবি করেন। যথাযথ যাচাই-বাছাই এবং সমস্ত আনুষ্ঠানিকতা মেনে চলার পর, ফোনটি তার হাতে তুলে দেওয়া হয়। তিনি তার হারিয়ে যাওয়া ফোন পুনরুদ্ধার করতে সাহায্য করার জন্য মেট্রো রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

শিব মন্দিরের ছাদ ধসে কিশোরের মৃত্যু

আগ্রা, ৭ আগস্ট ঃ উত্তর প্রদেশের শাহগঞ্জ থানা এলাকায় শিব মন্দিরে পুজোর সময় মন্দির প্রাঙ্গণের নির্মিত কক্ষের ছাদ ধসে পড়ে। দুর্ঘটনায় এক কিশোরীর মৃত্যু হয়েছে এবং বহু মানুষ ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়েছে। পুলিশ ধ্বংসাবশেষ সরিয়ে তার নিচে চাপা পড়ে থাকা আহতদের হাসপাতালে নিয়ে যায়। শ্রাবণ মাসের পঞ্চম সোমবার শিব মন্দিরে ভক্তদের ভিড় ছিল। শাহগঞ্জ এলাকার রাজাই গাহী শিব মন্দিরে পুজো করছিলেন ভক্তরা। এই মন্দির কমপ্লেক্সে নির্মিত বাড়ির ছাদ ধসে পড়ে বহু মানুষ ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়েছে। স্থানীয় লোকজন পুলিশকে খবর দিয়ে ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়া লোকজনকে বের করে আনতে শুরু করে। গুরুতর আহত পাঁচ মহিলা ও জ্যোতি নামের এক কিশোরকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। চিকিৎসাধীন অবস্থায় ওই কিশোরকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। স্টেশন ইনচার্জ জানান, আঞ্চলিক লোকজনের জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায়, বৃষ্টির কারণে মন্দিরের ছাদ দুর্বল হয়ে পড়েছিল, যার কারণে এই ঘটনা ঘটেছে। আহতদের উন্নত চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

Name Change
I, SURESH AGARWAL (old name) S/O PRAKASH CHAND AGARWAL Presently residing at 6, Thakur Bari Road, Kalighat, Kolkata-700026 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) SURESH KUMAR AGARWAL, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 07/08/2023. SURESH AGARWAL and SURESH KUMAR AGARWAL all are same and identical persons.

Name Change
I, Debajyoti Pal Chaudhury (old name) S/O Bimal Kumar Pal Chaudhuri Presently residing at 5 a, a pai road kamarhati belgharia West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Debajyoti Pal Chawdhury, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 07/08/2023. Debajyoti Pal Chaudhury and Debajyoti Pal Chawdhury all are same and identical persons.

Name Change
I, SHAIK SAFIKUL ISALM (old name) S/O SK ALAUDDIN Presently residing at Y-296, KHALDARI ROAD, PO BARTALA, KOLKATA- 700018 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) SHAIK SAFIKUL ISLAM, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 07/08/2023. SHAIK SAFIKUL ISALM and SHAIK SAFIKUL ISLAM both are same and one identical person.

Name Change
I, MOSES ARUNSINGH SUNDERSINGH RAJAPANDIAN (old name) S/O SUNDERSINGH RAJAPANDIAN Presently residing at A0402, Block-A, Sunny Fort Street No-622, Near Eco Urban Village, Action Area-II, Newtown, Kolkata-700161, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) MOSES ARUN SINGH, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 05/08/2023. MOSES ARUNSINGH SUNDERSINGH RAJAPANDIAN and MOSES ARUN SINGH both are same and one identical person.

Name Change
I, NARGIS KHATOON (old name) W/O SHAIK SAFIKUL ISLAM Presently residing at Y- 296, KHALDARI ROAD, PO BARTALA, KOLKATA-700018 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) NARGIS BEGUM, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 07/08/2023. NARGIS KHATOON and NARGIS BEGUM both are same and one identical person.

Name Change
I, VIJAYA KUMARI (old name) W/O KAMLESH KUMAR SINGH Presently residing at 401, Barakhola, 1B 1207 Avidipta1, PS-Purba Jadavpur, Kolkata-700099 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) VIJAYA KUMARI SINGH, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 07/08/2023. VIJAYA KUMARI and VIJAYA KUMARI SINGH both are same and one identical person.

Name Change
I, MOHAMMED HAFIJUL ISLAM alias HAFIJUL ISLAM alias MD HAFIJUL HOQUE (old name) S/O MOHAMMAD ALI Presently residing at HUMAIPUR PO-ABDALPUR, PS- MADHYAMGRAM, (N) 24 PGS- 700155 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) MD HAFIJUL ISLAM, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 07/08/2023. MOHAMMED HAFIJUL ISLAM, HAFIJUL ISLAM, MD HAFIJUL HOQUE and MD HAFIJUL ISLAM all are same and one identical person.

Name Change
I, SUSMITA DAS SARKAR W/O PRABUDDHA SARKAR Presently residing at 65CC/16, Anupama Housing Complex, Phase-2, Kolkata-52 West Bengal, India, do hereby solemnly affirm & declaring my son's actual name PRATYUSH SARKAR instead of PRATYUSH, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 07/08/2023. PRATYUSH SARKAR and PRATYUSH both are same and one identical person.

Name Change
I, MD AFROZ KHAN (old name) S/O LATE MD SAHAJADA Presently residing at 73/16, Topsia Road, Tiljala, Kolkata- 700039 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) MD AFROZ, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 07/08/2023. MD AFROZ KHAN and MD AFROZ all are same and identical persons.

Name Change
I, SWEETY KULE (old name) D/O Lt. Shyamal Kule Presently residing at Bagan Para, Purba Putiary Regent Park, Kolkata-700093 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) SWEETY VERONICA KULE, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 07/08/2023. SWEETY KULE and SWEETY VERONICA KULE all are same and identical persons.

Name Change
I , Ujjawal Kumar Datta S/O- Gobinda Chandra Dutta resident of Baranilpur Bazar, P.O.- Shreepally, P.S.-Burdwan, Dist- Purba Bardhaman, W.B.-713103, shall henceforth be known as 'UJJWAL KUMAR DUTTA' vide an affidavit before the notary public at Purba Bardhaman on 04/08/2023

Name Change
I, NOOR JAHAN BIBI (old name) D/O SK NOOR HOSSAIN Presently residing at Boral Natunhat Tanti Para, Bonhooghly, Narendrapur, S 24 Pgs-700103 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) ASHMA KHATUN, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 07/08/2023. NOOR JAHAN BIBI and ASHMA KHATUN all are same and identical persons.

Name Change
I, AKSHAY KUMAR JAISWAL (old name) S/O SHIB NARAYAN JAISWAL Presently residing at 1645, Naskarhat Madhya Para, Tiljala, Kolkata- 700039 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) AKSHAY JAISWAL, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 07/08/2023. AKSHAY KUMAR JAISWAL and AKSHAY JAISWAL all are same and identical persons.

Name Change
I, AJEET KUMAR JHA (old name) S/O LATE KAMAL KISHOR JHA Presently residing at 68, Dr. Suresh Sarkar Road, Post- Entally, Kol-14 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) AJIT KUMAR JHA, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 07/08/2023. AJEET KUMAR JHA and AJIT KUMAR JHA all are same and identical persons.

Name Change
I, MAHMOOD ALAM (old name) S/O MD MANSOOR ALAM Presently residing at B-24/1/A, Prince Dilawar Jah Lane, PS-Garden Reach, Kolkata-700024 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) MD MAHMOOD ALAM, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 07/08/2023. MAHMOOD ALAM and MD MAHMOOD ALAM all are same and identical persons.

Name Change
I, MAHMOOD ALAM (old name) S/O MD MANSOOR ALAM Presently residing at B-24/1/A, Prince Dilawar Jah Lane, PS-Garden Reach, Kolkata-700024 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) MD MAHMOOD ALAM, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 07/08/2023. MAHMOOD ALAM and MD MAHMOOD ALAM all are same and identical persons.

Name Change
I, Sujan Adhikary (old name) S/O Kanai Adhikari Presently residing at Po-kumra Kashipur, Sub District:Habra-I, District:North 24 Parganas, Pin Code: 743271 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Sujan Adhikari, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 07/08/2023. Sujan Adhikary and Sujan Adhikari all are same and identical persons.

Name Change
I, REZANA KHANUM (old name) W/O MOHAMED SAUD KHAN Presently residing at RAILPAR HAJI NAGAR, PO-ASANSOLE, PS- ASANSOLE (N) PASCHIM BARDHAMAN- 713302 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) RIZWANA KHANAM, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 07/08/2023. REZANA KHANUM and RIZWANA KHANAM all are same and identical persons.

৬৯ তম সর্বভারতীয় রেলওয়ে টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপ শুরু

মালিগাঁও, ৭ আগস্ট ঃ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের দ্বারা আয়োজিত ৬৯ তম সর্বভারতীয় রেলওয়ে টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপ (পুরুষ ও মহিলা) ২০২৩ গুয়াহাটির মালিগাঁওস্থিত এন. এফ. রেলওয়ে ইন্ডোর স্টেডিয়াম-এ ০৭ আগস্ট, ২০২৩ তারিখে শুরু হয়েছে। এনএফআরএসএ- এর সভাপতি শ্রী সন্দীপ শর্মা এই

ক্রীড়া অনুষ্ঠানের মুখ্য অতিথি ছিলেন। টুর্নামেন্টের ফ্ল্যাগ উত্তোলন করে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন (এনএফআরএসএ)-এর অন্যান্য আধিকারিকদের উপস্থিতিতে জনসমাবেশের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন মুখ্য অতিথি। এনএফআরএসএ-এর সাধারণ সম্পাদক সকল খেলোয়াড় ও আধিকারিকদের উদ্দেশ্যে স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন। এই চ্যাম্পিয়নশিপটি পাঁচ দিনের জন্য আয়োজন করা হয়েছে এবং ১১ আগস্ট, ২০২৩ তারিখে এর সমাপ্তি ঘটবে। ভারতীয় রেলওয়ের বিভিন্ন জোন থেকে ১৪টি টিম এই চ্যাম্পিয়নশিপে অংশগ্রহণ করবে। মোট ১৬০ জন খেলোয়াড় নিয়ে গঠিত হয়েছে ১২টি পুরুষের দল ও ০৭ টি মহিলার দল, কোচ আধিকারিক, রেফারি ও রেলওয়ে স্পোর্টস প্রোমোশন বোর্ডের পর্যবেক্ষকরা এই চ্যাম্পিয়নশিপে অংশ নিবেন। মন ও শরীরকে সুস্থ রাখতে একজন ব্যক্তির জন্য ক্রীড়া হলো এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে ক্রীড়াক্ষেত্রে নতুন প্রতিভা তৈরি ও বিকশিত করার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে, যা ভারতীয় রেলওয়েকে গৌরবান্বিত করবে। এই ধরনের চ্যাম্পিয়নশিপের আয়োজন করার ফলে উঠতি যুবপ্রজন্মের সামগ্রিক বিকাশ তরান্বিত হবে।

১৭ টি নতুন জেলা পেল রাজস্থান, ওয়েবসাইটের সূচনা করলেন গেহলট

জয়পুর, ৭ আগস্ট ঃ নতুন ১৭টি জেলা পেল রাজস্থান। ১৭টি নতুন জেলার পাশাপাশি ৩টি নতুন বিভাগও সামনে এল সোমবার। জয়পুরের

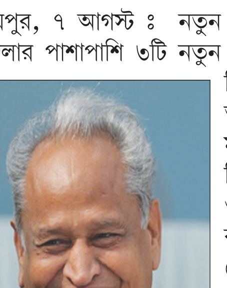

বিড়লা অডিটোরিয়ামে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট নতুন জেলা ও বিভাগের উদ্বোধন করেন। নতুন সমস্ত জেলা ও বিভাগেও উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়, যেখানে দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীরা অংশ নেন। মুখ্যমন্ত্রী সমস্ত নতুন জেলার ওয়েবসাইটের সূচনা করেছেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আগে সমস্ত জেলায় পূজা ও যজ্ঞ করা হয়। অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট বলেন, রাজ্য আজ ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। তিনি বলেন, জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রশাসনিক ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ প্রয়োজন। তিনি বলেন, এই নতুন জেলাগুলি রাজ্যের উন্নয়নে নতুন গতি দেবে। প্রসঙ্গত, সোমবার থেকেই রাজ্যে একটি নতুন প্রশাসনিক মানচিত্র চালু হয়েছে। এখন রাজ্যে ১০টি বিভাগ এবং ৫০ টি জেলা রয়েছে। জেলা কালেক্টর এবং এসপিরাও নতুন জেলাগুলিতে কাজ শুরু করেছেন। আগামী দিনে আরও নতুন জেলা তৈরি হতে পারে বলে ইঙ্গিত দিয়েছে সরকার।

জাতীয় ভাস্কুলার দিবসে ভারত জুড়ে ২৬টি শহরকে একত্রিত করা

কলকাতা, ৭ আগস্ট ঃ ভাস্কুলার সোসাইটি অফ ইন্ডিয়া, ৬ আগস্ট ১৯৯৪ সালে চেন্নাইতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, আজ সারা দেশে জাতীয় ভাস্কুলার দিবস উদ্যাপন করেছে। এই উপলক্ষ্যে, 'অ্যাম্পুটেশন ফ্রি ইন্ডিয়া' থিমের সাথে 'ওয়াক এ মাইল টু লিভ উইথ এ স্মাইল' বার্তার মাধ্যমে সচেতনতা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য কলকাতা সহ ভারতের ২৬টি শহরে একটি ওয়াকথনের আয়োজন করা হয়েছিল। কলকাতাতে এএমআরআই হাসপাতাল, ঢাকুরিয়া থেকে গোলপার্ক পার্ক পর্যন্ত ২ কিমি ওয়াকথন শুরু হয়ে । ডাঃ শুভব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, সিনিয়র ভাস্কুলার সার্জন এবং প্রধান সংগঠক, কলকাতা - ভাস্কুলার সোসাইটি অফ ইন্ডিয়া বলেছেন, আমরা কলকাতায় আমাদের প্রচারাভিযানের আশ্চর্যজনক প্রতিক্রিয়া দেখে খুবই উৎসাহিত হয়েছি। আমাদের লক্ষ্য হল ব্যাপক ভাস্কুলার হেলথ কেয়ার ডেলিভারি সিস্টেমের মাধ্যমে স্বাস্থ্যকর সম্প্রদায়ের প্রচার করা যার ফলে অঙ্গচ্ছেদ মুক্ত ভারত। আজ জাতীয় ভাস্কুলার দিবসে, ওয়াকাথন সারা দেশের ২৬টি শহরে একযোগে অনুষ্ঠিত হয়েছে, যেখানে ৮,০০০- এরও বেশি উৎসাহী অংশগ্রহণকারীরা দারুণ উৎসাহের সাথে যোগ দিয়েছেন।

চাঁদের আরও কাছাকাছি পৌঁছাল চন্দ্রযান-৩, আগামী ২৩ আগস্ট সফল ল্যান্ডিংয়ের সম্ভাবনা

বেঙ্গালুরু, ৭ আগস্ট ঃ চাঁদের আরও কাছাকাছি পৌঁছে গেল ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ইসরো)-র চন্দ্রযান-৩। আগামী ২৩ আগস্ট সফল ল্যান্ডিংয়ের সম্ভাবনা রয়েছে বলে ইসরো সূত্রে জানা যাচ্ছে। ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থার তৃতীয় চন্দ্রাভিযান চন্দ্রযান-৩ চাঁদের কক্ষপথ হ্রাসের প্রক্রিয়া সফলভাবে সম্পন্ন করেছে। আগামী বুধবার, ৯ আগস্ট আবার এই ধরণের প্রক্রিয়া চালানো হবে বলে ইসরো সূত্রের খবর।

আগামী ১৭ আগস্ট পর্যন্ত এই রকম আরও তিনটি কক্ষপথ হ্রাসের প্রক্রিয়া চলবে। এরপর ল্যান্ডার ও রোভারকে নামানোর প্রক্রিয়া শুরু হবে। আগামী ২৩ আগস্ট রোভার সহ ল্যান্ডার চন্দ্রপৃষ্ঠে 'সফ্টল্যান্ডিং'-এর প্রয়াস চালাবে। রবিবার রাতে ইসরোর তরফে টুইট করে জানানো হয়েছে, চাঁদের 'দেশে' চন্দ্রযান-৩-এর প্রথম বারের কক্ষপথ পরিবর্তন সফল হয়েছে। চাঁদের আরও কাছে পৌঁছে গিয়েছে মহাকাশযানটি। সেটি বর্তমানে ১৭০ কিমি X ৪১৩১ কিমি কক্ষপথে অবস্থান করছে (অর্থাৎ, চাঁদের কক্ষপথে পৌঁছে প্রথম যে অবস্থানে ছিল চন্দ্রযান-৩, তার চেয়ে ১৭০ দূরে এগিয়েছে সেটি। চাঁদে পৌঁছতে আরও ৪,৩১৩ কিমি পাড়ি দিতে হবে)। ওই কক্ষপথে চাঁদের চারপাশে পাক খাচ্ছে ইসরোর চন্দ্রযান-৩। ধাপে ধাপে এমনই কয়েক বার কক্ষপথ পরিবর্তন করে চাঁদে পৌঁছবে চন্দ্রযান-৩। মোট পাঁচ বার কক্ষপথ পরিবর্তনের পরিকল্পনা রয়েছে ইসরোর। বেঙ্গালুরু অফিসে বসে বিজ্ঞানীরা মহাকাশযানটিকে নিয়ন্ত্রণ করছেন। ইসরো জানিয়েছে, পরবর্তী কক্ষপথ পরিবর্তনের প্রক্রিয়াটি হবে আগামী ৯ আগস্ট দুপুর ১ টা থেকে ২ টোর মধ্যে। ইতিমধ্যে চাঁদের কক্ষপথ থেকে প্রথম ছবিও পাঠিয়ে ফেলেছে চন্দ্রযান-৩। চন্দ্রযান-৩ প্রসঙ্গে এদিন ইসরোর চেয়ারম্যান এস সোমনাথ বলেছেন, এখনও পর্যন্ত সবকিছু ঠিকঠাক চলছে। ২৩ আগস্ট চন্দ্রযান-৩ (চাঁদে) অবতরণ না করা পর্যন্ত বেশ কয়েকটি কূটকৌশল থাকবে। স্যাটেলাইটটি সুস্থ রয়েছে।

পঞ্চায়েতি রাজ ব্যবস্থা ভারতীয় গণতন্ত্রের একটি শক্তিশালী স্তম্ভ ঃ প্রধানমন্ত্রী

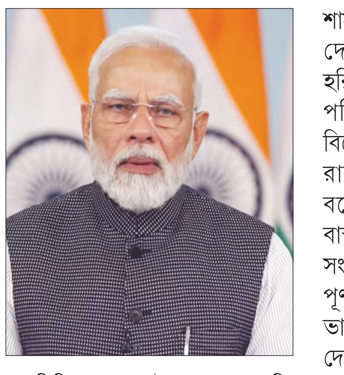

নয়াদিল্লি, ৭ আগস্ট ঃ পঞ্চায়েতি রাজ ব্যবস্থা হল ভারতীয় গণতন্ত্রের একটি শক্তিশালী স্তম্ভ। বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। কংগ্রেসের সমালোচনা করে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, স্বাধীনতার পর ৪ দশকেও কংগ্রেস বুঝতে পারেনি গ্রামে পঞ্চায়েতি রাজ ব্যবস্থা চালু করা কতটা প্রয়োজন। এরপরে যে জেলা পঞ্চায়েত ব্যবস্থা গঠিত হয়েছিল, তা কংগ্রেস শাসনকালে নিজস্ব ভাগ্যে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। সোমবার হরিয়ানায় ক্ষেত্রীয় পঞ্চায়েতি রাজ পরিষদের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে বিজেপি কর্মীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। তিনি বলেছেন, অমৃতকালের সংকল্প বাস্তবায়নের জন্য দেশ এখন দৃঢ় সংকল্পের সঙ্গে এগিয়ে যাচ্ছে। পূর্ণ উদ্যমে ঐক্যবদ্ধ হয়ে উন্নত ভারত গড়ার লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছে দেশ। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, যে কোনও ক্ষেত্রে বড় পরিবর্তন আনার ক্ষমতা রয়েছে জেলা পঞ্চায়েতগুলির। এমন পরিস্থিতিতে বিজেপির প্রতিনিধি হিসেবে আপনাদের সকলের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। অমৃতকালের ২৫ বছরের যাত্রায় আমাদের বিগত কয়েক দশকের অভিজ্ঞতার কথাও মাথায় রাখতে হবে। স্বাধীনতার পর ৪ দশক ধরে কংগ্রেস বুঝতে পারেনি গ্রামে পঞ্চায়েতি রাজ ব্যবস্থা চালু করা কতটা প্রয়োজন। এর পরে যে জেলা পঞ্চায়েত ব্যবস্থা গঠিত হয়েছিল, তা কংগ্রেসের শাসনকালে নিজস্ব অবস্থাতেই ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, একটি উন্নত ভারতের লক্ষ্যে আপনাদের নিজেদের জেলার বিকাশও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কে কি কাজ করবে, কিভাবে কাজ করবে... এর জন্য আপনারা ৫ বছরের মানচিত্র তৈরি করুন। মোদী বলেছেন, এমন অনেক বিষয় রয়েছে যার উপর আপনারা আলোচনা করতে পারেন, লক্ষ্য নির্ধারণ করতে পারেন এবং প্রতি মাসে রিপোর্ট নিতে পারেন। জনতা জনার্দন ভগবানের রূপ, জনসাধারণ যদি আমাদের যে কোনও জায়গায় কাজ করার সুযোগ দেয়, তার অর্থ আমাদের সমস্ত হৃদয় দিয়ে সেই কাজে নিযুক্ত থাকতে হবে।

পাকিস্তানে ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনায় নিহত বেড়ে ৩০

ইসলামাবাদ, ৭ আগস্ট ঃ পাকিস্তানে হাজারা এক্সপ্রেস লাইনচ্যুত হয়ে নিহতের সংখ্যা বেড়ে ৩০ জনে দাঁড়িয়েছে। রবিবার নওয়াবশাহে সারহারি রেলওয়ে স্টেশনের কাছে ওই ট্রেনের কয়েকটি বগি লাইনচ্যুত হলে আরও অন্তত ১০০ জন আহত হন । সিন্ধের মুখ্যমন্ত্রী সৈয়দ মুরাদ আলি শাহ বেনজিরাবাদে পিপলস

মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে গণমাধ্যমকে নিহতে সংখ্যা নিশ্চিত করেন। তিনি যোগ করেন, প্রয়োজনে আহতদের করাচিতে নিয়ে যাওয়া হবে। মন্ত্রী স্থানীয় প্রশাসন ও স্বাস্থ্য কর্মকর্তাদের ত্রাণ ও উদ্ধার তৎপরতা ত্বরান্বিত করার নির্দেশ দিয়েছেন। রেলওয়েজ অ্যান্ড এভিয়েশনমন্ত্রী খাজা সাদ রফিকের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী দুর্ঘটনাটি ঘটে গতকাল দুপুর ১টা ১৮মিনিটে। প্রায় হাজার খানেক লোক হাজারা এক্সপ্রেসে করে গন্তব্যে যাচ্ছিলেন। ট্রেনটি করাচি থেকে রাওয়ালপিন্ডিতে যাচ্ছিল। এর আগে পাকিস্তান রেলওয়য়ের সুকুর ডিভিশনাল কমার্সিয়াল অফিসার মোহসিন সিয়াল বলেন, ঠিক কতটি বগি লাইনচ্যুত হয়ে তা জানা যায়নি। কেউ বলছেন পাঁচটি, কেউ বলছেন আটটি, আবার কেউ বলছেন ১০টি। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রানা সানাউল্লাহ এই ট্রেন দুর্ঘটনায় শোক প্রকাশ করেছেন। তিনি টুইট করে বলেছেন, নিহত যাত্রীদের পরিবারের প্রতি আমার আন্তরিক সমবেদনা। আহতদের হাসপাতালে সর্বোত্তম স্বাস্থ্যসেবা সুবিধা দিতে হবে।

জম্মু থেকে ৫৩৪ জন অমরনাথ যাত্রার উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছেন

জম্মু, ৭ আগস্ট ঃ সোমবার জম্মুর ভগবতী নগর বেস ক্যাম্প থেকে ৫৩৪ জন তীর্থযাত্রীর আরেকটি ছোট দল অমরনাথ যাত্রার জন্য রওনা হয়েছে। ১ জুলাই থেকে ৬২ দিনের বার্ষিক তীর্থযাত্রা শুরু হওয়ার পর থেকে ৪ লক্ষ ১৯ হাজারেরও বেশি ভক্ত অমরনাথের পবিত্র গুয়ায় ভগবান শিবকে দর্শন করেছেন। যাত্রা শেষ হবে ৩১ আগস্ট। ভগবতী নগর শিবির ছেড়ে যাওয়া ব্যাচের ৫৩৪ জন তীর্থযাত্রীর মধ্যে ৩৫৪ জন অনন্তনাগ জেলার ঐতিহ্যবাহী ৪৮ কিলোমিটার পাহলগাম রুটে রওনা হয়েছেন, আর ১৮০ জন গান্দেরবাল জেলার ১৪ কিলোমিটার বালতাল রুটের দিকে যাচ্ছেন বলে সূত্রের তরফে জানা গিয়েছে। জম্মু ও কাশ্মীরে কড়া নিরাপত্তার মধ্যে দিয়ে ৫ শোরও বেশি তীর্থযাত্রীর ৩৫ তম দলটি জম্মুর ভগবতী নগর যাত্রী নিবাস থেকে কাশ্মীরের বালতাল ও পহেলগাও বেস ক্যাম্প হয়ে পবিত্র অমরনাথ গুহা মন্দিরের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছে। গত ৩৪ দিনে ৪ লক্ষ ১৯ হাজারেরও বেশি তীর্থযাত্রী, মন্দির দর্শন করেছেন, যা গত বছর এই সময়ের তুলনায় অনেকটাই বেশি।

এইমসে আগুন

নয়াদিল্লি, ৭ আগস্ট ঃ দিল্লি এইমসে আগুন। আগুন লেগেছে এন্ডোস্কোপি বিভাগে। ঘটনাস্থলে দমকলের ৮ টি ইঞ্জিন। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় চলছে আগুন নেভানোর কাজ। রোগীদের বের করে আনার চেষ্টা চলছে। রোগীরা যাতে কেউ আটকে না পরেন, তা নিশ্চিত করার চেষ্টা চলছে। আগুন লাগানোর ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে রোগীদের মধ্যে। আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন রোগীর পরিবার। প্রাথমিকভাবে অনুমান, শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লাগে। ঘন কালো ধোঁয়ায় চারদিক ছেয়ে গিয়েছে। আগুন যাতে ছড়িয়ে না পড়ে, তা আটকানোর চেষ্টা করছেন দমকল কর্মীরা। আগুনে দুটি তল ক্ষতিগ্রস্ত বলে, প্রাথমিকভাবে জানা যাচ্ছে। জানা গিয়েছে, পুরনো ওপিডি ডিপার্টমেন্টের দ্বিতীয় তলে অবস্থিত এন্ডোস্কপি রুমটি।

Name Change
I, ROHIMA BIBI (old name) W/O MOHAMMAD ALI Presently residing at Raigachi, Munshi Para, PO + PS-Rajarhat, (N) 24 Pgs.-700135 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) RAHIMA KHATOON, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 07/08/2023. ROHIMA BIBI and RAHIMA KHATOON both are same and one identical person.

আয়োজিত হলো শিল্পের সমাধানে শিল্পোদ্যোগী দুয়ারে এমএসএমই ক্যাম্প

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৭ আগস্ট ঃ সোমবার মৈনাক ট্যুরিস্ট লজে আয়োজিত হলো শিল্পের সমাধানে এমএসএমই ক্যাম্প। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে এই এমএসএমই ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়েছে। জানা গেছে এই ক্যাম্প প্রতিটি জেলার প্রতিটি ব্লক অফিসে এবং কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের অন্তর্গত প্রতিটি জায়গায় অনুষ্ঠিত হবে। যার দরুন ক্ষুদ্র ছোট ও মাঝারি শিল্প উদ্যোগীরা রাজ্যের শিল্পকে আরো উন্নত করতে সক্ষম হবে। ১ আগস্ট থেকে ১৮ আগস্ট পর্যন্ত চলবে এই ক্যাম্প। এদিন এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দার্জিলিং জেলার জেলাশাসক এস পুনামবল্লম, শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ, শিলিগুড়ি পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার, sjda এর ভাইস চেয়ারম্যান দিলীপ দুগ্গার সহ সঞ্জয় টিব্রুয়াল মেম্বার অফ msme নর্থ বেঙ্গল এবং ডিরেক্টেড অফ এমএসএমই রাজকুমার মৃধা।

চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগে রানাঘাটে নার্সিংহোম ভাঙচুর

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ৭ আগস্ট ঃ নদীয়ার রানাঘাটে একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসায় গাফিলতিতে এক মহিলার গর্ভস্থ সন্তানের মৃত্যুতে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। এই অভিযোগে সোমবার বেসরকারি হাসপাতালে ভাঙচুর চালান রোগীর বাড়ির আত্মীয়রা। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পরিবারের অভিযোগ, রানাঘাট ১২ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা পূজা রাই গর্ভবতী হওয়ার পর নিয়মিত চেকআপের জন্য একটি বেসরকারি হাসপাতালে যেতেন। ডাক্তাররাও তাকে দেখতেন। প্রসূতি পূজা রায়ের গর্ভস্থ শিশুর মৃত্যু হয়েছে বেশ কিছু দিন আগেই। ওই বেসরকারি হাসপাতালে বার বার পরীক্ষা করা সত্ত্বেও চিকিৎসকদের তরফে কিছু জানানো হয়নি বলে অভিযোগ। কিছুদিন পর প্রসূতির পেটে ব্যথা হওয়ার কারণে আলট্রাসনোগ্রাফি করা হয়। দেখা যায়, গর্ভস্থ অবস্থাতেই অনেক আগে মৃত্যু হয়েছে শিশুর। এরপর মৃত শিশুকে অপারেশন করে গর্ভ থেকে বের করা হয়। চিকিৎসকরাই জানাচ্ছেন, বর্তমানে পূজা রায়ের শারীরিক অবস্থাও সঙ্কটজনক। তিনি রানাঘাট মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এই ঘটনায় নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন পরিবারের সদস্যারা।

সিউড়ির রবীন্দ্রসদন মঞ্চে সুসম্পন্ন সংস্কার ভারতীর অমৃত অর্পণ অনুষ্ঠান

দুরন্ত বার্তা, সিউড়ি, ৭ আগস্ট ঃ ৬ ই আগস্ট রবিবার সন্ধ্যেবেলায় সিউড়ির রবীন্দ্রসদন মঞ্চে সংস্কার ভারতী ও বীরভূম জেলা আয়োজিত স্বাধীনতার পঁচাত্তর- সমাপন সমারোহ অমৃত অর্পণ অনুষ্ঠানটি সুচারুরূপে সুসম্পন্ন হয়েছে। সংস্কার ভারতীর প্রথা অনুযায়ী ভাবসঙ্গীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। স্বাগত ভাষণ দেন জেলা সম্পাদক সুদীপ কুমার চট্টোপাধ্যায়। অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডঃ স্বপন মুখোপাধ্যায়, কল্লোল ভট্টাচার্য্য, স্বপ্না চক্রবর্তী, অমিত অধিকারী এবং দুকড়িবালা দেবীর দু'ই নাতি অশোক কুমার চক্রবর্তী এবং পার্থপ্রতিম চক্রবর্তী। দীপমন্ত্র উচ্চারণের সঙ্গে ভারতমাতার সম্মুখে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন ও পুষ্পার্ঘ্য নিবেদিত হয়। অতিথিরা প্রস্তাবিত ভাষণ প্রদান করেন। এরপর এই বীরভূমেরই অখ্যাত এক গ্রামের নিতান্ত আটপৌরে জীবনে বৈপ্লবিকধারে শাণিত একটি তেজময় জ্যোতি দুকড়িবালা দেবীকে স্মরণ ক'রে বীর ললনার বিজয় গাঁথা নামক একটি গীতি আলেখ্য পরিবেশিত হয়। এরপরই প্রদর্শিত হয় একটি তথ্যচিত্র। দুকড়িবালা দেবী সশ্রম কারাদণ্ডপ্রাপ্ত প্রথম বঙ্গ বিপ্লবী নারী। আমাদের পরবর্তী নিবেদন ছিল স্বদেশের অমৃত উপাখ্যান নমামি ভারতবর্ষম শীর্ষক একটি অপূর্ব সুন্দর নৃত্য আলেখ্য। সর্বশেষ গীত হয় অখন্ড 'বন্দেমাতরম'। বীরভূম জেলার উপস্থাপিত প্রত্যেকটি অনুষ্ঠানের মতই এই শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানটিও শহরের বিশিষ্ট নাগরিকদের মন জয় ক'রে নিয়েছে। প্রায় প্রত্যেক দর্শকই অনুষ্ঠান শেষে কলাকুশলীদেরকে এসে আন্তরিক সাধুবাদ এবং শুভেচ্ছা জানিয়ে গেছেন। আমরাও এই শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করতে পেরে তৃপ্ত এবং যারপরনাই আনন্দিত।

কমিশন গঠনের সিদ্ধান্ত নিলেন মুখ্যমন্ত্রী

সমীর দাস, কলকাতা, ৭ আগস্ট ঃ বাংলার মধ্যে থাকা যাবতীয় বেসরকারি স্কুলগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য এবার কমিশন গঠন করার সিদ্ধান্ত নিল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। এদিন অর্থাৎ সোমবার নবান্নে বসেছিল রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠক। সেখানেই এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ঠিক করা হয়েছে, একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে তৈরি হবে এই কমিশন। ঠিক যেভাবে রাজ্যের বেসরকারি হাসপাতাল ও নার্সিংহোমগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য স্বাস্থ্য কমিশন গড়া হয়েছে, সেই ধাঁচেই এই নয়া কমিশন গড়ে তুলতে চাইছে রাজ্য সরকার। কমিশনের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে হবে সব বেসরকারি স্কুলগুলিকে। তবে কমিশনের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্ট বা সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের করা যাবে। এর মধ্যে সুপ্রিম কোর্টের রায় মেনে নিতে বাধ্য থাকবে কমিশন ও বেসরকারি স্কুল। নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজ্যের বেসরকারি স্কুলগুলিতে নিয়ন্ত্রণ কায়েম করতে চাইছে রাজ্য সরকার। কেননা এই স্কুলগুলিতে একদিকে যেমন পড়ুয়া সংখ্যা ক্রমশই বেড়ে চলেছে তেমনি ওই সব স্কুলের নির্দেশ ও গৃহীত সিদ্ধান্ত ঘিরে মাঝে মধ্যেই তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি হচ্ছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে অভিভাবকেরাও প্রতিবাদ জানাতে বাধ্য হচ্ছেন। কোথাও কোথাও তো আন্দোলনও দানা বাঁধছে। এবার এই সব অভিযোগে লাগাম টানতেই রাজ্য সরকার বেসরকারি স্কুলগুলিকে নিয়ন্ত্রনের জন্য কমিশন গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই কমিশন মূলতঃ, যখন তখন স্কুলের বেতন বাড়ানো, একাধিক অভিযোগকে গুরুত্ব নিয়ে দেখার বিষয়টি দেখভাল করবে। সেই লক্ষ্যেই এদিনের রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে বেসরকারি স্কুলগুলিকে নিয়ন্ত্রণের জন্য কমিশন গঠনের সিদ্ধান্তে সিলমোহর দেওয়া হয়েছে। শীঘ্রই রাজ্যের তরফে কমিশনের সদস্যদের নামের তালিকা প্রকাশ করা হবে। পাশাপাশি বেসরকারি স্কুলগুলির জন্য রাজ্য সরকারত এবার একাধিক গাইডলাইন দিয়ে দেবে এই কমিশনের মাধ্যমে। রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে আজ রাজ্যের শিক্ষানীতি অনুমোদিত হয়। সেই শিক্ষানীতিতেই স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয় এই কমিশন গঠনের ব্যাপারে।

শিলিগুড়িতে আতশবাজি হাব

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৭ আগস্ট ঃ শিলিগুড়িতে তৈরি হতে চলেছে আতশবাজি হাব। শহরের বাইরের দিকে মহকুমা এলাকায় জমি দেখে সেখানে এই হাব গড়ে তোলা হবে। নিয়ম কানুন মেনে ও লাইসেন্স থাকলেই সেখানে শিলিগুড়ির বাজি ব্যবসায়ীরা আতশবাজি বিক্রি করতে পারবেন। এছাড়াও শিলিগুড়িতে নতুন বেশকিছু বাজি প্রস্তুতকারক কারখানা তৈরি হতে চলেছে। সোমবার শিলিগুড়ি মৈনাক ট্যুরিস্ট লজে জেলাশাসক এস পুনমবল্লমের সঙ্গে এই সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আলোচনায় বসেছিলেন বাজি ব্যবসায়ীরা। যেখানে বাজি হাবের জন্য জমি, ও কারখানার জন্য জমির ব্যাপারে জানানো হয় ব্যবসায়ীদের তরফে। এছাড়াও কিছু বাজি বিক্রেতাদের জন্য টেম্পোরারি লাইসেন্সের ব্যাপারেও কথা বলা হয় জেলাশাসকের সঙ্গে। বাজি হাবটি তৈরি হয়ে গেলে শহরের সমস্ত বাজির দোকান সেখানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। এদিন জেলাশাসক বলেন, বাজি বিক্রির ক্ষেত্রে কি কি গাইডলাইন মানতে হবে তা খুব শীঘ্রই রাজ্য সরকারের তরফ থেকে জানিয়ে দেওয়া হবে। হাবের জন্য কোথায় কমপ্লেক্স করা যায় তা দেখা হবে। সারা বাংলা আতশবাজি উন্নয়ন সমিতির চেয়ারম্যান বাবলা রায় বলেন, রাজ্যে বিভিন্ন জেলাতে বাজি কারখানা তৈরি করা হচ্ছে। বাজি হাবের জন্যও জমি চাওয়া হয়েছে। সেখানেই ব্যবসায়ীরা বাজি বিক্রি করতে পারবেন।

পড়ুয়াদের মিড ডে মিল থেকে আচমকায় উধাও হয়ে গিয়েছে মুরগির মাংস এবং সবজি

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৭ আগস্ট ঃ কিন্তু পড়ুয়াদের মিড ডে মিল থেকে আচমকায় উধাও হয়ে গেছে মুরগির মাংস এবং সবজি। ফলে একপ্রকার ভাত আর আলুর তরকারির মাধ্যমে চলছে মিড ডে মিলের ব্যবস্থা। মালদার অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতেই এমনই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। মিড ডে মিলে কোনরকম সবজি দেওয়া হচ্ছে না বলে অভিভাবকদের অভিযোগ। সপ্তাহে একদিন করে যে মুরগির মাংস দেওয়া হতো সেটিও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। শুধু আলুর ঘাটি দিয়ে ভাত খেতেও আগ্রহ দেখাচ্ছেন না পড়ুয়ারা। যদিও এজন্য নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বৃদ্ধিকে দায়ী করেছেন বিভিন্ন স্কুল কর্তৃপক্ষ। জিনিসের দাম বাড়ছে অথচ মিড ডে মিলের ক্ষেত্রে তুলনামূলক টাকার বাড়ানো হচ্ছে না। যার ফলেই সবজি এবং সপ্তাহে এক একদিন ডিম এবং মাংসের বদলেই শুধু আলুর তরকারি আর ভাত দেওয়া হচ্ছে। মালদা শহরের অনেক প্রতিষ্ঠিত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। যেখানে প্রতিদিনই ৫০০ থেকে ৬০০ জন পড়ুয়ারা পঠন- পাঠনের জন্য স্কুলে যায়। কিছুদিন ধরে মিড ডে মিলের খাবার সাদামাটা হওয়ায় পড়ুয়াদের মধ্যে স্কুলে যাওয়ার আগ্রহটা অনেকটাই কমেছে বলে অভিযোগ উঠতে শুরু করেছে। এমনকি সপ্তাহে বুধবার একদিন করে মাংস- ভাত খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা হয়েছিল প্রশাসনের পক্ষ থেকে। কিন্তু হঠাৎ করে সেই মাংসও রান্না বন্ধ হয়ে গেছে মিড ডে মিলে। বিভিন্ন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অভিভাবকেরা জানিয়েছেন, কিছুদিন আগে পর্যন্ত বিভিন্ন ধরনের সবজি ভাত দেওয়া আহত পড়ুয়াদের। এমনকি সপ্তাহে একদিন ডিম এবং একদিন মুরগির মাংস দেওয়া হতো মিড ডে মিলে। কিন্তু এখন সেইসব বন্ধ হয়ে গেছে। শুধু আলুর তরকারি আর ভাত খাওয়াতে পড়ুয়াদের মধ্যে কোন আগ্রহ নেই। এমনকি মিড ডে মিলে একদিন ফল দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সেটিও পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গেছে। এই ব্যাপারে স্কুল কর্তৃপক্ষগুলি পরিষ্কার করে কিছু জানাচ্ছেন না। বার্লো বালিকা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা গীতালী মণ্ডল জানিয়েছেন, জিনিসের দাম বেড়েছে। আর সেই জন্যই মিড ডে মিলে সবজি মাংস কেনা সম্ভব হচ্ছে না। অভিভাবকেরা বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন ঠিকই। কিন্তু আমাদের কিছু করার নেই। ইতিমধ্যে সরকারের পক্ষ থেকে ১৬ সপ্তাহের জন্য মিড ডে মিলে একদিন করে মাংস দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। সেই ১৬ সপ্তাহের মেয়াদ সম্পূর্ণ হয়েছে। নতুন করে কোনো নির্দেশ আসে নি। আর শাকসবজির দাম এতটাই বেড়েছে যে তা কেনা সম্ভব হচ্ছে না। কারণ, সরকারি বরাদ্দ অর্থ নতুন করে বাড়ে নি। ফলে একপ্রকার আলুর তরকারি ভাতের মাধ্যমে মিড ডে মিল চলছে। এই ব্যাপারে শিক্ষা দপ্তরের বিষয়টি জানানো হয়েছে।

শাসকদলের গোষ্ঠীকোন্দলে মারামারি, অভিযোগের তীর মন্ত্রী জ্যোৎস্না মান্ডির ঘনিষ্ঠদের বিরুদ্ধে

অনিরুদ্ধ সরকার, বাঁকুড়া, ৭ আগস্ট ঃ নিজের দলের কর্মীদের মারধরের অভিযোগ উঠল রাজ্যের খাদ্য প্রতিমন্ত্রী জ্যোৎস্না মান্ডির ঘনিষ্ঠদের বিরুদ্ধে। এই অভিযোগে ফের প্রকাশ্যে এলো শাসকদলের গোষ্ঠীকোন্দল। কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে বঞ্চনার অভিযোগ তুলে রবিবার ব্লকে ব্লকে ধর্ণা কর্মসূচি পালন করেছে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস। সেই কর্মসূচি ঘিরেও শাসকের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে এল। গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরে রাজ্যের মন্ত্রীর সামনেই রীতিমতো মারামারি হল বাঁকুড়া জেলার খাতড়ায়। সেখানে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরে দলের ব্লক সভাপতি সহ বেশ কয়েকজনকে মারধরের অভিযোগ উঠল রাজ্যের মন্ত্রী জ্যোৎস্না মান্ডি ঘনিষ্ঠদের বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় তিন জন আহত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। খোদ তৃণমূলের খাতড়া ব্লক সভাপতিকে তৃণমূল কংগ্রেসের একাংশ মঞ্চ ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে যেতে হুমকি দেয়। তিনি চেয়ার ছাড়ার সাথে সাথে, তার অনুগামীদের ওপর চড়াও হয়ে মারধর শুরু হয়ে যায়। অবস্থা বেগতিক দেখে মার খাওয়ার আশঙ্কায় ষাটোর্ধ ব্লক সভাপতি সুব্রত মহাপ্রাত্র ছুটে পালাতে গেলে, তাকে তাড়া করে রাস্তার ওপর ফেলে বেধড়ক পেটানো হয়। আক্রান্ত হন সুব্রতবাবুর অনুগামী এক মহিলা নেত্রী সহ কয়েকজন। খাতড়ার করালি মোড়ে রীতিমতো মঞ্চ বেঁধে বেলা ১২টা নাগাদ শুরু হয় ধর্ণা। অভিযোগ, বেলা আড়াইটার আশপাশে জ্যোৎস্না মান্ডির ঘনিষ্ঠ কিছু তৃণমূল কর্মী আচমকাই ধর্ণা মঞ্চে চড়াও হয়। আক্রান্ত হতে পারেন বুঝতে পেরেই মঞ্চ ছেড়ে পাশের গলি দিয়ে ছুটে পালানোর চেষ্টা করেন তৃণমূলের খাতড়া ব্লকের সভাপতি সুব্রত মহাপাত্র। অভিযোগ হামলাকারীরা ব্লক সভাপতি সুব্রত মহাপাত্রকে তাড়া করে গলির ভেতরে ঢুকে রাস্তায় ফেলে মারধর করতে শুরু করে। আক্রান্ত হন সুব্রত মহাপাত্র ঘনিষ্ঠ আরও দুজন। পরে আহতদের উদ্ধার করে খাতড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। খাতড়ায় স্থানীয় বিধায়ক ও মন্ত্রী জ্যোৎস্না মাণ্ডি গোষ্ঠীর সঙ্গে ব্লক তৃণমূল সভাপতি সুব্রত মহাপাত্র গোষ্ঠীর বিরোধ দীর্ঘদিনের। এদিন সেই গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব চরমে ওঠে। তবে দলীয় ধর্ণা মঞ্চে এই মারধরের ঘটনার খবরে তৃণমূলের অন্দরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। আহত ব্লক সভাপতির দাবি, সম্প্রতি খাতড়া ব্লকের অঞ্চল সভাপতিদের নাম ঘোষণা নিয়েই মন্ত্রী ঘনিষ্ঠদের সাথে তাঁর দ্বন্দ্বের সূত্রপাত। তার জেরেই তাঁর উপর হামলা চালানো হয়েছে। গোটা ঘটনা নিয়ে মন্ত্রী জ্যোৎস্না মান্ডি বা তাঁর ঘনিষ্ঠদের কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

প্রেস রিলিজে কার্যত অমর্ত্য সেনের দাবিকেই স্বীকৃতি দিল বিশ্বভারতী

দুরন্ত বার্তা, শান্তিনিকেতন, ৭ আগস্ট ঃ প্রেস রিলিজে কার্যত অমর্ত্য সেনের দাবিকেই স্বীকৃতি দিল বিশ্বভারতী। পাশাপাশি, মেনে নিল মুখ্যমন্ত্রীর দাবি। চলতি বছরের ৩০ জানুয়ারি অমর্ত্য সেনের বাড়িতে নথি দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, অমর্ত্য সেন যা বলেছেন তা সঠিক। তারপরই বিদ্যুৎ চক্রবর্তী বলেন, মুখ্যমন্ত্রী কান দিয়ে দেখেন। এদিন তিনি কার্যত মুখ্যমন্ত্রীর সেদিনের বক্তব্যকে প্রকারন্তরে মেনে নিলেন। অন্যদিকে, জমি বিতর্কে অধ্যাপক অমর্ত্য সেনের পক্ষ নেওয়াই প্রাক্তন উপাচার্য রজত কান্তি রায়কে দুষলেন বিশ্বভারতীর বর্তমান উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী। এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ আধিকারিক মহুয়া বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, অধ্যাপক রজত কান্তি রায় উপাচার্য থাকাকালীন ২০০৬ সালের ৩১ অক্টোবর এক চিঠিতে অধ্যাপক সেন রজত কান্তি রায়কে স্নেহের রাণা বলে সম্বোধন করে লিজভূক্ত জমি হস্তান্তরিত করার জন্য। সেই হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় ২০০৬ সালের কর্মসমিতির ২৭ অক্টোবরের সভায়। সিদ্ধান্ত আগে, তারপরে চিঠি - এই গরমিলের হিসেবে অনেকেই অবাক। বিশ্বভারতীর তরফে সভার সিদ্ধান্ত লিপিতে পরিস্কার লেখা আছে অধ্যাপক সেনের প্রাপ্য ১.২৫ ডেসিমেল। কিন্তু তাঁকে দেওয়া হলো ১.৩৮ ডেসিমেল। অর্থাৎ দেওয়া হলো অতিরিক্ত তেরো ডেসিমেল। তখন সভার সভাপতিত্ব করেন রজত কান্তি রায়। অর্থাৎ অমর্ত্য সেন যে দাবি করছেন ষোলা আনা জমি তাঁর। এটা পরিস্কার বিশ্বভারতীর প্রেস রিলিজে। যতই প্রাক্তন উপাচার্য রজত কান্তি রায়কে চোরের মায়ের বড়ো গলা বলে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হোক না কেন, বিশ্বভারতীর প্রেস রিলিজ কার্যত এমন স্বীকারোক্তি যা অমর্ত্য সেন এবং মুখ্যমন্ত্রীর দাবিকেই সঠিক প্রমাণ করে।

৫ বারের তৃণমূলের প্রাক্তন প্রধানকে পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠনের আগে গ্রেফতারের ঘটনায় চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ৭ আগস্ট ঃ পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠনের আগে জয়ী নির্দল প্রার্থীকে গ্রেফতারের ঘটনায় চাঞ্চল্য! ষড়যন্ত্রের অভিযোগ তৃণমূল ও পুলিশের বিরুদ্ধে। হঠাৎই গ্রেফতার নির্দলের জয়ী প্রার্থী। শাসক দলের চাপে পড়ে পুলিশ ওই নির্দল প্রার্থীকে গ্রেফতার করে বলে অভিযোগ পরিবারের। এমনি চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে নদীয়ার রানাঘাট এক নম্বর ব্লকের হবিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের। জানা যায় গোপাল ঘোষ নামে ঐ নির্দলের জয়ী প্রার্থী ২০২৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূলের টিকিট না পাওয়ায় নির্দলে দাঁড়িয়েছিলেন। পরিবারের অভিযোগ মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার পর থেকেই শাসক দলের দুষ্কৃতীরা বিভিন্নভাবে তাকে চাপে ফেলার চেষ্টা করে, যদিও সম্পূর্ণ মদত দেয় পুলিশ প্রশাসন। পরিবারের দাবি, রানাঘাট মিশন গেটের সামনে থেকে পুলিশ নির্দলের জয়ী প্রার্থী গোপাল ঘোষ কে আটক করে, এরপর নিয়ে যাই থানায়। পাশাপাশি পরিবারের বিস্ফোরক অভিযোগ, তারা যখন থানায় গিয়েছিলেন পুলিশ সরাসরি তাদেরকে বলে যতক্ষণ না পর্যন্ত বোর্ড গঠন হচ্ছে তাকে ছাড়া হবে না, এরপরেই ক্ষোভে ফেটে পড়ে নির্দল প্রার্থীর অনুগামীরা, শুরু করে দফায় দফায় বিক্ষোভ। পরিবারের আরও দাবি, পঞ্চায়েত নির্বাচনে তিনি ৪০০ ভোটে জয়লাভ করেছিলেন, গোটা গ্রামের মানুষ তাকে ঢেলে ভোট দিয়েছিলেন, কিন্তু তৃণমূল চক্রান্ত করে পুলিশকে দিয়ে তাকে আটক করে। পুলিশ সূত্রে খবর, পুরনো দিনের একটি মামলায় ৩০৭ ধারায় এটেম টু মাডারের কেসের ভিত্তিতে নির্দলের জয়ী প্রার্থী গোপাল ঘোষকে গ্রেফতার করে পুলিশ। তবে পুলিশের এই দাবি মানতে নারাজ নির্দল প্রার্থীর পরিবারসহ অনুগামীরা। তাদের দাবি, আগামীকালই বোর্ড গঠন রয়েছে, বোর্ড গঠনের আগে তাদের প্রার্থীকে যদি ছেড়ে না দেওয়া হয় তাহলে তারা আরও বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটবে। এমনকি থানা ঘেরাও করার হুঁশিয়ারিও দেয় নির্দলের অনুগামীরা।

ঘাটালে উদ্ধার আগ্নেয়াস্ত্র, চাঞ্চল্য এলাকায়

দুরন্ত বার্তা, মেদিনীপুর, ৭ আগস্ট ঃ পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ঘাটালের দৌলচকের মানসুকা এলাকায় আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। সূত্রের খবর, প্রীতম মান্না ওরফে বাপ্পা নামে এক তৃণমূল কর্মী বন্দুক নিয়ে এলাকায় ঘোরাফেরা করছিলেন। স্থানীয় বাসিন্দারা তাকে দেখে ফেলায় বন্দুকটি রাস্তায় ফেলে সে পালিয়ে যায়। এরপর বিষয়টি পুলিশকে জানানো হয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পিস্তলটি নিজেদের হেফাজতে নেয়। বিজেপির স্থানীয় নেতৃত্বের অভিযোগ, এলাকায় বিজেপির বিজয় মিছিল হচ্ছিল। সেই সময় তৃণমূলের কিছু কর্মীর হাতে বন্দুক নিয়ে এলাকায় ঘোরাফেরা করছিল এবং বিজেপি কর্মীরা তাদের ধাওয়া করলে তারা বন্দুক ছুঁড়ে পালিয়ে যায়। খবর পেয়ে ঘাটাল থানার পুলিশ এসে ওই এলাকার একটি ভারার নিচ থেকে বন্দুকটি উদ্ধার করে। যদিও বিজেপির অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেছে শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের স্থানীয় নেতৃত্ব। স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি দিলীপ মাঝি বলেন, মানসুকা দো এলাকায় বিজেপির বিজয় মিছিল ছিল। সেই সমাবেশে বিজেপি হুগলি থেকে কয়েকজনকে নিয়ে এসেছিল। তাদের মধ্যে কয়েকজন বন্দুক নিয়ে এসেছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের দেখে বন্দুক ফেলে পালিয়ে যায়। এখন অপরাধ লুকানোর জন্য তৃণমূলকে দোষারোপ করা হচ্ছে। তবে পুলিশ মামলার তদন্তে করছে।

পরিশ্রুত পানীয় জলের দাবিতে বিক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৭ আগস্ট ঃ ময়নাগুড়ি ব্লকের উত্তর মাধবডাঙ্গা এলাকায় পরিশ্রুত পানীয় জলের জন্য প্রায় বছর খানেক আগে বাড়ি বাড়ি বসানো হয়েছে ট্যাপ কল। বাড়ি বাড়ি কল থাকলেও মিলছে না পরিশ্রুত পানীয় জল। এমনকি জলের প্রেসার না থাকায় খুব অল্প অল্প করে সুতোর মতো করে জল পড়ে বলে অভিযোগ। যার জেরে সেই জল কার যত ব্যবহারই করতে পারেন না এলাকার মানুষ। ফলে বাধ্য হয়ে অনেকেই পানীয় জল কিনে নেন আবার কেউ কুয়ো বা নলকূপের উপরেই ভরসা করে আছেন। গ্রামের অধিকাংশ মানুষ গরিব শ্রেণীর হওয়ায় অনেকেই বাড়িতে টিউবওয়েল বসাতে না পেরে দূর থেকে খাওয়ার জল নিয়ে আসেন। ফলে গরমে কার্যত জল কষ্টে ভুগছেন এলাকার মানুষ। জল কম পড়ার অভিযোগের পাশাপাশি নোংরা এবং পচা গন্ধযুক্ত জল ট্যাপ কল থেকে বের হয় বলে অভিযোগ। দ্রুত এই সমস্যার সমাধানের দাবিতে সোমবার এলাকার বাসিন্দারা ফাঁকা বালতি হাতে নিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে বিক্ষোভে সামিল হলেন।

মোবাইল নিয়ে ঝগড়া, আত্মঘাতী ছাত্রী

গোপাল বিশ্বাস, নদীয়া, ৭ আগস্ট ঃ যমজ বোনের সাথে মোবাইল নিয়ে ঝগড়া হতেই গলায় দড়ি দিয়ে আত্মঘাতী চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রী। এমনই চাঞ্চল্যকর ও মর্মান্তি ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার রাতে নদীয়া ভারত - বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী কৃষ্ণগঞ্জ থানার কাদাঘাটা এলাকায়। স্থানীয় ও পরিবার সূত্রে জানা যায়, এই দিন রাতে কাদাঘাটা এলাকার বিশ্বাস পরিবারে চতুর্থ শ্রেণীর পড়ুয়া যমজ দুই বোনের মধ্যে প্রথমে মোবাইল ফোন নিয়ে বচসার সৃষ্টি হয়। এরপর ছোট বোনের হাত থেকে বড় বোন মোবাইল ফোন কেড়ে নিলে দিদির ওপর অভিমান করে ছোট বোন দিশা বিশ্বাস (১০) ঘরে ঢুকে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হওয়ার চেষ্টা করে। পরিবারের লোকজন আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে কৃষ্ণগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ডাক্তাররা মৃত বলে ঘোষণা করেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় ওই এলাকায়। শোকের ছায়া নেমে আসে গোটা পরিবারে ও এলাকায়। ঘটনাটির তদন্ত শুরু করেছে কৃষ্ণগঞ্জ থানার পুলিশ।

মালদায় শুরু হয়েছে শিশুদের টিকাদান কর্মসূচি মিশন ইন্দ্রধনুষ

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৭ আগস্ট ঃ একসঙ্গে জেলার সমস্ত বাচ্চাদের টিকাকরণ করতে শুরু হল মিশন ইন্দ্রধনুষ। মেডিকেল কলেজ সহ জেলার সমস্ত স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এই টিকাকরণ কর্মসূচি চলবে। প্রত্যন্ত এলাকায় মোবাইল টিম দিয়ে চালানো হবে কর্মসূচি। আজ সকালে মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে এই কর্মসূচির সূচনা করেন অতিরিক্ত জেলাশাসক বৈভব চৌধুরী। উপস্থিত ছিলেন জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সুদীপ্ত ভাদুড়ি, মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ পার্থপ্রতীম মুখোপাধ্যায় সহ অন্যান্যরা। অতিরিক্ত জেলাশাসক বৈভব চৌধুরি বলেন, আজ মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল থেকে মিশন ইন্দ্রধনুষ কর্মসূচির উদ্বোধন করা হল। এই কর্মসূচির আওতায় সমস্ত সদ্যোজাত শিশুদের সমস্ত টিকাকরণ করা হবে। আগামী তিন মাসের নির্দিষ্ট কিছু দিনে সমস্ত হেলথ সেন্টার থেকে এই টিকাকরণ করা হবে। জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সুদীপ্ত ভাদুড়ি বলেন, জেলা জুড়ে ১৫৮০ টি কেন্দ্র থেকে এই টিকাকরণ কর্মসূচি চলবে।

বিনা চিকিৎসায় অন্তঃসত্ত্বার মৃত্যু, বিক্ষোভ হাসপাতালে

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট ৭ আগস্ট ঃ হাসপাতালে ভর্তির প্রায় সাত ঘণ্টা পরেও মিলল না চিকিৎসা। ফলে বিনা চিকিৎসায় মৃত্য হল এক অন্তঃসত্বা মহিলার। এমনই অভিযোগ তুলে হাসপাতালের এম এস ভি পি'কে ঘিরে বিক্ষোভ দেখাল পরিবারের সদস্যরা। ঘটনাটি বীরভূমের রামপুরহাট গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে। মৃতার নাম সায়েদা খাতুন। তার বাড়ি বীরভূমের মুরারইয়ের থানার পানিযারা গ্রামে। মৃতার দাদা সাদ্দাম শেখ বলেন, বোন অন্তঃসত্বা ছিল। পেতে ব্যথা নিয়ে সোমবার ভোর সাড়ে পাঁচটা নাগাদ রামপুরহাট গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ভোর বেলা ভর্তি করা হলেও বেলা একটা পর্যন্ত বোনের চিকিৎসায় কোন চিকিৎসকের দেখা মেলেনি। ফলে বিনা চিকিৎসায় বোনের মৃত্যু হয়েছে। অন্তঃসত্বা বধূর মৃত্যর পরেই ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে মৃতার পরিজনদের মধ্যে। তারা হাসপতালের সুপারের রুমে গিয়ে বিক্ষোভ দেখতে শুরু করেন। খবর পেয়ে রামপুরহাট থানার পুলিশ পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। হাসপাতালের এমএসভিপি পলাশ দাস জানান, অভিযোগ পেলে বিষয়টি তদন্ত করা হবে। সেইক্ষেত্রে মৃতার ময়নাতদন্ত করে মৃত্যুর কারণ জানার পর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

উত্তর-পূর্ব রেলে পরীক্ষামূলক স্টপেজ

গোরক্ষপুর, ৭ আগস্ট ঃ ভ্রমণকারী জনসাধারণের সুবিধার জন্য, ০৬ মার্চ, ২০২৩ থেকে বুরহানপুর স্টেশনে ১২১৬৭।১২১৬৮ লোকমান্য তিলক টার্মিনাস- বানারস- লোকমান্য তিলক টার্মিনাস এক্সপ্রেসের পরীক্ষামূলক স্টপেজ পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত বাড়ানো হচ্ছে। ফলে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত এই ট্রেনের পরীক্ষামূলক স্টপেজ বুরহানপুর স্টেশনে চলবে।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Civil), BR-III, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/EE-III/32/BBG04/23-24 (1st Call)

Name of the work: **Installation block markar at each block in 52 Bagmari Road (Bagmari Muslim Burial Ground) in Ward No.-032.** Estimated cost: ₹ **2,33,948.00.** Earnest money: ₹ **5,000.00.** Period of completion: **60 days.**

(2) NIT No. : KMC/EE-III/32/BBG07/23-24 (1st Call)

Name of the work: **Construction six new sitting arrangement at 52 Bagmari Road (Bagmari Muslim Burial Ground) in Ward No.-032.** Estimated cost: ₹ **3,45,726.00.** Earnest money: ₹ **7,000.00.** Period of completion: **45 days.**

(3) NIT No. : KMC/EE-III/32/06/23-24 (1st Call)

Name of the work: **Restoration of paver block 44, 46, 108 Manik Tala Main Road and surrounding area in Ward No.-032.** Estimated cost: ₹ **4,13,479.00.** Earnest money: ₹ **8,500.00.** Period of completion: **45 days.** Last date and time of submission of bid: **16.08.2023 upto 12 noon (For Sl. No. 1 to 3).** Date and time of opening of tender: **18.08.2023 on or after 12 noon (For Sl. No. 1 to 3).**

(4) NIT No. : KMC/EE-III/33/13/23-24 (1st Call)

Name of the work: **Repairing of road surface from 106 to 106/H/6 B.M. Road, 6 Rammohnn Mullick Garden Lane, in Ward No.-33 disturbed by Water Supply Department.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **2,98,501.00.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **45 days.**

(5) NIT No. : KMC/EE-III/34/B08/23-24/BUSTEE (1st Call)

Name of the work: **Improvement of Bustee passage at 26, 27 Dr. P.M. Lane, 131 RRL Mitra Road and surrounding area in Ward No.-034.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **2,98,029.00.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **30 days.**

(6) NIT No. : KMC/EE-III/034/02/23-24 (1st Call)

Name of the work: **Maintenance of paver block footpath near 150 BM Road, along RRL Mitra Road and surrounding area in Ward No.-34.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **4,33,158.00.** Earnest money: ₹ **8,700.00.** Period of completion: **45 days.** Last date and time of submission of bid: **17.08.2023 upto 12 noon (For Sl. No. 4 to 6).** Date and time of opening of bid: **19.08.2023 after 12 noon (For Sl. No. 4 to 6).** The bid forms and other details are available on and from **08.08.2023 (5 p.m.) (For Sl. No. 1 to 6).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 6).**

The Executive Engineer (Civil), BR-XVI, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following work:

(1) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-XVI/142/007/23-24/BUSTEE

Name of the work: **Maintenance of surface drain at Krishnanagar (slum area) near Premises No.-24/4 in Ward No.-142.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **2,98,051.31.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **30 days.** Last date and time of submission of bid: **16.08.2023 - 12 noon.** The tender will be opened on: **18.08.2023 - 12 noon.** The bid forms and other details are available on and from **08.08.2023 (5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer (Water Supply), S.S.Unit, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work:

NIT No. : KMC/WS/EE/SSU/W-127/01/23-24 (1st Call)

Name of the work: **Laying of 100 mm dia D.I. pipe at R.N. Mukherjee Road near H/o B. Barik at Sonamukhi Das Para Road near H/o A. Mondal, at Naskar Para 2nd Bye Lane near H/o P. Sarkar in Ward No.-127, BR-XIV.** Estimated amount (including GST & CESS): ₹ **1,41,779.35.** Earnest money: ₹ **3,000.00.** Period of completion: **21 days.** Date of uploading of N.I.T. & other documents (online): **10.08.2023 - 4 p.m.** Documents download/sell start date (online): **11.08.2023 - 4 p.m.** Documents download/sell end date (online): **23.08.2023 - 4 p.m.** Bid submission start date (online): **11.08.2023 - 4 p.m.** Bid submission closing date (online): **23.08.2023 - 4 p.m.** Bid opening date for technical proposals (online): **25.08.2023 - 4 p.m.** The bid forms and other details are available from the website **https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer (Civil), BR-XII, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/101/18/23-24

Name of the work: **Restoration of footpath near 1124, J23 Baishnabghata Patuli Township etc. in Ward No.-101.** Estimated cost: ₹ **2,96,917.22.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **90 days.**

(2) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/106/038/23-24

Name of the work: **Development of road by providing kerb & channel near Premises No. 37/D Purbachal Lal Bahadur Sarani in Ward No.-106.** Estimated cost: ₹ **2,98,742.20.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **45 days.** Last date and time of submission of bid: **17.08.2023 - 11 a.m. (For Sl. No. 1 & 2).** Date and time of opening of bid: **19.08.2023 - 11 a.m. (For Sl. No. 1 & 2).** The bid forms and other details are available on and from **08.08.2023 (5 p.m.) (For Sl. No. 1 & 2).** The website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 & 2).**

(545/23-24)

লারার বদলে হায়দরাবাদের কোচ ভেত্তোরি

হায়দরাবাদ, ৭ আগস্ট ঃ ফের হেড কোচ বদল সানরাইজার্স হায়দরাবাদের। চাকরি গেল ব্রায়ান লারার। নিউজিল্যান্ডের প্রাক্তনী ড্যানিয়েল ভেত্তোরি এবার অরেঞ্জ আর্মির দায়িত্বে। সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়া দলের সহকারী কোচের ভূমিকা পালন করেন তিনি। আইপিএলে কোচিংয়ের অভিজ্ঞতা রয়েছে ভেত্তোরির। ২০১৪ থেকে ২০১৮ সাল অবধি তিনি ছিলেন রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোরের হেড কোচ। আগামী মরশুমে ভেত্তোরির প্রশিক্ষণেই মাঠে নামবে সানরাইজার্স। চলতি বছরের আইপিএলের আগে টম মুডির জায়গায় ব্রায়ান লারাকে হেড কোচ করেছিল সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। যদিও দশ দলের আইপিএলে লারার প্রশিক্ষণাধীন অরেঞ্জ আর্মি দশম স্থানে থেকে অভিযান শেষ করে। ১৪টি ম্যাচের মধ্যে জেতে মাত্র চারটিতে, পরাজয় ১০টিতে। লারার চাকরি যাওয়ায় গত ছয় মরশুমে এই নিয়ে পঞ্চম কেউ হায়দরাবাদের ফ্র্যাঞ্চাইজির কোচের পদে বসলেন। ২০১৯ সালে টম মুডি হেড কোচের দায়িত্ব পেয়েছিলেন। ২০২০ ও ২০২১ সালে ট্রেভর বেলিসকে হেড কোচ করা হয়। ২০২২ সালের আইপিএলের আগে ফের মুডিকেই হেড কোচ করে সানরাইজার্স। মুডির স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন লারা। এক মরশুম পরই তাঁর চাকরি গেল। আইপিএলে সানরাইজার্স টানা তিনটি মরশুম ধরে চরম ব্যর্থ। শেষবার তারা আইপিএলের প্লে-অফে পৌঁছেছে ২০২০ সালে। এই মুহূর্তে ভেত্তোরি রয়েছেন ইংল্যান্ডে। সেখানে দ্য হান্ড্রেডে বার্মিংহ্যাম ফিনিক্সের পুরুষ দলের হেড কোচ ভেত্তোরি। ২০২২ সাল থেকে তিনি অস্ট্রেলিয়া দলের সঙ্গেও যুক্ত। তার আগে বাংলাদেশ দলের স্পিন বোলিং পরামর্শদাতার ভূমিকাও পালন করেছেন। আরসিবিকে চ্যাম্পিয়ন করাতে না পারলেও হেড কোচ হিসেবে বেঙ্গালুরুর ফ্র্যাঞ্চাইজিতে ভেত্তোরির ট্র্যাক রেকর্ড খারাপ নয়। তাঁর প্রশিক্ষণে ২০১৫ সালে আইপিএলের প্লে-অফে উঠেছিল আরসিবি। ২০১৬ সালে আইপিএল ফাইনালও খেলে। সেবার সানরাইজার্স হায়দারাবাদ ফাইনালে আরসিবিকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। তারপর সানরাইজার্স আর কাপ জিততে পারেনি। নতুন কোচের হাত ধরেই তাই স্বপ্ন দেখবে নিজামের শহর।

বিরাটের নয়া লুক

নয়াদিল্লি, ৭ আগস্ট ঃ সামনেই ক্রিকেটের একের পর এক মেগা ইভেন্ট। এশিয়া কাপের পরেই ঘরের মাঠে ৫০ ওভারের বিশ্বকাপ খেলতে নামবে টিম ইন্ডিয়া। আগামী ২ মাস খুব গুরুত্বপূর্ণ। এর আগে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে টি-২০ সিরিজ থেকে বিশ্রাম নিয়েছেন ভারতীয় দলের একাধিক সিনিয়র ক্রিকেটার। সেই তালিকাতে রয়েছে বিরাট কোহলির নামও। ওয়েস্ট ইন্ডিজ থেকে চাটার্ড বিমানে দেশে ফিরেছেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক। এর বিশ্রামের মাঝেই নিজেকে আরও একবার বদলে ফেললেন বিরাট। সেই ভিডিয়ো ভাইরাল হতে একেবারেই সময় লাগেনি। নিজের স্টাইল স্টেটমেন্ট নিয়ে কতটা নিখুঁত বিরাট কোহলি তা আমাদের সকলেরই জানা। প্রায়শই নতুন নতুন হেয়ার কাট করে থাকেন বিরাট কোহলি। ঘনঘন নিজের লুকসও বদলান। এবার এশিয়া কাপ ও বিশ্বকাপের আগে আরও একবার নয়া অবতারে ধরা দিলেন বিরাট কোহলি। ফের নিজের নতুন হেয়ার কাটিং করালেন 'কিং কোহলি'। সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। যেখানে দেখা গিয়েছে পার্লারে চুল কাটছেন কোহলি।

ডুরান্ডেও ছুটছে বাগানের জয়রথ

কলকাতা, ৭ আগস্ট ঃ পাঁচ গোল দিয়ে ডুরান্ড অভিযান শুরু করেছিল মোহনবাগান। দ্বিতীয় ম্যাচে পাঞ্জাব এফসির বিরুদ্ধে ২-০ ব্যবধানে জয়। গত ম্যাচের প্রথম একাদশে নানা পরিবর্তন হয়েছে। তেমনই টেকনিকাল এরিয়ায়ও। কলকাতা লিগে কোচিং করাচ্ছেন বাস্তব রায়। ডুরান্ডের প্রথম ম্যাচেও সহকারী কোচ বাস্তবই দায়িত্বে ছিলেন। মরসুমে প্রথম বার মোহনবাগান বেঞ্চে বসেন জুয়ান ফেরান্দো। ডার্বির প্রস্তুতিও অনেকটা সেরে নিল মোহনবাগান। প্রথম ম্যাচে মূলত তরুণ দল নামিয়েছিল মোহনবাগান। তা নিয়েই বাংলাদেশ আর্মি ফুটবল টিমের বিরুদ্ধে ৫-০ জয়। এ দিন প্রথম একাদশে বিদেশি ফুটবলারও রাখলেন ফেরান্দো। ডার্বির কথা ভেবেই এমন সিদ্ধান্ত। ব্রেন্ডন হ্যামিলের সঙ্গে সেন্ট্রাল ডিফেন্সে আনোয়ার আলি। মোহনবাগানে অভিষেক হল জাতীয় দলের নির্ভরযোগ্য তরুণ ডিফেন্ডার আনোয়ারের। তেমনই মিডফিল্ডে আর এক বিদেশি হুগো বোমাস। পরিবর্ত হিসেবে নামানো হয় গত মরসুমে মোহনবাগানের অন্যতম নায়ক দিমিত্রি পেত্রাতোস। বৃষ্টিতে মাঠ ভেজা। তাই চোটের ঝুঁকিও ছিল। সতর্ক হয়েই খেলায় মন দেন বাগান ফুটবলাররা। মরসুমের প্রথম ডার্বির আগে ছুটছে মোহনবাগান। ডুরান্ড কাপের প্রথম ম্যাচে বাংলাদেশ আর্মিকে ৫-০ গোলে হারিয়েছিল সবুজ-মেরুন। আর এবার সোমবার অর্থাৎ ৭ আগস্ট রাউন্ডগ্লাস পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে ২-০ গোলে জিতে অনেকটা আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে নিল জুয়ান ফেরান্দোর ছেলেরা। গোল করে দলের জয়ে বড় ভূমিকা পালন করলেন মনবীর সিং ও হুগো বুমোস। তবে মোহনবাগান দারুণ ফর্মে থাকলেও, তাদের চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ইস্টবেঙ্গল কিন্তু সম্মানের ডার্বির আগে ব্যাপক চাপে রয়েছে। ইতিমধ্যেই আটটি ডার্বি হেরে বসে রয়েছে লাল-হলুদ। এবার ফর্মে থাকা মোহনবাগানের কাছে এবারের ডার্বি হারলে, কার্লোস কুদ্রাতারের চাপ আরও বাড়বে। ২৩ মিনিটের মাথায় এগিয়ে যায় মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। মনবীরের শট পাঞ্জাব এফসির ডিফেন্ডারের পায়ে লেগে জালে জড়িয়ে গেল। প্রাথমিকভাবে ডানপ্রান্ত থেকে ভালো পাস পান মনবীর। বক্সের মধ্যে ঢুকে আসেন। লাইনের ধারে নিজের শক্তির পরিচয় দেন। এগিয়ে আসেন পাঞ্জাবের গোলকিপার। তাঁর ডানদিক থেকে শট বা ক্রসের চেষ্টা মনবীরের। কিন্তু বল ক্লিয়ার করতে গিয়ে বৃষ্টির মাঠে পা পিছলে পড়ে যান বিপক্ষের ডিফেন্ডার মেলরয়। নিজের জালেই বল জড়িয়ে দেন। ফলে ১-০ গোলে এগিয়ে যায় সবুজ-মেরুন। ৪৩ মিনিটে ফের বিপক্ষের জালে আঘাত করে সবুজ-মেরুন। এবার হুগো বোমসের পা থেকে এগিয়ে গেল গতবারের আইএসএল জয়ী দল। শেষ ১০ মিনিটে আরও বেশ কিছু গোলের পরিস্থিতি তৈরি হয়। যদিও স্কোরলাইন বাড়েনি। ডুরান্ডে দুম্যাচেই ক্লিনশিট রেখে জয়, ডার্বির আগে মোহনবাগানকে বেশ খানিকটা এগিয়ে রাখবে। দুই ম্যাচেই জয় দিয়ে ডুরান্ড কাপ শুরু করলেও ডার্বির আগে চিন্তায় থাকবেন মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের কোচ জুয়ান ফেরান্দো। কারণ পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে মোহনবাগানের ডিফেন্স রীতিমতো কেঁপে গিয়েছে। যখন পঞ্জাব পরপর আক্রমণে আসছিল, তখন বেশ চাপে ছিল বাগান ডিফেন্স। যে সুযোগ ডার্বিতে কাজে লাগাতে পারলে দীর্ঘদিন পর ডার্বিতে জয়ের স্বাদ পেতে পারে ইস্টবেঙ্গল। তবে জুয়ান কিছুটা স্বস্তিতে থাকবেন এই ভেবে যে আনোয়ার আলি ভালো খেলেছেন।

ফের অজি দলে ভারতীয় ক্রিকেটার

সিডনি, ৭ আগস্ট ঃ ভারতীয় ক্রিকেটারকেই নিয়ে ভারতেই বিশ্বকাপ খেলতে আসছে অস্ট্রেলিয়া। অবাক করা ঘটনা হলেও এমনটাই ঘটতে চলেছে। এর আগে ভারত সফরে অজিদের স্কোয়াডে ইন্ডিয়ান সাপোর্ট স্টাফ দেখা গিয়েছিল, এবার টিম ইন্ডিয়ার ব্যাটসম্যানদের ঘায়েল করতে ভারতীয় বংশোদ্ভূত স্পিনার দলে আনছে অস্ট্রেলিয়া। সোমবার ভারতের বিরুদ্ধে তিনটি একদিনের ম্যাচ এবং বিশ্বকাপের প্রাথমিক স্কোয়াড ঘোষণা করেছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া। ১৮ জনের দলে সুযোগ পেয়েছেন লেগস্পিনার তনভীর সংঘা। নাম শুনেই বোঝা যাচ্ছে বংশগতভাবে এই ক্রিকেটার অস্ট্রেলিয়ার নন। তানভীরের সঙ্গে রয়েছে গভীর ভারত যোগ। ভারতীয় বংশোদ্ভূত আনক্যাপড লেগ স্পিনার তনভীর সাংঘা অস্ট্রেলিয়ার বিশ্বকাপের স্কোয়াডে জায়গা করে সাড়া ফেলে দিয়েছেন। ২১ বছরের এই ক্রিকেটারের জন্ম অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে। তনভীরের বাবা জোগা সাংঘা জলন্ধরের রহিমপুর গ্রামের বাসিন্দা। ১৯৯৭ সালে তিনি পড়াশোনার জন্য অস্ট্রেলিয়ায় চলে যান। সিডনিতে বসবাস শুরু করেন। কিন্তু পেশাগত ক্ষেত্রে সাফল্য না পাওয়ায় জোগা সাংঘা সিডনিতে গিয়ে ট্যাক্সি চালাতে শুরু করেন। তাঁর মা সিডনিতেই একটি বেসরকারি অফিসে অ্যাকাউন্টেন্ট হিসেবে কাজ করেন। সেখানেই জন্ম তনভীরের। তনভীর ও তাঁর পরিবারের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ কোনওদিন বিচ্ছিন্ন হয়নি। সাংঘা পরিবার নিয়মিত ভারতে আসেন। এতো গেল পারিবারিক কাহিনি। এবার আসা যাক তনভীরের ক্রিকেটীয় জীবনের কথায়। এখনও সিনিয়র দলের হয়ে একটিও আন্তর্জার্তিক ম্যাচ না খেলা তনভীরকে বিশ্বকাপের স্কোয়াডে রেখে রীতিমতো চমক দিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ান নির্বাচকরা। অনূর্ধ্ব ১৯ বিশ্বকাপ ছাড়াও ৪টি প্রথম শ্রেণি, ৫টি লিস্ট এ এবং ২৮টি টি ২০ ম্যাচ খেলেছেন তনভীর। টি-টোয়েন্টি ম্যাচে ৩৭টি উইকেট রয়েছে, ৭.৪৬ ইকোনমি তাঁর নামের পাশে। ফার্স্ট ক্লাসে ২৪টি এবং লিস্ট এ-তে ৭টি উইকেট নিয়েছেন তনভীর। তরুণ বয়সেই তাঁর স্পিনের জাদু নজর কাড়েন অস্ট্রেলিয়ান নির্বাচকদের। ভারতের বেশিরভাগ উইকেটই স্পিন সহায়ক হয়, ফলে অতিরিক্ত স্পিনার দলে রাখার সিদ্ধান্ত নেয় অজি টিম ম্যানেজমেন্ট। অ্যাডাম জাম্পার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে ভারতীয় বংশোদ্ভূত তনভীরকে। তরুণ এই স্পিনার কিন্তু ভারতের মাটিতে বিশ্বকাপে প্যাট কামিন্সের দলে তুরুপের তাস হতেই পারেন। সুযোগ পেলে তনভীর হবেন অস্ট্রেলিয়ার হয়ে খেলা দ্বিতীয় ভারতীয় বংশোদ্ভূত ক্রিকেটার। এর আগে ডানহাতি পেসার গুরিন্দর সিং সান্ধু অস্ট্রেলিয়ার হয়ে দুটি একদিনের ম্যাচ খেলেছেন। উল্লেখযোগ্যভাবে বিশ্বকাপের দল থেকে বাদ পড়েছেন মার্নাস লাবুশেন। দলে সুযোগ দেওয়া হয়েছে অনভিজ্ঞ অল রাউন্ডার অ্যারন হার্ডিকে।

সুনীলদের রক্ষণে ভরসা ডাচ তারকা

বেঙ্গালুরু, ৭ আগস্ট ঃ গতবারের ফুটবল মরশুমের শুরুটা যথেষ্ট ভালো হলেও শেষটা খুব একটা মধুর থাকেনি বেঙ্গালুরু দলের পক্ষে। হিরো আইএসএলের পাশাপাশি হিরো সুপার কাপের মতো ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনালে উঠলেও শেষ হাসি হেসেছে এটিকে মোহনবাগান ও ওড়িশা এফসি। তাই অতীতের ভুল ভ্রান্তি থেকে শিক্ষা নিয়ে এবার নিজেদের মেলে ধরতে মরিয়া সাইমনের দল। এক্ষেত্রে গতবারের তিন তারকা ফুটবলার প্রবীর দাস, রয় কৃষ্ণা ও সন্দেশ ঝিঙ্গানকে দল থেকে রিলিজ করে দেওয়া হলেও তাদের বিকল্প হিসেবে একাধিক তারকা ফুটবলারদের দলে টেনেছে বেঙ্গালুরু। গত কয়েক মাস আগেই দল বদলের বাজার থেকে এটিকে মোহনবাগান দলের অন্যতম তারকা ডিফেন্ডার স্লাভকো ডামজানোভিচ সই করেছে এই আইএসএল জয়ী দলে। এবার এই তালিকায় যুক্ত হল ডাচ সেন্টার ব্যাক কেজিয়া ভিনডপর্কে। গত কয়েকদিন আগেই দুই বছরের চুক্তিতে দলে সই করেছেন এই তারকা। এবার তার অনুশীলন যেন বাড়তি ভরসা দিচ্ছে দলকে। জাতীয় দলের যুব পর্যায় খেলার পাশাপাশি একটা সময় ইউরো কাপের মতো টুর্নামেন্টে যুব দলের অধিনায়ক হিসেবেও উঠে এসেছিলেন এই তারকা। সেবার টুর্নামেন্টে রানার্স হয়েছিল নেদারল্যান্ডস। এবার তিনি খেলবেন ভারতীয় ফুটবল লিগে। এছাড়াও ক্লাব ফুটবলের ক্ষেত্রেও যথেষ্ট পরিচিত মুখ তিনি। দেশের অন্যতম জনপ্রিয় লিগে এম্মেন দলের হয়ে খেলেছেন তিনি। শুধু শেষ ফুটবল মরশুম নয়। এই নিয়ে মোট ৫ টি ফুটবল সিজন ওই দলের হয়েই খেলেছেন তিনি। পাশাপাশি ১৫০ টিরও বেশি ম্যাচে তার সক্রিয়তা রয়েছে। এবার ডেস্টিনেশন বেঙ্গালুরু। উল্লেখ্য, শেষ ফুটবল মরশুমে অল্পের জন্য আইএসএল ফসকে গিয়েছিল সুনীলদের। তাই সমস্ত কিছু মাথায় রেখে অনেক আগে থেকেই দল গঠনের কাজ শুরু করা হয় তাদের তরফ থেকে। ভিনডপর্কের পাশাপাশি কার্টিজ মেইনের মতো ফুটবলারদের ও যুক্ত করা হয়েছে নতুন মরশুমের কথা মাথায় রেখে। বলতে গেলে, আসন্ন ফুটবল মরশুমে একেবারে যে আলাদা মাত্রা পেতে চলেছে সাইমনের দল তা কিন্তু বলাই চলে।

বিশ্বকাপের শেষ আটে ব্রিটিশ মহিলারা

ব্রিসবেন, ৭ আগস্ট ঃ টাইব্রেকারে নাইজেরিয়াকে হারিয়ে মহিলা ফুটবল বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনাল নিশ্চিত করেছে ইংল্যান্ড। সোমবার অস্ট্রেলিয়ার ব্রিসবেনে অনুষ্ঠিত তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ন ম্যাচে আফ্রিকান মহিলাদের ৪-২ গোলে হারায় ইউরোপীয় চ্যাম্পিয়নরা। ম্যাচের শুরু থেকে গোলের ভালো সুযোগগুলো অবশ্য সৃষ্টি করেছিল নাইজেরিয়াই। এমনকি ম্যাচের ৮৭ মিনিটে ১০ জনের দলে পরিণত হয়ে গেলে আরও সংকেট পড়ে যায় ইংল্যান্ড। তারপরও শেষ পর্যন্ত অবশ্য অতিরিক্ত সময়ের ম্যাচেও নিজেদের অক্ষত রাখতে সক্ষম হন ব্রিটিশ নারীরা। ফলে গোলশুন্য ড্রয়ের মাধ্যমে প্রতিদ্বন্দ্বিতা শেষ করার মাধ্যমে ৫০ হাজার দর্শকের সামনে নিজেদের মান বাঁচাতে সক্ষম হয় ১০ জনের ইংল্যান্ড। একটি ভুলের কারণে লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়তে হয়েছে ইংল্যান্ডের প্লে মেকার লরেন জেমসকে। অথচ তারা জানতেন ইউরোপীয় শিরোপার পর বিশ্বখেতাব ঘরে তোলার স্বপ্ন পূরনের জন্য আরও উন্নত খেলা উপহার দেওয়ার প্রয়োজন ছিল ইংলিশদের। অবশ্য শেষ পর্যন্ত নিজ অঙ্কেই টিকে থাকলো ইংল্যান্ড। আজকের এই জয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে কলম্বিয়া অথবা জামাইকাকে প্রতিপক্ষ হিসেবে পেতে যাচ্ছে তারা। আগামী শনিবার অনুষ্ঠিত হবে ইংলিশ মহিলাদের সেমি-ফাইনালে উঠার ম্যাচটি। টাইব্রেকারের শুরুতেও কঠিন পরিস্থিতিতে পড়তে হয়েছিল ইংলিশদের। জর্জিয়া স্ট্যানওয়ের প্রথম শটের বলটিই পোস্টের বাইরে চলে যায়। তবে সুযোগটি কাজে লাগাতে ব্যর্থ হন পরের শট নিতে আসা ডিজায়ার ওপারানোজি। একই কায়দায় বল পোস্টের বাইরে পাঠিয়ে দেন নাইজেরীয় ওই ফুটবলার। দ্বিতীয় দফায় ইংল্যান্ডের বেথ ইংল্যান্ড কোন ভুল করেননি। লক্ষ্যভেদ করেন সরাসরি। তবে পোস্টের উপর দিয়ে এবার বল মাঠের বাইরে পাঠিয়ে দেন প্রতিপক্ষের শ্যুটার মিশেল অ্যালোজি। যেটি বাড়তি সুবিধা এনে দেয় ইংলিশ শিবিরে। এরপর গ্রীনউড এবং উচেইবি নিজ নিজ দলের পক্ষে গোল করলেও ইংলিশদের হয়ে বেশ ঠান্ডা মাথায় চতুর্থ ও শেষ গোল করেন ক্লো কেলি। এতেই জয় নিশ্চিত হয় ইউরোপীয় চ্যাম্পিয়নদের। ম্যাচ শেষে ইংল্যান্ডের কোচ সারিনা ওয়েগম্যান বলেন, প্রথমত দলগত হিসেবে আমরা আটকে গিয়েছিলাম। এটি ছিল বেশ কঠিন একটি ম্যাচ। এর উপর আবার আমাদের একটি লাল কার্ড দেখতে হয়েছে। তারপরও ১০ জন নিয়ে অতিরিক্ত সময়ের ম্যাচে আমরা তাদের প্রতিহত করেছি এবং টাইব্রেকারে জয়লাভ করেছি। মেয়েরা যেভাবে সেটি করেছে এবং পরের পর্বে পৌঁছেছে তাতে আমরা তাদের নিয়ে গর্ব করতে পারি।

ডার্বিতে নজর

কলকাতা, ৭ আগস্ট ঃ ডুরান্ডের প্রথম ম্যাচেই আটকে গিয়েছে ইমামি ইস্টবেঙ্গল। লাল-হলুদের পারফরম্যান্স মন ভরাতে পারেনি সমর্থকদের। সপ্তাহের শেষেই ডার্বি। বাংলাদেশ ম্যাচে খাবড়াদের পারফরম্যান্স বুঝিয়ে দিয়েছে লাল-হলুদ ব্রিগেড এখনও বড় ম্যাচের জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত নয়। যদিও কোচ কার্লোস কুয়াদ্রাত আশার বাণী শোনাচ্ছেন সমর্থকদের জন্য। আগামী শনিবার মরসুমের প্রথম ডার্বিতে মুখোমুখি হবে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট এবং ইমামি ইস্টবেঙ্গল। তবে তার আগে দল তৈরি হয়ে যাবে মনে করছেন লাল-হলুদ কোচ। ডুরান্ড ডার্বির আগে ইস্টবেঙ্গল সিনিয়ার দলের মরসুমের প্রথম বড় ম্যাচে সব ফুটবলারকে কার্যত পরীক্ষা-নিরীক্ষার আতস কাঁচের নীচে রাখলেন ইস্টবেঙ্গল কোচ কার্লোস কুয়াদ্রাত। বাংলাদেশ আর্মির সঙ্গে ড্র করার পর ডার্বি প্রসঙ্গে স্প্যানিশ কোচ বলেন, বড় ম্যাচের আগে আমরা এক সপ্তাহ সময় পাচ্ছি। ফলে যেসব ফুটবলারদের সামান্য চোট রয়েছে, তারা ফিট হয়ে যাবে। ডার্বিতে খুব একটা সমস্যা হবে না। ক্লেইটন সিলভার অপেক্ষায় রয়েছেন কুয়াদ্রাত। ব্রাজিলিয়ান স্ট্রাইকার ভিসা পেয়ে গিয়েছেন। স্প্যানিশ কোচের কথায়, তবে খুশির খবর ক্লেইটন ভিসা পেয়ে গিয়েছে। কয়েক দিনের মধ্যেই এখানে চলে আসবে। তবে ডার্বিতে ওকে নামাতে পারব কিনা আমি জানি না। ওর ফিটনেস দেখার পরই সিদ্ধান্ত নেব। এদিকে এগিয়ে থেকেও ড্র। লাল-হলুদ কোচের মতে নিশু কুমার লাল কার্ড দেখে বেরিয়ে যাওয়ার পরই সমস্যায় পড়ে দল। একইসঙ্গে বড় ম্যাচে নিশুকে পাবে না লাল হলুদ। যা কুয়াদ্রাতের দলের কাছে বড় ধাক্কা। ডুরান্ডের প্রথম ম্যাচে পুরো দল খেলিয়েও তিন পয়েন্ট ঘরে তুলতে পারেনি ইমামি ইস্টবেঙ্গল। ২ গোলে এগিয়ে থেকেও ড্র করতে হয় লাল-হলুদকে।

আরসিবিতে এবি

বেঙ্গালুরু, ৭ আগস্ট ঃ আইপিএলে ফিরছেন এবি ডিভিলিয়ার্স। জল্পনা নয় এটাই সত্যি। কোটিপতি লিগে 'মিস্টার ৩৬০' ফিরছেন তাঁর প্রিয় দল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোরের হাত ধরে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে আগেই বিদায় জানিয়েছিলেন। এরপর ২০২১ সালে সব ধরনের ক্রিকেট থেকে অবসর গ্রহণ করেন এবি ডিভিলিয়ার্স। আরসিবির জার্সিতে তাঁকে দেখা না গেলেও বেঙ্গালুরুর এই ফ্র্যাঞ্চাইজিটির সঙ্গে ডিভিলিয়ার্সের মধুর সম্পর্ক। তাই আরসিবির ডাকে সাড়া না দিয়ে পারলেন না তিনি। সব ঠিকঠাক থাকলে আইপিএলের আগামী মরসুমে ফের দেখা মিলবে তাঁর। তবে অবশ্যই ব্যাট হাতে হিসেবে নয়। অন্য ভূমিকায় দেখা যাবে তাঁকে। আরসিবিতে পরিবর্তনের ছোঁয়া। ২০২৪ মরসুম শুরু হতে এখনও অনেক সময়। হাতে সময় রেখেই নতুনভাবে দলকে সাজানোর কাজ চলছে। সর্বপ্রথম বিদায় দেওয়া হয়েছে ডিরেক্টর মাইক হেসন এবং কোচ সঞ্জয় বাঙ্গারকে। হেড কোচের পদে বাঙ্গারের পরিবর্তে এসেছেন অ্যান্ডি ফ্লাওয়ার। ইংল্যান্ডকে টি-২০ বিশ্বকাপ জেতানো কোচকে পরের মরসুম থেকে আরসিবির ডাগআউটে দেখা যাবে। বর্তমানে 'ডিরেক্টর অব ক্রিকেট অপারেশনস'-এর পদ খালি রয়েছে। তাহলে কি সেই পদেই ডিভিলিয়ার্সকে দেখা যাবে? ডিভিলিয়ার্সের ফেরা নিশ্চিত হলেও তিনি আগামী দিনে তাঁকে ডিরেক্টর পদে দেখা যাবে কি না তা নিশ্চিত নয়।

এশিয়াডের দল থেকে বাদ দীপা

নয়াদিল্লি, ৭ আগস্ট ঃ বিতর্ক যেন কিছুতেই পিছু ছাড়ছে না দীপা কর্মকারের। যোগ্যতা অর্জন পর্বে শীর্ষে থেকেও এশিয়াডের দল থেকে বাদ পড়লেন আগরতলার বঙ্গতনয়া। একটি সর্বভারতীয় সংবাদ মাধ্যমের খবর অনুসারে যোগ্যতা অর্জন পর্বের সমস্ত নিয়ম পূরণ করতে না পারার জন্যই তাঁর নাম বাদ গিয়েছে। নিয়ম শিথিল করে তাঁকে এশিয়াডে পাঠানোর জন্য আবেদন করেছেন দীপা। ভারতের এই তারকা জিমন্যাস্ট দীর্ঘ ২১ মাস নির্বাসন ছেড়ে সদ্য ফিরেছেন। রিও অলিম্পিক্সে প্রথম ভারতীয় জিমন্যাস্ট হিসাবে অংশ নেওয়া দীপা দুই দিনের যোগ্যতাঅর্জন পর্বের শেষে মোট ৪৭.০৫ পয়েন্ট সংগ্রহ করে তালিকায় শীর্ষে থেকেই এশিয়ান গেমসে নামার ছাড়পত্র পেয়েছিলেন। কিন্তু নিয়মের জাঁতাকালে পড়ে এশিয়াডে দীপার অংশগ্রহণই এখন অনিশ্চয়তার মুখে। ইতিমধ্যেই জিমন্যাস্টিক দলের তালিকা আইওএ-র পক্ষ থেকে ক্রীড়া মন্ত্রকের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবারের মধ্যেই ক্রীড়া মন্ত্রকের পক্ষ থেকে এই তালিকায় অনুমোদন দেওয়া হতে পারে। কিন্তু প্রণতি দাস বা প্রণতি নায়েকের নাম থাকলেও দীপার নাম এই তালিকায় নেই। সর্বভারতীয় সংবাদ মাধ্যমটির খবর অনুসারে, ব্যক্তিগত ইভেন্টের ক্ষেত্রে এশিয়াডে অংশ নিতে হলে শেষ ১২ মাসে ক্রম তালিকা। আটের মধ্যে থাকা বাধ্যতামূলক। কিন্তু নিয়মের ব্যতিক্রম হলেই ক্রীড়ামন্ত্রক সংশ্লিষ্ট অ্যাথলিটকে এশিয়াডে অংশ গ্রহণের অনুমতি দেয় না। কিন্তু ১৫ জুলাই যে তালিকা প্রকাশ করা হয়েছিল তাতে দীপার নাম ছিল। নিয়ম শিথিল করে তাঁকে সুযোগ দেওয়ার জন্য আবেদন করেছেন দীপা। ক্রীড়া মন্ত্রককে দেওয়া চিঠিতে দীপা উল্লেখ করেছেন, ২০১৭ এবং ২০১৯ সালে এসিএল ইনজুরি মুখে পড়ি। তারপর করোনা অতিমারী এবং নির্বাসনের কারণে খুব বেশি ইভেন্টে নামার সুযোগ পায়নি, ক্রীড়া মন্ত্রকের কাছে আমার আবেদন নিয়ম কিছুটা শিথিল করে আমাকে সুযোগ দেওয়া হোক এশিয়াডে অংশগ্রহণের। একটা সময় দেশের এক নম্বর জিমন্যাস্ট হঠাত করেই ডোপিং বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন। শরীরের নিষিদ্ধ ড্রাগ নেওয়ার অভিযোগে তাঁকে নির্বাসনে পাঠানো হয়। এই নির্বাসন কাটিয়ে উঠে ফের নিজের স্বমহিমায় ফিরে এসেছেন দীপা। রিও অলিম্পিকে একটুর জন্য পদক হাতছাড়া হয়েছিল, কিন্তু দীপার প্রদুনোভো ভল্ট সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু বয়স বেড়েছে, প্রদুনোভা ভল্ট এখন অতীত। এশিয়ান গেমসে নতুন অস্ত্র নিয়ে নামতে চলেছেন বাঙালি এই মহিলা জিমন্যাস্ট। কিন্তু তারপর থেকেই বিভিন্ন সমস্যায় ভুগতে থাকেন দীপা। কখনও চোট-আঘাতের সমস্যা। আবার নিষিদ্ধ ড্রাগ নেওয়ার অভিযোগে দীর্ঘদিনের নির্বাসিত থাকা। সেই নির্বাসন শেষ হবার পর প্রত্যাবর্তনও করেছিলেন আগরতলার বাঙালি মেয়ে দীপা। কিন্তু ফের অনিশ্চয়তার অন্ধকার। উল্লেখ্য, দীপাকে বাদ দেওয়ার কারণ হিসেবে উঠে আসছে তিনি যোগ্যতা অর্জন করতে ব্যর্থ হয়েছেন। বলা হয়েছে, ব্যক্তিগত ইভেন্টে সংশ্লিষ্ট খেলোয়াড়কে ১২ মাসের মধ্যে অষ্টম স্থান অর্জন করতে হবে। ১৫ জুলাই সময়সীমার মধ্যে এশিয়াড আয়োজকদের কাছে ক্রীড়াবিদদের পাঠানো তালিকায় দীপার নাম ছিল। ১১-১২ জুলাই ভুবনেশ্বরে অনুষ্ঠিত হওয়া ট্রায়ালে, দীপা মহিলাদের শৈল্পিক জিমন্যাস্টিক ইভেন্টে প্রথম স্থান অর্জন করেন। এশিয়াড আয়োজকদের পাঠানো তালিকায়, দীপার নাম ছয়টি ইভেন্টে স্থান পেয়েছে। সেগুলি অলরাউন্ড, ব্যালেন্স বিম, ফ্লোর এক্সারসাইজ, অসম বার, ভল্ট এবং দল।

কুস্তি ফেডারেশনের প্রার্থী তালিকা প্রকাশ

নয়াদিল্লি, ৭ আগস্ট ঃ ভারতের কুস্তি ফেডারেশনের নির্বাচন ১২ আগস্ট। তার আগে চূড়ান্ত হয়ে গেল প্রার্থী তালিকা। যৌন নির্যাতন কাণ্ডে অভিযুক্ত ফেডারেশনের বিদায়ী সভাপতি ব্রিজ ভূষণ শরণ সিং বা তাঁর পরিবারের কেউ নির্বাচনে লড়ছেন না। যদিও সভাপতি পদে লড়ছেন ব্রিজ ভূষণের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সঞ্জয় কুমার সিং। তিনিও উত্তরপ্রদেশেরই বাসিন্দা। তাঁর বিরুদ্ধে লড়ছেন ২০১০ সালের কমনওয়েলথ গেমসে সোনাজয়ী অমিতা শেওরান। যে তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে চারজন সহ সভাপতির দৌড়ে রয়েছেন পাঁচ প্রার্থী। তাঁদের মধ্যে অন্যতম ১৯৭৮ সালে ব্যাংকক ও ১৯৮৬ সালে সিওল এশিয়ান গেমসে সোনাজয়ী কর্তার সিং। ক্রীড়া প্রশাসনেও তাঁর বিপুল অভিজ্ঞতা রয়েছে। ভারতের কুস্তি ফেডারেশনের সেক্রেটারি জেনারেলের দায়িত্ব সামলেছেন কর্তার। সহ সভাপতি পদের লড়াইয়ে কর্তারের সঙ্গে রয়েছেন বাংলা থেকে অসিত কুমার সাহা, দিল্লি থেকে জয় প্রকাশ, মধ্যপ্রদেশ থেকে মোহন যাদব ও মণিপুরের এন ফোনি। জানা যাচ্ছে, ব্রিজ ভূষণের শিবির থেকে ১৫টি পদের জন্যই মনোনয়ন জমা দেওয়া হয়েছে। নির্বাচনের মাধ্যমেই বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদ দখলের ব্যাপারে ব্রিজ শিবির এগিয়ে বলে ফেডারেশন সূত্রে খবর। সভাপতি পদের লড়াই সঞ্জয়ের বিরুদ্ধে সম্মুখ সমরে নামবেন বছর ৩৮-এর অনিতা। বজরং পুনিয়া, ভিনেশ ফোগাট, সাক্ষী মালিক-সহ ছয় তারকা কুস্তিগীর অনিতার প্রতিই সমর্থন জানিয়েছেন। ব্রিজ ভূষণ শরণ সিং যৌন হেনস্থায় অভিযুক্ত। কুস্তিগীররা তাই ফেডারেশনের শীর্ষপদে কোনও মহিলাকেই চাইছেন। যদিও শেষ অবধি অনিতা জিততে পারবেন কিনা তা স্পষ্ট নয়। ব্রিজ ভূষণ শরণ সিংয়ের বিরুদ্ধে যৌন হেনস্থার যে মামলা হয়েছে তাতে এই অনিতার নাম ছিল সাক্ষী হিসেবে। নির্বাচনের রিটার্নিং অফিসার অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি এমএম কুমার যে তালিকা প্রকাশ করেছেন তাতে দেখা যাচ্ছে দুটি যুগ্ম সচিব পদের লড়াইয়ে আছেন ৪ জন। কর্মসমিতির ৫ সদস্য হওয়ার দৌড়ে মনোনয়ন জমা পড়েছে ৭ জনের। সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট পদের জন্য অসমের দেবেন্দ্র কাদিয়ানের সঙ্গে লড়াইয়ে রয়েছেন ব্রিজ ভূষণ শিবিরের আইডি নানাবতী। প্রেসিডেন্ট, সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট পদের পাশাপাশি চার সহ সভাপতি, ১ জন সেক্রেটারি-জেনারেল, ১ জন কোষাধ্যক্ষ, ২ যুগ্ম সচিব, ৫ কর্মসমিতির সদস্যের পদের জন্য নির্বাচন হচ্ছে। ব্রিজ ভূষণের শিবির থেকে বিরোধী শিবিরে গিয়েছেন হরিয়ানার রোহতাশ সিং। তিনি যুগ্ম সচিব পদে লড়ছেন।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইল্লাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪ লেনিন সরনী, কলকতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্ল্যাক বার্ণ লেন, কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত
Owner, Printer, Publisher & Editor ALOKE KUMAR NASKAR, 1B, Black Burn Lane Kolkata 700012, and print at Illustrated India Press 74, Lenin Sarani, Kolkata-700013,
Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailydurantabarta@gmail.com newsdailydurantabarta@gmail.com whats App-9874301615